NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৮ মেসির আর্জেন্টিনাকেও হারিয়ে চমকে দিল প্যারাগুয়ে

পাকিস্তানে না হলে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি হতে পারে ভারতে! ৮

কলকাতা ১৬ নভেম্বর ২০২৪ ৩০ কার্তিক ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৫৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 16.11.2024, Vol.18, Issue No. 155, 8 Pages, Price 3.00

ট্যাবে টাফ সরকার

মোদির বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি, ঝাড়খণ্ডে বিলম্ব রাহুলেরও

রাঁচি, ১৫ নভেম্বর: যান্ত্রিক ত্রুটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিল্লিগামী বিমানে। দেওঘর বিমানবন্দরে আটকে ছিল বিমানটি। সেই কারণে মোদির দিল্লি ফেরায় বিলম্ব দেখা দিয়েছে। অবশেষে ফিরলেন বায়ুসেনার বিমানে। সব মিলিয়ে দেরি দু'ঘণ্টা। ঝাড়খণ্ডে দু'টি জনসভায় যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সভা সেরে ফিরছিলেন দিল্লিতে।

শুক্রবার ছিল আদিবাসী নেতা বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকী। এই দিনটি জনজাতি গৌরব দিবস হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়। আগামী বুধবার ঝাড়খণ্ডে দ্বিতীয় তথা শেষ দফার নির্বাচন। তার আগে শুক্রবার আদিবাসী অধ্যুষিত রাজ্যটিতে দু'টি সভা করেন প্রধানমন্ত্রী। তারপরেই দিল্লি ফিরে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, প্রচার শেষে দেওঘর থেকে বিমানে দিল্লি ফিরে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। জানা গিয়েছে, শুক্রবার আচমকাই মোদির বিমানটি খারাপ হয়ে যায়। আর তার ফলে বিমানবন্দরেই দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় মোদিকে। বিমানটি ওড়ার আগেই আচমকা দেখা যায় যান্ত্রিক ত্রুটি। বিশেষজ্ঞের দল বিমানটি পরীক্ষা করে দেখে। আঁটসাঁট করা হয় বিমানবন্দরের নিরাপত্তা। একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, দিল্লি থেকে বিকল্প বিমান দেওঘরের উদ্দেশে রওনা দেন।

শুক্রবারই দেওঘর থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে ঝাড়খণ্ডের গোড্ডায় কপ্টারে প্রায় দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে। এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল বা এটিসির তরফে কংগ্রেস নেতা কপ্টারকে ওড়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন 'এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল' (এটিসি)-এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস।

গোড্ডা থেকে অন্তত ১৫০ কিলোমিটার দূরে চাকাইতে মোদির জনসভা ছিল। শুক্রবার বিধানসভা ভোটের প্রচারে ঝাড়খণ্ডের গোড্ডায় গিয়েছিলেন রাহুল। সেখানকার মহাগনায় সভা করার পরে তাঁর অন্য একটি কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাঁর কপ্টারের উড়ানের অনুমতি দিতে এটিসি দু'ঘণ্টার বেশি দেরি করায় রাহুলকে আটকে থাকতে হয়।

ঝাড়খণ্ডে ৮১টি বিধানসভা আসনের মধ্যে গত ১৩ নভেম্বর প্রথম দফায় ৪৩টি আসনে ভোট হয়েছে। আগামী ২০ নভেম্বর (বুধবার) বাকি ৩৮টিতে হবে। গণনা ২৩ নভেম্বর। ভোটের আগে রাহুলের কপ্টার বিভ্রাটের ঘটনা তাই রাজনৈতিক মাত্রা পেয়েছে। ঘটনাচক্রে, শুক্রবার গোড্ডার অদূরে দেওঘরে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিমান উড়তে দেরি হয়। কংগ্রেসের অভিযোগ, মোদির নিরাপত্তার বাড়াবাড়ির কারণেই আটকে রাখা হয় রাহুলকে।

আন্তঃরাজ্য প্রতারণা, পুলিশের কবজায় ১১

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ট্যাব কেলেঙ্কারি প্রতারণা চক্রের আরও এক পান্ডাকে গ্রেপ্তার করল পূর্ব বর্ধমান জেলার পুলিশ। ধৃত ওই ব্যক্তি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের মালিক বলেও তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সুব্রত বসাক নামে ওই ব্যক্তিকে বৈষ্ণবনগর থানার চকশেহেরদিপুর গ্রামের বাড়ি থেকেই গ্রেপ্তার করেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার পুলিশ। ধৃতের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি ল্যাপটপ এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি। এনিয়ে মালদা জেলা থেকে এখনও পর্যন্ত পৃথক অভিযানে মোট ছ'জনকে গ্রেপ্তার করল পূর্ব বর্ধমান জেলার পুলিশ। ধৃতদের প্রত্যেকের বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায়। যদিও এ প্রসঙ্গে কোনও রকম প্রতিক্রিয়া জানায়নি মালদা জেলা পুলিশ।

ট্যাব কেলেঙ্কারিতে এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তারির সংখ্যা ১১। ৯৩টি মামলা রুজু হয়েছে। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানালেন এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার। একইসঙ্গে এও জানান, এটা আন্তঃরাজ্য প্রতারণা চক্রের কাজ। পাশাপাশি এও জানান, শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে রাজ্য পুলিশের তরফে যোগাযোগ করা হয়েছিল। সেখানে পরিসংখ্যানও চাওয়া হয়েছিল। তাতেই দেখা যাচ্ছে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ১৬ লক্ষ পড়ুয়ার জন্য ১০ হাজার টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে।

এরপরেই তুলে ধরেন একেবারে নতুন তথ্য। বলেন, 'এখনও পর্যন্ত জেলা প্রশাসন সূত্রে, জেলা পুলিশ, শিক্ষা দপ্তর ও এফআইআরগুলির সূত্র ধরে আমরা জানতে পেরেছি ১৯১১ জন পড়ুয়া প্রতারিত হয়েছে। সেই হিসাবে শতাংশের হিসাব করলে দেখা যাচ্ছে ৯৯.৯৯ শতাংশ পড়ুয়া সঠিক ভাবে ট্যাবের টাকা পেয়েছে। প্রতারিত হয়েছে ০.১ এর সামান্য বেশি। তবে শতাংশের হিসাব যাই হোক না কেন, একটি প্রতারণার ঘটনা অভিপ্রেত নয়।' একইসঙ্গে বঞ্চিত পড়ুয়াদের জন্য আশ্বাসবাণীও শোনা গিয়েছে সুপ্রতিম সরকারের গলায়। বলেন, 'দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। যাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন তাঁদের অ্যাকাউন্টে ট্যাবের

এরপর দুয়ের পাতায়

টাকা পাবে বঞ্চিতরাও, আশ্বাসবাণী মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ট্যাব 'কেলেঙ্কারি' নিয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আঙুল তুললেন ভিনরাজ্যের হ্যাকারদের দিকে। প্রশাসনকে প্রশাসনের কাজ করতে দেওয়া হোক বলে মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তদন্তে প্রশাসনের ভূমিকার প্রশংসা করে মমতার আশ্বাস, যে সব পড়ুয়ার অ্যাকাউন্টে ট্যাবের টাকা ঢোকেনি, তারা টাকা পেয়ে যাবে। প্রশাসন সেই ব্যবস্থা করবে।

উত্তরবঙ্গ সফর সেরে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগে বাগডোগরা বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ট্যাব কেলেঙ্কারি নিয়ে সিট গঠন করা হয়েছে। এটা প্রশাসনের কাজ। প্রশাসনকে করতে দিন।' ট্যাব কেলেঙ্কারির বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই স্বাভাবিক ভাবে অস্বস্তিতে পড়েছে রাজ্য প্রশাসন। প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষা দপ্তরের ভূমিকা নিয়েও। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশে নবান্নে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার-সহ অন্যান্য আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠকও করেছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। এবার বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এই ঘটনা মহারাষ্ট্র, রাজস্থান-সহ একাধিক রাজ্যে ঘটেছে। এই গ্রুপটাকে আমরাই ধরতে পেরেছি। সুতরাং আমাদের প্রশাসন খুব স্ট্রং। রাফ অ্যান্ড টাফ। তারা ইতিমধ্যেই ছ'জনকে গ্রেফতার করেছে। বাকি যা যা করার, তারা করবে। ট্যাবের যারা টাকা পায়নি, তারা পেয়ে যাবে।'

প্রসঙ্গত, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের অনলাইন ক্লাসের সুবিধার জন্য ট্যাব কিনতে ১০ হাজার টাকা দেয় রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পের নাম 'তরুণের স্বপ্ন'। তৃতীয় বার ক্ষমতায় আসার পর ২০২১ সালে এই প্রকল্প চালু করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে শুধু দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদেরই এই টাকা দেওয়া হত। এবছর থেকে দুর্গাপুজোর আগে ওই অর্থ পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্টে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু অনেক পড়ুয়াই ট্যাবের টাকা পায়নি বলে অভিযোগ ওঠে। খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, তাদের টাকা চলে গিয়েছে অন্যের অ্যাকাউন্টে। এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ১৫টি জেলার অন্তত ১৩৫০ জন পড়ুয়া ট্যাব কেলেঙ্কারির শিকার হয়েছে। এর তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই সিট গঠন করেছে কলকাতা এবং মালদহ জেলা পুলিশ। এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে ১১ জনকে।

লালবাজার সূত্রে খবর, ট্যাব কেলেঙ্কারির টাকা যে সব অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে, সেগুলি ভাড়া নেওয়া অ্যাকাউন্ট। ৩০০ থেকে পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে সেই সব অ্যাকাউন্ট ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকার এক-দু'ঘণ্টার মধ্যেই তা তুলে নেওয়া হয়। তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, টাকা তোলার আগে কিছু অ্যাকাউন্ট ব্লক করা হয়েছিল। 'ফ্রিজ'ও করা হয়েছিল কিছু অ্যাকাউন্ট। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যে সব কম্পিউটার থেকে জালিয়াতি করা হয়েছে, সেই কম্পিউটারের 'আইপি অ্যাড্রেস' চিহ্নিত করে দেখা গিয়েছে, সেগুলি মূলত উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া এবং তার আশপাশের এলাকার। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে চোপড়া ও তাঁর আশপাশের এলাকাকেই ট্যাব কেলেঙ্কারির আঁতুড়ঘর বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

ট্যাব কেলেঙ্কারিতে ঝাড়খণ্ডের জামতাড়া গ্যাংয়ের যোগ থাকতে পারে বলেও দাবি করেছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি বলেছেন, 'যে ভাবে রাজ্য সরকারি স্কিমের টাকা বিহারের অ্যাকাউন্টে চলে গিয়েছে, তাতে এর সঙ্গে জামতাড়া গ্যাংয়ের কোনও যোগাযোগ রয়েছে কি না, পুলিশ-প্রশাসন খতিয়ে দেখছে।' পুলিশ সূত্রেও খবর, ট্যাব জালিয়াতির জন্য ভিন্ রাজ্যের সাইবার প্রতারকদেরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সেই ভিনরাজ্যের ব্যাঙ্কেও ট্যাবের টাকা গিয়েছে, বিহারের কিষানগঞ্জ থেকে মধ্যপ্রদেশের রায়পুর-সহ একাধিক শহরে এই চক্র ছড়িয়ে রয়েছে বলে দাবি তদন্তকারীদের একাংশের।

শাহের কপ্টারে ইসির তল্লাশি, 'বিজেপি স্বচ্ছ ভোটে বিশ্বাসী'

রাঁচি, ১৫ নভেম্বর: রাজনৈতিক নেতার কপ্টারে চলল তল্লাশি। উদ্ধব ঠাকরে, একনাথ শিণ্ডের পর এবার অমিত শাহের কপ্টারে তল্লাশি চালানো হয়েছে। ফের শুক্রবার মহারাষ্ট্রে নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেখানেই নির্বাচন কমিশনের তরফে তাঁর চপারে তল্লাশি চালানো হয়েছে বলে জানান শাহ। হিঙ্গোলিতে নিজের চপারে কমিশনের আধিকারিকদের তল্লাশির একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে পোস্ট করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই ভিডিও পোস্ট করে লিখলেন, বিজেপি স্বচ্ছ নির্বাচনে বিশ্বাস করে।

যে ভিডিয়ো শাহ এক্সে পোস্ট করেছেন, তাতে দেখা গিয়েছে, কমিশনের আধিকারিকরা এক এক করে কপ্টারে থাকা ব্যাগ, সুটকেস খতিয়ে দেখছেন। এক্স হ্যান্ডেলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লেখেন, 'আজ (শুক্রবার) মহারাষ্ট্রের হিঙ্গোলি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছিলাম। সেখানেই আমার হেলিকপ্টারে তল্লাশি চালিয়েছে নির্বাচন কমিশন। বিজেপি সবসময়েই স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী। মহামান্য নির্বাচন কমিশনের তৈরি সমস্ত নিয়মও মেনে চলে বিজেপি। দেশজুড়ে শক্তিশালী নির্বাচনী সিস্টেম গড়ে তোলার জন্য এবং ভারতকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের সকলকেই সচেষ্ট হতে হবে।'

> আজ (শুক্রবার) মহারাষ্ট্রের হিঙ্গোলি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছিলাম। সেখানেই আমার হেলিকপ্টারে তল্লাশি চালিয়েছে নির্বাচন কমিশন। বিজেপি সবসময়েই স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী। মহামান্য নির্বাচন কমিশনের তৈরি সমস্ত নিয়মও মেনে চলে বিজেপি। দেশজুড়ে শক্তিশালী নির্বাচনী সিস্টেম গড়ে তোলার জন্য এবং ভারতকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের সকলকেই সচেষ্ট হতে হবে।
> —অমিত শাহ

মহারাষ্ট্রে গত কয়েক দিনে বিরোধী দলের নেতারা যে কপ্টারে চেপে প্রচার করেছেন, সেগুলিতে তল্লাশি চালিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকেরা। সেই তালিকায় রয়েছেন কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে, মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের প্রধান নানা পাটোলে, শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে। তল্লাশি চালানো নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যের জোট সরকারের দিকে আঙুল তুলেছে বিরোধী কংগ্রেস, উদ্ধবের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা।

গত সোমবার উদ্ধবের কপ্টারে তল্লাশি চালানোর সময় তাঁকে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের

এরপর দুয়ের পাতায়

তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে লক্ষ্য করে গুলি

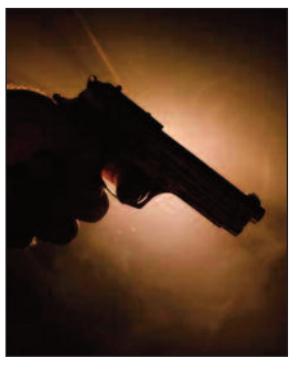

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় তৃণমূল কাউন্সিলরকে লক্ষ্য করে গুলি। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন সুশান্ত ঘোষ। হামলকারীরা ধরা পড়েছে বলেই খবর।

সূত্রের খবর, শুক্রবার সন্ধ্যায় কসবার একটি চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন কলকাতা পুরসভার ১০৮ নম্বরের তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ। সেসময় দুই দুষ্কৃতী বাইকে এসে হামলা চালায়। বাইকের পিছনে বসা ব্যক্তি পিস্তল বের করে সুশান্তবাবুকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু কোনও কারণে ট্রিগার জ্যাম হয়ে গিয়ে গুলি বের হয়নি। অল্পের জন্য প্রাণরক্ষা হয় তৃণমূল কাউন্সিলরের। কিন্তু পালাতে পারেনি হামলাকারীরা। সুশান্তবাবুর সঙ্গীরা তাদের ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এই ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই আতঙ্কিত তৃণমূল কাউন্সিলর।

তিনি বলেন, 'আমি হামলাকারীদের চিনি না। ওরা বাংলার লোক নয় বলেই মনে হচ্ছে।' তবে কী কারণে হামলা তা নিয়ে স্পষ্ট কোনও ধারণা নেই সুশান্তবাবুর। তবে এই প্রথমবার নয়। গত বছরের অগস্ট মাসেও সুশান্ত ঘোষকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। কসবা থেকেই দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

কলকাতায় ফের মিলল টাকার পাহাড়, লটারির নোট গুনতে যন্ত্র তলব ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: লটারি প্রতারণা মামলায় শুক্রবারেও তল্লাশি অভিযান জারি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি)। সকাল থেকেই তদন্তকারীদের কয়েকটি দল কলকাতার লেক মার্কেট এবং আরও একটি জায়গায় তল্লাশি চালায়। ইডি সূত্রের খবর, লেক মার্কেটের প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শাহ রোডের একটি বহুতল আবাসনে এক ব্যক্তির ফ্ল্যাট থেকে কয়েক কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে। নিয়ে আসতে হয় টাকা গোনার যন্ত্রও।

শহরের মধ্যে আর যেখানে তল্লাশি চালায় ইডির অন্য একটি দল, সেখানেও টাকা গোনার যন্ত্র নিয়ে যাওয়া হয়। বৃহস্পতিবার কলকাতার লেক মার্কেট এবং উত্তর ২৪ পরগনার মাইকেল নগরে তল্লাশি

অভিযানে যান ইডির আধিকারিকেরা। অভিযোগ উঠেছিল, লটারির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা প্রতারণার। এই প্রতারণার ঘটনায় প্রভাবশালী যোগেরও তত্ত্ব উঠে এসেছে। সেই মামলারই তদন্তে দিল্লি থেকে আসে ইডির বিশেষ দল। তারা লেক মার্কেট এবং বিমানবন্দর সংলগ্ন মাইকেল নগরে তল্লাশি অভিযানে যায়।

মাইকেল নগরে লটারির ছাপাখানা এবং গুদাম রয়েছে। সেখানেই তল্লাশি চালানো হয়। অন্য দিকে, লেক মার্কেটের এক আবাসনেও তল্লাশি চালায়। শুক্রবারেও ওই আবাসনে তল্লাশি চালানোর সময় কয়েক কোটি নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে ইডি সূত্রের খবর। উল্লেখ্য, এর আগেও ২০২৩ সালের অক্টোবরে লটারির বেআইনি টাকার যোগসূত্র খুঁজতে উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামে একটি লটারি সংস্থার ছাপাখানা এবং গুদামে তল্লাশি অভিযান চালান আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা। সেই সময়ে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগ উঠেছিল, প্রকৃত পুরস্কারপ্রাপকদের বঞ্চিত করে ওই সংস্থা পুরস্কারের কোটি কোটি টাকা প্রতারণা করেছে। আর্থিক অনিয়মেরও অভিযোগ ওঠে। তার পরই এই তল্লাশি অভিযান বলে মনে করা হচ্ছে। এই প্রতারণার জাল কত দূর বিস্তৃত, কারা এই চক্রের সঙ্গে জড়িত, তার তদন্ত হচ্ছে বলে ইডি সূত্রের খবর।

প্রসঙ্গত, লটারি ব্যবসায়ী সান্তিয়াগো মার্টিন দেশজোড়া তোলপাড় ফেলে দেন এই ২০২৪ সালে, যখন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রকাশিত নির্বাচন কমিশনের তথ্যে দেখা যায়, নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলিকে পাঁচ বছরে সবচেয়ে বেশি চাঁদা দিয়েছিল তাঁরই সংস্থা 'ফিউচার গেমিং'। বন্ডের মাধ্যমে মোট ১৩০০ কোটি টাকারও বেশি চাঁদা দেওয়া সেই মার্টিনের সংস্থা ও সহযোগীদের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ-সহ একাধিক রাজ্যের অন্তত ২০টি ঠিকানায় একযোগে তল্লাশি চালায় ইডি। এর মধ্যে রয়েছে সল্টলেকের মহিষবাথান ও উত্তর ২৪ পরগনার মাইকেল নগর-সহ কলকাতার আশেপাশের চারটি ঠিকানাও।

৬০ হাজার কোটি টাকারও বেশি লটারি-দুর্নীতির তদন্তে এই তল্লাশি হয়েছে মার্টিন, তাঁর জামাই আধভ অর্জুন এবং তাঁদের সহযোগীদের সঙ্গে সম্পর্কিত ঠিকানাগুলিতে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও তামিলনাড়ুর চেন্নাই ও কোয়েম্বত্তুর, হরিয়ানার ফরিদাবাদ এবং পঞ্জাবের লুধিয়ানায় ইডি তল্লাশি চালাচ্ছে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে হাওড়া ব্রিজের। কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই কারণে শনিবার রাত ১১৩০ থেকে রবিবার ভোর সাড়ে চারটে পর্যন্ত বন্ধ থাকবে হাওড়া ব্রিজ। কলকাতা বন্দর সূত্রে খবর, দফায় দফায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে এই হাওড়া ব্রিজের। মূলত লোহার কাঠামো এবং স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে হাওড়া ব্রিজ। ফলে সেগুলি কেমন অবস্থায় রয়েছে, তা খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যেই এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা বলে কলকাতা বন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে। সে ক্ষেত্রে লোহার কাঠামোর প্রতিটি কোনা এবং অন্যান্য অংশ পরীক্ষা করে দেখা হবে, সেগুলি ঠিকঠাক অবস্থায় রয়েছে কিনা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম/পদবী পরিবর্তন

গত ১৬/০৭/২০১২ শিয়ালদহ কোর্টে ৪৪২ নং এফিডেভিট বলে ঘোষণা করিতেছি যে Aparna Jana, Aparna Jana (Barman), Aparna Barman (Jana), D/o Sukumar Jana W/o Ansuman Barman R/o Kolkata এবং Aparna Barman D/o Sukumar Jana W/o Ansuman Barman R/o Kolkata উভয়ই সর্বত্র এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

SITUATION VACANT

Wanted an Asst. Teacher in Bengali (M.A., B.Ed.,) UR category against maternity leave Vacancy (Temporary Basis) upto 12-02-25. Appy to The T.I.C, Jugisole A.S. Vidyapith (H.S.), P.O- Jharia, Dist- Jhargram- 721159, within 05 days from the dt. of Advt. along with Photocopies of Testimonials

CHANGE OF NAME

I Abhimanyu Kejriwal on behalf of my minor son, Yuvaan Kejriwal residing at 57G, Ballygunge Circular Road, Radhika Apartments, 3rd floor, Kolkata-700019, have changed his name, and he shall henceforth be known as Sarthak Kejriwal as declared before the Ld. Metropolitan Magistrate First Class, West Bengal vide affidavit no. 96AB406509 Dated 24/04/2024. Yuvaan Kejriwal and Sarthak Kejriwal both are same and identical person.

আমি, Sk Rajab Ali, পিতা- Sk Ismail, ঠিকানা - গ্রাম ও ডাকঘর বাসুদেবপুর, থানা- রাজাপুর, উলুবেড়িয়া, জেলা- হাওড়া - 711316, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে আমার নাম আমার শিক্ষাগত নথিতে ভুলবশত Sk Rajab Ali Munsi, পিতা- Sk Ismail লেখা হয়েছে। আমি আমার নাম সংশোধন করে Sk Rajab Ali, পিতা- Sk Ismail করেছি ভবিষ্যতের সকল কাজে প্রযোজ্য।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) মহাদেব বর্মন, পিতা ৺রেবতী বর্মন, ২) জ্যোৎস্না বর্মন, ৩) সৌমেন বর্মন, ২ নং এর স্বামী ও ৩ নং এর পিতা মহাদেব বর্মন, সাং- তেঁতুলিয়া, শ্রীপুর বাজার, বলাগড়, হুগলী- 712514-এর স্থায়ী বাসিন্দা আমার মক্কেলদাতাগণ, বিগত ইং ১৫/৫/২০১৩ তারিখে হুগলীর এ. ডি. এস. আর. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৪২৪৬ নং আমমোক্তারনামা মুলে ঐ ঠিকানার বাসিন্দা আমার মক্কেলগণ ১)নারায়ণ বর্মন, পিতা দেবেন্দ্র নাথ বর্মন ও ২)অনুপ মজুমদার, পিতা হরলাল মজুমদারকে জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, জে. এল. নং- ১০১, শ্রীপুর মৌজার ২৩২৮, ৩৮০৩, ৩৮০২, ৩৪০৫ নং খতিয়ানের হাল ২১২ নং দাগের দাতাগণের অংশের ৩.২৪+১.২৫+৪.৪১+.২০=০৯ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিবার নিমিত্ত আমমোক্তার হিসাবে নিযুক্ত করায় মক্কেলগণ উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছেন। উক্ত বিষয়ে এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত আমমোক্তারনামার বিরুদ্ধে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে যথাস্থানে আপত্তি জানাইতে হইবে।

ইতি- সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু), জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৬ ই নভেম্বর। ৩০ শে কার্তিক। শনি বার । প্রতিপদ তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টত্তরি রবি র ও বিংশত্তরি ও রবি মহাদশা কাল। মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বান্ধবের ছদ্মবেশে শত্রু সাবধান। বিদ্যার্থীদের শিক্ষকের জন্য কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হবে। দুই সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তানের জন্য গৃহ বিবাদ। পারিবারিক পরিবেশে অশান্তির বাতাবরণ। সাইকেল বা মোটরসাইকেল কেনার জন্য মানসিক দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। আজ ১০৮ বিশ্বপত্র শ্বেত চন্দন দ্বারা শিবলিঙ্গের ওপর সমর্পণ করুন, শুভ ফল প্রদান।

বৃষ রাশি : নতুন কোন উৎসাহ ব্যঞ্জক সংবাদ আনন্দবৃদ্ধি করবে ।যারা কর্মের সুজয়া উদ্যো জন্য লড়াই করছেন, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য লড়াই করছেন, তারা একজন প্রতিবেশী, দুজন বান্ধব এবং এক নারীর দ্বারা বহু সহযোগিতা লাভ করবেন। ছোট ভ্রমণ হতে পারে। কপূর দ্বারা সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে আরতি করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সংকল্প নিয়ে কাজ করছেন আজ তাদের অতীব শুভ দিন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিশেষ সম্মান। ইনস্টাগ্রামে যারা নিয়মিত সচেতন ভাবে পোস্ট করেন, যাদের পোস্টে একটা মেসেজ থাকে তারা সম্মান পাবেন। স্কুল কলেজ, বিদ্যার্থীদের জন্য যে সংগঠন সেখানে যারা কাজ করেন তারা সম্মানিত হবেন, শিব নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। যে নতুন গৃহ সরঞ্জাম কিনতে চলেছেন, মনস্থির করেছেন তা কেনাকাটায় আনন্দ উপভোগ করবেন। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি হবে ভ্রমণ নিশ্চিত। তবে জলগ্রহণ থেকে সতর্ক থাকা শুভ। ভগবান গনেশজি চরণে হলুদ রঙের পুষ্প নিবেদন করুন মনস্কামনা পূরণ হবে।

সিংহ রাশি : কৃষি জমি , বাস্তুজমি, দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এক ছলনাময়ী নারীর দ্বারা অসহযোগিতায় কাজ আটকে যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। দুশ্চিন্তা কোন সন্তানের কারণে। গৃহে বিবাদ কলহ। এক প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা দুশ্চিন্তা। যাকে কথা দিয়েছিলেন কাজটা করার জন্য, না করার জন্য হয়তো অপমান সূচক কোন কথা শুনতে হতে পারে। আজ ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্বা নিবেদন করুন।

কন্যা রাশি : যারা কর্মের চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিভিন্ন ইন্টারভিউ সাক্ষাৎকারের সুযোগ লাভের আশা করছিলেন, আজ তাদের সুখবর আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো কিছু পোস্ট করে সমাজকে সচেতনতার বার্তা দেন, তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তির দিন ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা শুভ।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে কোন বান্ধব দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি।যিনি চিকিৎসকের দ্বারস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরবেন। গৃহবধূদের শুভ দিন। প্রেমিক যুগল প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি এবং বিবাহের কথা পাকা হওয়ার লি সম্ভাবনা প্রবল। যে সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা ছিল, আজ শান্তির বাতাবরণ। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : যা ভাবছেন তাই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ধৈর্য ধরে আজ কথা বললে, অন্যের কথা বেশি প্রাধান্য দিলে, সমাজে সুনাম বৃদ্ধি হবে। কর্মস্থানে প্রবীণ মানুষের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হবে। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা নিশ্চিত ব্যবসা-বাণিজ্য শুভ। যোগাযোগ বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সময়। মহামায়া দেবী মাতা দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প নিবেদন করুন সর্ব শুভ।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলুন। ছদ্মবেশী শত্রু আপনার পাশেই আছে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যে কথাটা দিয়েছিলেন, তা না রাখার জন্য আজ কিছু রূঢ় বাক্য শুনতে হবে। ধৈর্য ধরে কথাটি শুনলে আগামী অতীব শুভ। হলুদ রঙের মিষ্টি বিতরণ করুন শুভ হবে। পারিবারিক অশান্তির বাতাবরণ। ছদ্মবেশী মানুষ তাকে চিহ্নিত করুন।

মকর রাশি : আধ্যাত্মিক ভাবে জীবনের এক নতুন পথে চলতে শুরু করবেন। সন্ন্যাসী, গুরু বা কোন আধ্যাত্মিক মানুষের সংস্পর্শ লাভ। বাড়িতে দেবতার পুজো কীর্তন দিয়ে অনুষ্ঠান। প্রতিবেশীদের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা লাভ। সাধারণ মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করুন। সকালবেলায় কাক পক্ষীদের জন্য জল এবং খাবারের ব্যবস্থা করুন শুভ ফল পাবেন। দেবী মহালক্ষীর পুজো করুন শুভ ফল পাবেন।

কুম্ভ রাশি : আজকে কথার খেলাপ হয়ে যাওয়ার জন্যে একটু পিছিয়ে পড়বেন। অতি নিদ্রা অতি বিশ্রাম, অতি ভোজন, শুভ নয়। যারা কর্মের জন্য চেষ্টা করছেন, 'তাদের কাছে আজ ধৈর্যের পরীক্ষা। প্রেমিক যুগল বিবাহের ব্যাপারে কথা নিয়ে কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্তানের বিদ্যালয় কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকার আচরণে দুঃখ পেতে পারেন। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হবে সারা বাড়িতে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : অতীব শুভ অর্থ প্রাপ্তি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। শুভ গৃহ পরিবেশের শান্তির বাতাবরণ। যারা রাজনীতি করেন তাদের জন্য অতীব শুভ দিন। দেবী দুর্গা মায়ের চরণে লাল ফুল নিবেদন করুন শুভ হবে।

(আজ শ্রীশ্রী কার্তিক পুজো। শ্রী মিত্র ইতু পুজো। শ্রীশ্রী দেবী কাত্যায়নী ব্রতারম্ভ।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

আমি মহিদ হোসেন হালদার, পিতা- গোলাম হোসেন হালদার, ইং ১৩.০৯.২০২৪ তারিখে এ ডি এস আর গড়িয়া অফিস হইতে ৪৮২২ নং দলিল দ্বারা ২০২২ সনের ৫৯৫৮ নং আমমোক্তার দলিল মূলে সুব্রত রায় ওরফে সুব্রত কুমার রায় ও শিখা রায় দ্বয়ের নিযুক্ত আমমোক্তারের নিকট হইতে কুমড়াখালি মৌজা স্থিত এল আর ২৮৬৬ ও ২৮৬৭ নং খতিয়ান ভুক্ত ১১১২ নং দাগে ২ কাঠা জমি খরিদ করিয়া নামপত্তনের জন্য MN/2024/1615/38175 নং আবেদন করিয়াছি। কারো আপত্তি থাকলে ১ মাসের মধ্যে সোনারপুর বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

SK NAZRUL ISLAM
Advocate
Alipore Police Court, Kol. 27
Enrolment No. **WB 6171986**

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঘোষনা করা যায় যে, আমার মক্কেল পরেশ পাত্র, পিতা - আনুকুল পাত্র, সাং - পোঃ - দ্বারিকজঙ্গল, থানা - সন্দেশখালি, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৪৪৬ ইং ১৩/১২/২০২২ তারিখে আলিপুর ডি এস আর ২ রেজিষ্ট্রী অফিস হইতে ১৬০২১৬৩৮১ নং দলিল মূলে শ্রীমতি অনিমা মন্ডল - সাং - পোঃ - কুমিরমারি, থানা - সুন্দরবন কোস্টাল দক্ষিন ২৪ পরগনার নিকট হইতে জমি খরিদ করিয়াছে, অত্র দলিলে বিগত ইং - ২০০৭ সাল এ ডি এস আর মাতলা ৪ নং বহির, ১ ভল্যুম, ৩৭৯-৩৮২ নং পাতায় লিপিবদ্ধ, ৯০ নং আমমোক্তারনামা উল্লেখ আছে, আমমোক্তারের নাম রবি শঙ্কর মন্ডল, মৌজা - কলাডিয়া, খতিয়ান নং - ৫৯৫, দাগ নং - ১২৭৪, পরিমান কমবেশি ৭ কাঠা, যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে ক্যানিং-১ বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে যোগাযোগ করবেন।

রাজু নস্কর (অ্যাডভোকেট)
আলিপুর পুলিশ কোর্ট
মোবাইল - ৯৮৩২৭৬৫৭২৪

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী কালিকানন্দ গুপ্তা, পিতা রামসুভাগ গুপ্তা, সাকিম সাহাগঞ্জ মীরের হাট বুড়ো শিবতলা, পোঃ সাহাগঞ্জ, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712104 বিগত ইং 16/01/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-305 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী গোপাল সরকার**, পিতা ৺নরেশ চন্দ্র সরকার, সাকিম – খামারপাড়া বকুলতলা নিউ কলোনী, পোঃ বাঁশবেড়িয়া, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712502 মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উপরোক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 14/12/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-11464/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী পরান পাল**, পিতা পঞ্চানন পাল, সাকিম খামারপাড়া বকুলতলা লেন অমলপল্লী, পোঃ বাঁশবেড়িয়া, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712502 মহাশয়কে বিক্রয় করেন।

<u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা খামারপাড়া, সাবেক ৭/২২, হাল ২২ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩১০৪ নং খতিয়ানে, আর.এস. ২১৬২ নং তথা হাল এল.আর. ২৮১২ নং দাগে বাগান জমি ০.১৬৭ একর তন্মধ্যে কমবেশী ০.০২৫ একর বা ০১ কাঠা ০৮ ছটাক ০৫ বর্গফুট আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী পরান পাল**, পিতা পঞ্চানন পাল উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রীমত্যা মালতী মন্ডল স্বামী ৺বিশ্বনাথ মন্ডল, সাকিম আহম্মদপুর, পোঃ পাটুলীগ্রাম, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন 712501 বিগত ইং 01/09/2023 তারিখে ডি.এস.আর-II, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2979 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী সুকান্ত দেবনাথ**, পিতা শ্রী নিখিল চন্দ্র দেবনাথ, সাকিম আহম্মদপুর, পোঃ পাটুলীগ্রাম, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন 712501 মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উপরোক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 22/02/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1995/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী শুভজিৎ সোম** পিতা শ্রী দীপক সোম সাকিম কালিয়াগড়, পোঃ পাটুলীগ্রাম, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন 712501 মহাশয়কে বিক্রয় করেন।

<u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা আহম্মদপুর, ৮৮ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৭৯৬ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১৪৯ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ৩৪ শতক তন্মধ্যে উক্ত খতিয়ানে ০.২৪০২ অংশে নিজাংশে প্রাপ্ত ০.০৮০১ একর হইতে ৩.৩২ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, শ্রী শুভজিৎ সোম পিতা শ্রী দীপক সোম উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও বলাগড় ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

আমার মক্কেল **শ্রী সুভাষ মালো**, পিতা কৃষ্ণ মালো, সাকিম টেংরিপাড়া, গুপ্তিপাড়া, বলাগড়, হুগলী, পিন -৭১২৫১২ এর স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছেন । বিগত ইং ২৩/০৩/২০১৮ তারিখে হুগলীর এ. ডি. এস. আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪ নং বহির ১০১ নং আমমোক্তারনামা মূলে মেদগাছী বাজার, পূর্ব সাতগাছিয়া, কালনা, পূর্ব্ব বর্দ্ধমান নিবাসী **হরিহর সিংহ**, পিতা নিমাই সিংহ, জেলা হুগলী, পিন -৭১২৫১২, জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, জে. এল. নং- ৮, কৃষ্ণবাটী মৌজার ২৫৭৮ নং খতিয়ানের হাল ২৫১ নং দাগের ২৯.৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিবার নিমিত্ত আমমোক্তার হিসাবে আমার মক্কেলকে নিযুক্ত করায় মক্কেল উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছেন। উক্ত বিষয়ে এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত আমমোক্তারনামার বিরুদ্ধে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে যথাস্থানে আপত্তি জানাইতে হইবে ।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, আমার মক্কেল **পিঙ্কি মালাকার**, স্বামী- সুখেন্দু মালাকার, মেয়ারবার পিরতলা (বড়ুয়া বাগান), পোস্ট ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- 712101, পঃবঃ এর বাসিন্দা একটি মূল চেইন বিক্রয় দলিল হারিয়েছেন তাঁর হেফাজত থেকে যার **ডিড নং I-3045 তারিখ- 26/10/2005** এবং এ.ডি.এস. আর. সদর, হুগলী তে নিবন্ধিত (**ক্রেতা শ্রী অলোক কুমার ত্রিপাঠী** পিতা- প্রয়াত পূর্ণেন্দু শেখর ত্রিপাঠী এবং **বিক্রেতা শ্রী মধুসূদন ঘোষ** পিতা- শম্ভু নাথ ঘোষ জমির এলাকা 1 কাঠা, 12 ছটাক, 5 বর্গফুট কমবেশি 029 সহস্রাংশ শালি জমি, যা চুঁচুড়া থানার অধীনে এবং জে.এল. 18, কুলিহান্ডা মৌজা, আর.এস. 144 ও এল.আর. 3519 নং খতিয়ান, দাগ নং আর.এস.2680 ও এল.আর. 6010,) এবং এজন্য চুঁচুড়া থানা, পঃবঃ তে 23.10.2024 তারিখে জিডিই নং 1199/24 দায়ের করা হয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপরোক্ত সম্পত্তির বিরুদ্ধে বা উপরোক্ত মূল দলিল সম্পর্কে কোন দাবি-দাওয়া থাকে তাহলে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে এই প্রকাশনার 15 দিনের মধ্যে সহায়ক নথি সহ লিখিতভাবে অবহিত করুন, অন্যথায় পরবর্তীতে এই ধরনের কোনো দাবি-দাওয়া গ্রহণ করা হবে না।

সনৎ কুমার শীল (অ্যাডভোকেট)
জেলা জজ আদালত,
চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

বহরমপুর ডিষ্ট্রিক ডেলিগেট আদালত, মুর্শিদাবাদ

<u>মোঃ নং ৫/২৪ মিস সাকসেশন</u>

<u>দরখাস্তকারীঃ-</u>

1) Amal Kumar Adhya, S/o Lt. Jogendra Nath Adhya (2) Subhamoy Adhya, 3) Subrata Adhya, Both S/o Amal Kumar Adhya are residing at 19 B.B Gupta Road, P.O- Khagra– P.S - Berhampore Town, Dist- Murshidabad.

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে জানান যাইতেছে যে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর থানার সামিল খাগড়া সাকিম নিবাসী উপরোক্ত দরখাস্তকারীগন অত্র আদালতে মায়ারানী আঢ্য গত ইং ৩০/০৪/২০২২ তারিখে মৃত্যান্তে তাহার ওয়ারিশ হিসাবে তাহার জীবিতকালে রক্ষিত ৬৪,৮৫০.৫০/- টাকা এবং ম্যাচুরিটি ৭৬,৩৫৫.৯৭/- টাকা + সুদ যাহার Account No 403645110001830 (Bank of India) Branch Bhupendra Bose Avc, succession পাইবার জন্য দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। তাহাতে কাহারোও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিন মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া লিখিতভাবে আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে

আমার দস্তখত ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে ২৭-০৯-২৪ তারিখে দেওয়া গেল।

গুরুদাস সাহা
সেরেস্তাদার
District Delegate
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

।।নোটিশ।।

আমার মক্কেল শ্রীমতি শেফালী ঘোষ, স্বামী শ্রী কৃষ্ণ গোপাল ঘোষ, সাং- বাগানপাড়া, পো:- গাংসাড়ামাঝেরগ্রাম, থানা-গাংনাপুর, জেলা-নদীয়া, পিন- ৭৪১২৩৮, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, বিগত ইং ১৯/০১/২০২২ তারিখে চাকদহ রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৩৪৬ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ৫ শতক জমি শ্রীমতি বর্ণালী চক্রবর্তী, স্বামী শ্রী দেবব্রত চক্রবর্তী, জেলা নদীয়া, থানা- চাকদহের অর্ন্তগত ১৯ নং ছাতিমতলা মৌজার অর্ন্তগত দাগ নং ৭২, খতিয়ান নং ৯৬৬, এনার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রী প্রাণগোপাল সরকার, পিতা মৃত বেণীমাধব সরকার, বিগত ইং ০৪/০৯/২০১৯ তারিখে চাকদহ রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১১১ নং দলিল মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, মহাশয়ার হইতে ক্রয় করেন। উক্ত সম্পত্তিতে কাহারো কোন অধিকার/আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তী প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্থানীয় বি.এল.এন্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Sd/-
Sumit Kumar Mallick (Advocate)
High Court, Calcutta

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী রামচন্দ্র দাসমোদক, পিতা ৺নিতাই চন্দ্র দাসমোদক সাকিম গোপালনগর, হাল সাকিম বুড়াশান্তি, পোঃ ও থানা সিঙ্গুর, জেলা হুগলী, পিন 712409 বিগত ইং 20/02/2012 তারিখে এ.ডি.এস.আর, সিঙ্গুর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-20 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী সমরজিৎ ঘোষ** পিতা শ্রী রামচন্দ্র ঘোষ সাকিম ও পোঃ কামারকুণ্ডু, থানা সিঙ্গুর, জেলা হুগলী, পিন 712409 মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উপরোক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 01/07/2015 তারিখে এ.ডি.এস.আর, সিঙ্গুর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2093/2015 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী নিপেশ বেরা**, পিতা ৺আশুতোষ বেরা ও **২)শ্রীমতী চন্দনা বেরা** স্বামী শ্রী নিপেশ বেরা সাকিম পাউনান, পোঃ গাণ্ডারপুকুর, থানা সিঙ্গুর, জেলা হুগলী, পিন 712409 মহাশয়/মহাশয়াদ্বয়কে বিক্রয় করেন।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা সিঙ্গুর, মৌজা গাজীপুর, ৫০ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস. ৪১৬ নং তথা হাল এল.আর. ৫৯৩ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৭৭৫ নং তথা হাল এল.আর. ৭১৬ নং দাগে বাস্তু ষোল আনায় ৫০ শতক তন্মধ্যে নিজাংশে প্রাপ্ত ০৩ শতক তন্মধ্যে ২.৪৭ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী নিপেশ বেরা**, পিতা ৺আশুতোষ বেরা ও **২)শ্রীমতী চন্দনা বেরা** স্বামী শ্রী নিপেশ বেরা উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন আদালতে ও বিঃএল এ্যান্ড এল. আর. ও অফিসে নিম্ন লিখিত ক্লার্কসগণ কাজ করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ ল' ক্লার্কস রাজ্য কাউন্সিলের শিয়ালদা কোর্ট কমপ্লেক্স (৭ম তল) ১ নং বেলেঘাটা রোড, কলকাতা-৭০০০১৪, ঠিকানায় তাহাদের নামে লাইসেন্স করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন, হইাতে কাহারও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি জারির ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইতে পারেন, উপোরক্ত ঠিকানায় কাউন্সিল দপ্তরে।

১) জেলা-পূর্ব মেদিনীপুরঃ— ক) থানা- চন্ডীপুর, আর্শীষ কুমার প্রধান। খ) থানা- তমলুক—স্বপন কুমার মানা। ২) জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুরঃ—১) থানা- মেদিনীপুর— আকাশ সামন্ত, ২) থানা- নারায়ণ গড়—সুকান্ত মাইতি, ৩) থানা- নারায়ণ গড়— নিশিকান্ত ভূঞ্যা, ৪) থানা- কেশপুর— কাজী মিরাজ হোসেন, ৫) থানা- কেশপুর—সিদ্দিকা ফতেমা, ৬) থানা- বেলদা—সুভাশীষ, দাস, ৭) থানা- দাঁতন-১— সুমিত্রা রানী দাস, ৮) থানা- দাঁতন-২—সমাপ্তি জানা মান্না, ৯) থানা- খড়গপুর লোকাল— প্রীতম দে।

Adhir Manna
President
A.I.L.C.F
West Bengal State
13/11/2024

<u>নোটিশ</u>

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যে ডিএসআর **- II,** হাওড়া নিবন্ধিত বুক- **I,** ভলিউম ০৫১৩-২০২৪, পৃষ্ঠা ১৬৮৪৭৪ থেকে ১৬৮৪৯৯, নং ০৫১৩০৫৮৬৩, বছর-২০২৪, দলিল এবং ডিএসআর- **II,** হাওড়া নিবন্ধিত বুক **-I,** ভলিউম ০৫১৩-২০২৪, পৃষ্ঠা ১৬৮৫৮৭ থেকে ১৬৮৬২৩, নং ০৫১৩০৫৮৬৬, বছর-২০২৪ দলিলের মাধ্যমে মাধ্যমে , ভাগ্য ডিস্ট্রিবিউটার, পক্ষে ডিরেক্টর শ্রী সুশিল কুমার বান্থিয়া পিতা কানহাইয়ালাল বান্থিয়া, ২১ এ সুলতান আলাম রোড, সুইস রেসিডেন্সি, ফ্ল্যাট নম্বর ৩এ, পোস্ট ও থানা চারু মার্কেট, কলকাতা, সাবেক৬৭৪, হাল ৬৮০, হাল খতিয়ান ৮২৭, ১০৭৯, মৌজা-সলপ, জেএল ৫২, থানা-ডোমজুড়, পিন- ৭১১৪০৯ এর অধীনে ০.৬৭ ডেসিমেল এবং সাবেক ৬২৯, হাল ৬৩৫, হাল খতিয়ান ৮২৭, ১০৭৯ এর অধীন ৩.৯৮ ডেসিমেল এবং সাবেক ৬২৫, হাল ৬৩১, হাল খতিয়ান- ৮২৭, ১০৭৯ এর অধীন ১.৮৮ ডেসিমেল শ্রীমতী সন্ধ্যা সর্দার, পিতা নেপাল নস্কর, পোস্ট অফিস বেলডুবি, থানা পাঁচলা, জেলা হাওড়া, পিন ৭১১৩২২, শ্রীমতী ললিতা মণ্ডল, পিতা নেপাল নস্কর, সলপ পোস্ট অফিস, থানা ডোমজুড়, জেলা হাওড়া, পিন-৭১১৪০৯ এবং জমির মালিক গঠিত অ্যাটর্নি অভিজিৎ নস্কর, পিতা মৃত পালান নস্কর, গ্রাম সলপ স্কুল বটতলা, পোস্ট অফিস-সলপ, থানা-ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১৪০৯, এডিএসআর ডোমজুড় নিবন্ধিত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির মাধ্যমে নিযুক্ত, বই-**IV**, ভলিউম ০৫০৪- ২০১৭, পৃষ্ঠা ৪৪৫২ থেকে ৪৪৬৮ নং ০৫০৪০০২৭০ বছর-২০১৭ নথিভুক্ত, এর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করেন। যে কোন ব্যক্তির উপরোক্ত সম্পত্তির উপর যেকোন ধরনের আপত্তি, দাবি, যেকোন প্রকৃতির দাবি থাকলে উপজুক্ত নথি সমেত ডোমজুড় **BL & LRO** হাওড়া অফিসে আনতে হবে। তাৎক্ষণিক প্রকাশনা ব্যর্থ হলে এমন কোন দাবি/ আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

ধন্যবাদান্তে
স্নিগ্ধা বিশ্বাস (উকিল)
৭/২ বিড়পাড়া লেন, পুষ্কর অ্যাপার্টমেন্ট ৩য় তলা, ফ্ল্যাট নং-3C, কলকাতা- ৭০০০৩০, মোবাইল নং- ৮২৭৬৮৬৮৪৩৮, Email ID: rpassociates2k22@gmail.com

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর মোকাম পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জজ আদালত
<u>Act VIII Case No- 25 of 2024</u>
শ্রী অশোক কুমার মৈশাল দীং
.... দরখাস্তকারীগন
বনাম
জেনারেল পাবলিক .... প্রতিপক্ষ।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, পূর্ব্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর থানার করঞ্জি (পশ্চিম) সাকিনের **শ্রী অশোক মৈশাল** তাহার নাবালক পুত্র **শ্রী অঙ্কিত মৈশাল** এর নামিত এবং **শ্রী অশ্বিনী মৈশাল** তাহার নাবালিকা কন্যা **কুমারী অঙ্কিতা মৈশাল** এর নামিত রেঃকৃত একই দলিল মূলে খরিদা নিম্ন তপশীল বর্নিত ভূমি নাবালক ও নাবালিকা - দ্বয়ের স্বার্থে ও হিতার্থে বিক্রয়ের অনুমতি প্রার্থনায় উক্ত নাবালক ও নাবালিকার গার্জেন হিসাবে দরখাস্তকারী হইয়া উপরোক্ত আদালতে উপরোক্ত মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে।

উক্ত বিক্রয়ের অনুমতি প্রার্থনা সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে আপনি স্বয়ং অথবা এ্যাডভোকেট বাবুর দ্বারা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা বা আদেশ হইবে।

অদ্য সন ২০২৪ সালের ৩০/৮ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও মোহর যুক্ত মতে দেওয়া গেল।

<u>**তপশীল বিক্রীত সম্পত্তির বিবরন**</u>

জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, থানা- রামনগর জে.এল. নং ১৮৭, থিয়ার মৌজায় এল.আর. ১৩৬৪ ও ১৩৬৫ নং খতিয়ানে আর.এস. ও এল.আর. ৪৩৪ দাগে জল ৪৭ ডেঃ মধ্যে ৫০০০ অংশে খরিদা ২৩.৫ ডেঃ

অনুমত্যানুসারে
শ্রী সুধীনাথ মাইতি (সেরেস্তাদার)
পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জজ আদালত,
তমলুক, ৩০/৮/২০২৪

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

<u>হুগলি</u>

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

<u>নদিয়া</u>

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

<u>পূর্ব মেদিনীপুর</u>

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

<u>পশ্চিম মেদিনীপুর</u>

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

<u>মুর্শিদাবাদ</u>

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

<u>বীরভূম</u>

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে হাওড়া ব্রিজের, জারি নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ব্রিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সিদ্ধান্ত অনেকদিন আগেই নেওয়া হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শ্যামা প্রসাদ পোর্ট ট্রাস্ট হাওড়া ব্রিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষার নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করল। নির্দেশিকাতে জানান হয়েছে, চলতি সপ্তাহের ১৬ নভেম্বর শনিবার এই পরীক্ষার কাজ করা হবে। যার দরুন ১৬ নভেম্বর শনিবার রাত্রি ১১টা ৩০মিনিট থেকে ১৭ নভেম্বর রবিবার ভোর ৪ টা ৩০মিনিট পর্যন্ত ব্রিজ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হবে। ওই সময়ে কোনও পরিবহণ ব্রিজের উপরে চলার অনুমতি দেওয়া হবে না।

হাওড়া থেকে আসা সমস্ত গাড়িকে কলকাতার দ্বিতীয় হুগলি সেতুর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। হাওড়া থেকে আসা যে কোনও গাড়ি বার্ন স্ট্যান্ডার্ড মোড় হয়ে ফরশোর রোড হয়ে কাজীপাড়া মোড় ধরে দ্বিতীয় সেতু হয়ে চলাচল করানো হবে। একইভাবে উত্তর-দক্ষিণ হাওড়ার দিকে আসা গাড়িগুলিকে ওই একই রুটে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। পাশাপাশি কলকাতা থেকে হাওড়া স্টেশনের দিকে আসা গাড়িকেও দ্বিতীয় হুগলি সেতু হয়েই ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। ব্রিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে সেই বিষয়ে এখনও নির্দিষ্ট করে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী ট্রাস্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়নি।

দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ফল ঘোষণা করল সেনকো গোল্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: সেনকো গোল্ড লিমিটেড, ভারতের শীর্ষস্থানীয় অলঙ্কার বিক্রেতা, যার ৮৫ বছরের বেশি ঐতিহ্য রয়েছে এবং সারা ভারত জুড়ে ১৬৬টি শোরুম এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে ১টি স্টোর রয়েছে।

সংস্থাটি চলতি আর্থিক বর্ষের দ্বিতীয় প্রান্তিকে ৩১ শতাংশ রাজস্ব বৃদ্ধি অর্জন করেছে যা প্রাথমিকভাবে ৭ শতাংশ (স্বর্ণ) এর ভলিউম বৃদ্ধি এবং সোনার গয়নাগুলিতে ৩০ শতাংশ মূল্য বৃদ্ধি এবং ডায়মন্ড জুয়েলারিতে ৯ শতাংশ মূল্য বৃদ্ধি দ্বারা চালিত। সেনকো গোল্ড লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও শুভঙ্কর সেন জানান, 'আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমাদের কোম্পানি অক্টোবর মাসে যে কোনও এক মাসের জন্য সবচেয়ে ভাল বিক্রি করেছে। উৎসবের দিনগুলিতে আমরা ১ হাজার কোটি টাকা বিক্রি করেছি, যার মধ্যে নবরাত্রি, দিওয়ালি ধনতেরাস ইত্যাদি রয়েছে। গত উৎসবের মরশুম থেকে এবারের উৎসবের মরশুম পর্যন্ত আমরা প্রায় ১৪-১৫ শতাংশ বৃদ্ধি দেখছি। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে আমাদের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি প্রায় ৩১ শতাংশ। উৎসবের মরশুমে সোনার দাম ছিল সবচেয়ে বেশি, যা অনেক ক্রেতার জন্য ক্ষতিকর ছিল। শেষ প্রান্তিকের তুলনায় দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে একটি অপ্রত্যাশিত ভাল চতুর্থাংশ যার প্রবৃদ্ধি ৩০ শতাংশের কাছাকাছি ছিল। বিশেষত সরকার শুল্ক কমানোর কারণে গ্রাহকদের কিনতে সহজ করেছে।

শাহের কপ্টারে ইসির তল্লাশি, 'বিজেপি স্বচ্ছ ভোটে বিশ্বাসী'

প্রথম পাতার পর

সঙ্গে বাগ্ বিতণ্ডায় জড়াতে দেখা যায়। তিনি এক আধিকারিকের নাম জানতে চান। উদ্ধব এ-ও দাবি করেন, রাজ্যের শাসক মহাযুতি জোটের নেতাদের ব্যাগ তল্লাশি করে না কমিশন। যদিও কমিশন সেই অভিযোগ উড়িয়ে জানায়, ভোটের আগে নিয়ম মেনেই 'রুটিন তল্লাশি' চালানো হচ্ছে। উদ্ধবের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত প্রশ্ন করেন, যে ভাবে বিরোধীদের ব্যাগপত্তরে তল্লাশি চালানো হচ্ছে, সে ভাবেই কি মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ব্যাগ তল্লাশি করা হয়!

এরপরেই গত বুধবার মহারাষ্ট্র বিজেপি এক্সে ফড়নবিশের কপ্টারে তাঁর ব্যাগের তল্লাশির একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে। পালঘরের হেলিপ্যাডে শিন্ডের কপ্টারে রাখা তাঁর ব্যাগ তল্লাশির ভিডিয়োও পোস্ট করা হয়। শিন্ডে বিরোধীদের পালটা বলেন, 'এত ভয় কেন?' এ বার অমিত শাহ নিজের চপারে তল্লাশির ভিডিয়ো পোস্ট করলেন। উল্লেখ্য, ২০ নভেম্বর মহারাষ্ট্রে বিধানসভা ভোট।

আন্তঃরাজ্য প্রতারণা, পুলিশের কবজায় ১১

প্রথম পাতার পর

জন্য বরাদ্দ টাকা পৌঁছে যাবে। সেই প্রক্রিয়াও ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।'

পড়ুয়াদের সুবিধার্থে রাজ্য সরকারের 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি সামনে এসেছে। পড়াশোনার জন্য যে ট্যাব দেওয়া হয়, সেই টাকা তছনছ হয়েছে। গোটা রাজ্যজুড়েই এই জালিয়াতি হয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন গ্রেপ্তারও হয়েছে। এই সংক্রান্ত একগুচ্ছ অভিযোগ পেয়ে তড়িঘড়ি সিট গঠন করেছে কলকাতা পুলিশ। শুক্রবার এনিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন এডিজি, দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার। তিনি জানালেন, এই জালিয়াতি চক্র শুধুমাত্র বাংলাতেই নয়, এর জাল ছড়িয়ে রয়েছে মহারাষ্ট্র, রাজস্থানে। আন্তর্জাতিক যোগ থাকার সম্ভাবনাও প্রবল। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে মোট ১১ জনকে এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইপিএস সুপ্রতিম সরকার।

সপ্তাহখানেক ধরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে ট্যাবের টাকা বেহাত হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। চোপড়া থেকে এর সূত্রপাত। উত্তর দিনাজপুরের এই জেলা থেকেই প্রথম ট্যাব কেলেঙ্কারিতে গ্রেপ্তার করা হয়। এই জেলাই দুর্নীতির কেন্দ্র বলে জানা গিয়েছে। পরবর্তীতে অবশ্য মালদহের বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয় দক্ষিণবঙ্গ থেকে। এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তারির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এগারোয়। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে এই সংক্রান্ত তদন্তের খুঁটিনাটি জানালেন এডিজি, দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ট্যাবের টাকা তছনছ হয়েছে মোট ১৯১১ জন পড়ুয়ার। রাজ্য সরকার 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পে মোট ১৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিল। সেই অর্থ নয়ছয় করা হয়েছে।

এডিজি, আইনশৃঙ্খলা সুপ্রতিম সরকার আরও জানান, মহারাষ্ট্র, রাজস্থানেও এধরনের জালিয়াতি হয়েছে এবং সেসব রাজ্যে এই চক্র ছড়িয়ে। এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগ থাকার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ। সমস্ত বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি। শিক্ষা দপ্তরের কাছ থেকে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে ফ্লো চার্ট। তাঁর বক্তব্য, আগামী দিনে যাতে এ ধরনের দুর্নীতি না হয়, তার জন্য আগাম সতর্কতা অবলম্বন করা হবে। বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বেশ উদ্বিগ্ন। তিনি জানিয়েছেন, যাদের টাকা বেহাত হয়েছে, তাদের নতুন করে টাকা দিয়ে দেওয়া হবে। তাঁর সেই নির্দেশে ইতিমধ্যে টাকা ফের পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্টে দেওয়া শুরু হয়েছে। তবে এই চক্রের হদিশ পেতে দ্রুত কাজ করছে বলে জানিয়েছেন পুলিশকর্তা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ২০২৪, ২৮ কার্তিক, শনিবার

বইমেলা শুরু ২৮ জানুয়ারি, 'থিম কান্ট্রি' জার্মানি

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবছর বইমেলা হচ্ছে ২৮ জানুয়ারি থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তবে জায়গা সংকোচের জন্য নতুন কোনও পাবলিশার্সদের স্টল দেওয়া যায়নি বলে জানাল বইমেলা কর্তৃপক্ষ। এবছরের 'থিম কান্ট্রি' জার্মানি। জার্মানির পাশাপাশি গ্রেট বিটেন, আমেরিকা, স্পেন, পেরু, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া-সহ একাধিক দেশ অংশ নিচ্ছে। রাজ্য প্রকাশনা সংস্থাগুলোর মধ্যে দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাট অংশ নিচ্ছে। সাংবাদিক বৈঠক করায় সময়ে গোটা বিষয়টি জানিয়েছেন বইসেলার ও পাবলিশার্স গিল্ডের সভাপতি ত্রিদীবকুমার চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু বাংলাদেশের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি তিনি।

এদিকে শেখ হাসিনার পতনের পর থেকেই অশান্ত বাংলাদেশ। এবার তারই আঁচ সম্ভবত পড়ছে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায়। এবারের মেলায় বাংলাদেশের প্যাভিলিয়ন থাকা ঘিরে সংশয় তৈরি হয়েছে। সরকার কী সিদ্ধান্ত নেয় তার উপর বিষয়টি নির্ভরশীল বলে জানিয়েছে পাবলিশার্স অ্যান্ড গিল্ড। বইমেলার আয়োজন নিয়ে শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করেন পাবলিশার্স অ্যান্ড গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়। সাংবাদিক বৈঠক থেকে তিনি জানান, এবারের বইমেলার থিম কান্ট্রি জার্মানি। ৪৮ বছরের মেলার ইতিহাসে প্রথমবার। উল্লেখযোগ্যভাবে এবারের তালিকায় নাম নেই বাংলাদেশের। যা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে পাবলিশার্স অ্যান্ড গিল্ডের সভাপতি বলেন, 'উদ্ভুত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এ বিষয়ে আমরা সরকারের মুখাপেক্ষী। তারা যা সিদ্ধান্ত নেবে, তাই মেনে পদক্ষেপ করা হবে।'

প্রতিবার সে দেশের পাবলিশার্সরা কলকাতা বইমেলায় প্যাভিলিয়ন করার জন্য আবেদন করতেন। তার পর কেন্দ্রীয় অনুমতি সাপেক্ষে সেই ছাড়পত্র দিত বইমেলা কর্তৃপক্ষ। এবারের পরিস্থিতি অন্যরকম। শেখ হাসিনা গদিচ্যুত হওয়ার পর থেকেই সে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা তুঙ্গে। ড. মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু অশান্তিতে লাগাম পরানো যায়নি। উলটে সে দেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচার বেড়েছে বলে অভিযোগ। এদিকে সে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন, যা নিয়ে জামাত-বিনএপির মতো দলগুলি সুর চড়াতে শুরু করেছে। ভারত-বিদ্বেষ ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী। এই পরিস্থিতিতে তারা এদেশের বইমেলায় অংশ নেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন কি না তা স্পষ্ট নয়। আবার আবেদন করে থাকলে কেন্দ্র ছাড়পত্র দিয়েছে কি না, তা নিয়েও ধোঁয়াশা জারি রয়েছে।

এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলের পর্যবেক্ষণ, বাংলাদেশে অত্যাচারিত সংখ্যালঘুরা। পরিস্থিতি বদলের জন্য ভারত বারবার আবেদন জানালেও কোনও বদল আসেনি। এমন পরিস্থিতিতে তারা কলকাতা বইমেলায় অংশগ্রহণের আবেদন করলে, এ দেশের সরকার সে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারত। আবার দেশের অন্দরেও বাংলাদেশি পাবলিশার্সদের ভারত প্রীতি নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হত। এবার হয়তো কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় ছাপার অক্ষরে দেখা মিলবে না হুমায়ুন আহমেদ, জাফর ইকবাল, জাহিদ হুসেনদের।

'পাউচ্ প্যাক খাও, লটারি কেনো আর আরামে থাকো', খোঁচা সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেব-দীপাবলির দিনে কলকাতার বাবুঘাটে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এভাবেই রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। লেক মার্কেটের বহুতলে উদ্ধার হওয়া টাকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমরা আগে জানতাম এই রাজ্যে শিল্প নেই। তাই মানুষের মাথাপিছু রোজগার কম। তবে তৃণমূলের রাজত্বে এই রাজ্যে কিছু সংখ্যক মানুষ কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি করেছেন। আর গোটা রাজ্যটাকে মার্টিন লটারির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পাউচ্ প্যাক খাও, লটারি কেনো আর আরামে থাকো।' পাশাপাশি রামকৃষ্ণমিশনকে কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে কটাক্ষ করে সুকান্ত আরও বলেন, 'উনি স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ কারোর বক্তব্য পড়েন নি। উনি নিজের লেখা বই শুধু পড়েন। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন সময়ে রামকৃষ্ণ মিশন সহ তার শাখা সংগঠনের জন্য বহু তহবিল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।' এছাড়াও ভাটপাড়ার হত্যা কাণ্ডের প্রেক্ষিতে পরিবারের এএনআই তদন্তের দাবি প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, 'তৃণমুলের দলের লোকেদেরই রাজ্য সরকারের পুলিশে আস্থা নেই। গোষ্ঠীদ্বন্দের তদন্তে কোনও নেতার নাম বেরিয়ে এলে তদন্ত ঘুমিয়ে পড়বে। রাজ্য পুলিশ কর্মক্ষম হলেও মমতা সরকার তাকে কাজ করতে দিচ্ছে না।'

বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে উদ্যোগী সেবি। আর তাই সেবি নআইসম , বিসই, নসই, মসিক্স, নসিডিইক্স, সিডিএসল, এনসডিএল, এএমএফআই-এর সহযোগিতায় একটি প্যাভিলিয়ন স্থাপন করেছে 'ভারতকা সারে বাজার'। ৪৩-তম ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আইআইটিএফ-এর প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন করেন সেবি'র সার্বক্ষণিক সদস্য কমলেশ সি. ভার্শনি।

বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী পালন সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের হাত ধরেই রাজ্যের আদিবাসীরা অরণ্যের অধিকার ফিরে পেয়েছেন। যে অধিকারের জন্য ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলেন বিরসা মুণ্ডা। শুক্রবার উত্তরবঙ্গ সফর শেষে রাজারহাটের আদিবাসী ভবনে বিরসা মুন্ডার ১৫০-তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আদিবাসী সমাজের কল্যাণে রাজ্য সরকারের গৃহীত প্রকল্প ও পদক্ষেপের কথা মুখ্যমন্ত্রী ওই অনুষ্ঠানে বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরেন। বলেন, আদিবাসীদের জমির পাট্টা দেওয়া থেকে শুরু করে বনজ সম্পদের উপর তাদেঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার সরকারই মাওবাদী অধ্যুষিত জঙ্গলমহলে শান্তি ফিরিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী দ্বার্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন, 'জঙ্গলের অধিকার জঙ্গলের অধিবাসীদের থাকা উচিত। বিরসা মুন্ডা যেগুলো বলতেন আমরা এখন সেগুলো করেছি। বিরসা মুন্ডার আন্দোলন দেখে আজকের প্রজন্ম অনুপ্রাণিত হয়। জঙ্গল আগে ছিল রক্তাক্ত, ক্ষুধার্ত শোষিত। আমরা এখন জঙ্গলে শান্তি ফিরিয়ে দিয়েছি।' এদিন আদিবাসী সম্প্রদায়ের হাতে মুখ্যমন্ত্রী যেমন ধামসা, মাদল তুলে দেন তেমনই ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁদের অসামান্য কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেন। তিরন্দাজী একাডেমির সাফল্যের কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'গর্ব করে বলতে পারি আগামীদিনে এরা অলিম্পিক জিতবে। ভারত আজ পর্যন্ত অলিম্পিকে সোনা না পেলেও আমার আদিবাসী ভাই-বোনেরা সেই আশা পূরণ করবেই।'

একই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন, কলকাতার পাশাপাশি রাজ্য জুড়ে সপ্তাহব্যাপী বিরসা মুন্ডার জন্মের সার্ধ শতবর্ষ উৎসব পালিত হবে। এদিন থেকে শুরু হওয়া অনুষ্ঠান চলবে আগামী ২১ নভেম্বর পর্যন্ত। আগামী প্রজন্মের কাছে বিরসা মুন্ডার অবদানের কথা তুলে ধরতেই রাজ্যের তরফে এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের লড়াইয়ে উজ্জ্বল নাম বিরসা মুন্ডা।' মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, 'মাত্র ২৫ বছর বয়সে তীর ধনুক নিয়ে দেশের জন্য লড়াই করে নিজের জীবন দিয়েছেন। বিরসাই মনে করিয়েছিলেন, ফরেস্টের অধিকার শুধুমাত্র ট্রাইবালদের হাতে থাকা উচিত। পরে আমাদের সরকারই জঙ্গলের অধিকার সেখানকার আদিবাসী মানুষদের হাতে পাকাপাকিভাবে তুলে দিয়েছি।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তাঁর আপোষহীন সংগ্রামের জন্যই তিনি বিরসা ভগবান নামে পরিচিত। মানুষ যাতে অনুপ্রাণিত হন, সেদিকে প্রথম থেকেই জোর দিয়েছে আমাদের সরকার।'

পুলিশ, দমকল ও স্বাস্থ্য কর্মীদের বিশেষ ছুটি বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: উৎসব ও জরুরী অবস্থায় লাগাতার কাজ করা পুলিশ, দমকল ও স্বাস্থ্য কর্মীদের বিশেষ ছুটি বাড়াচ্ছে রাজ্য সরকার।

শুক্রবার বিরসা মুণ্ডার ১৫০-তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রাজারহাটের আদিবাসী ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দেয়াপাধ্যায় এই ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, দুর্গাপুজো, কালীপুজো, ভাইফোঁটায় সরকারি কর্মীরা ছুটি পান। সেই সময় ডিউটিতে থাকতে হয় পুলিশকর্মী, দমকল কর্মী ও জরুরি পরিষেবায় থাকা অন্য সরকারি কর্মীদের। তাঁরা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে পারেন না। তাঁরা এতদিন বছরে ১০টি বিশেষ ছুটি পেতেন। তাবাড়িয়ে ১৫ দিন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'যাঁরা মানুষের জন্য ২৪ ঘণ্টা কাজ করেন তাঁদের যোগ্য সম্মান পাওয়া উচিত।' প্রথমে পুলিশকর্মীদের কথা বললেও পরে এই ছুটি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দমকলকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, পুরকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ঘোষণায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি হবেন এই জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা, মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

বজবজের বিড়লাপুরে রাস পূর্ণিমার স্নানে নেমে নিখোঁজ ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন: নোদাখালি থানার অন্তর্গত বজবজের বিড়লাপুরে গঙ্গায় স্নানে নেমে তলিয়ে নিখোঁজ চার তরুণ। চারজন নিখোঁজের নামবিট্টু কুমার সাহু, পিন্টু সাউ, দীপক সাউ, কুমার সাউ । উদ্ধার হওয়া তরুণ হ্যাপি সাউ। শুক্রবার বিড়লাপুরের এক নম্বর রানাঘাটে শুরু হয়েছে শোনপুরের রাসমেলা। রাস পূর্ণিমা উপলক্ষে সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ নদীতে স্নান করতে যায় জনা ছয়েক তরুণ। এরা সকলেই একে অপরের বন্ধু। স্থানীয়দের থেকে জানা গিয়েছে, নদীতে নামার খানিকক্ষণ পরই হঠাৎই পাঁচজনকে হাবুডুবু খেতে দেখেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। স্থানীয়দের চেষ্টায় একজনকে উদ্ধার করা হলেও বাকি চারজন তলিয়ে যায়। সন্ধে পর্যন্ত তলিয়ে যাওয়া চারজনের খোঁজ মেলেনি। এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে। গঙ্গার তীরে অপেক্ষায় পরিবার হাজার হাজার মানুষ। বিড়লা জুট মিল লাইনের কোয়ার্টারে একই পরিবারে দুইজন এবং পাশাপাশি আরো দুটো পরিবারের দুইজন সন্তানকে হারিয়ে এলাকা জুড়ে নেমেছে শোকের ছায়া।

দমদম বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অংশীদারিত্বে কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চালু হল ভ্রমণকারীদের জন্য সাশ্রয়ী এবং সুবিধাজনক র‍্যাপিডো ক্যাব পরিষেবা। বৃহস্পতিবার এর উদ্বোধন করেন পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

সিসি ক্যামেরার বরাত নিয়ে প্রশ্নের মুখে ওয়েবেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: একই প্রকল্পে ভিন্ন দরে সিসি ক্যামেরার বরাত দুই সরকারি দপ্তরের। আর এই ঘটনায় ওয়েবেলের দরপত্রকে কাঠগড়ায় তুলল পূর্ত বিভাগের দরপত্র। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রাজ্যের ২৮টি মেডিক্যাল কলেজে ৬১৭৮টি ক্যামেরা বসিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন। জেলার ১৪টি মেডিক্যাল কলেজে ৩১৬৫টি সিসি ক্যামেরার বরাত পেয়েছে ওয়েবেল।

এদিকে তথ্য এবং নথি বলছে, কলকাতার মেডিক্যাল কলেজগুলি-সহ বাকি ১৪টি মেডিক্যাল কলেজে ৩০১৩টি ক্যামেরা বসানোর বরাত পেয়েছে পূর্ত বিভাগ। পূর্ত বিভাগের দরপত্রে সেই খরচই ৬০ হাজার! সেখানে ওয়েবেলের তত্ত্বাবধানে সিসি ক্যামেরা পিছু খরচ লক্ষাধিক। অন্যদিকে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজে সিসি ক্যামেরা পিছু খরচ ৩ লক্ষ ৫১ হাজার ৯৭৪ টাকা। ঝাড়গ্রামে সিসি ক্যামেরা পিছু খরচ ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪০০ টাকা। এসএসকেএমে সেখানে ক্যামেরা পিছু খরচ ৬১ হাজার ৩৯৩ টাকা।

সূত্রে খবর, আরামবাগ-ঝাড়গ্রামে ওয়েবেলের তত্ত্বাবধানে বরাত বণ্টন হয়েছে বলে খবর। অন্যদিকে, এসএসকেএমে দরপত্রের দায়িত্বে আবার পূর্ত বিভাগ। দুই সরকারি সংস্থার দরপত্রের দামে এত ফারাক কেন তা নিয়েও স্বাভাবিক ভাবেই তৈরি হয়েছে প্রশ্ন। কেন পূর্ত বিভাগের দর দেখে পিছু হটল না ওয়েবেল বা লাখ-হাজারের ফারাকের পরও কোটি কোটি টাকার বরাত কোন অঙ্কে সম্ভব তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ফলে পূর্ত বিভাগের দরই প্রমাণ করছে দুর্নীতির অভিযোগ। এমন নথি সামনে আসতেই সরব বিরোধীরা। এসএসকেএমের পাশাপাশি সিসি ক্যামেরার দর নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজও। প্রসঙ্গত, গত ২১ অক্টোবর সিসি ক্যামেরার জন্য আলাদা করে কলকাতার কলেজগুলিকে পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই টাকায় ৪০টি সিসি ক্যামেরা বসিয়েছে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ।

খরচ হয়েছে পাঁচ লক্ষ টাকা। প্রতি সিসি ক্যামেরা পিছু খরচ ১২ হাজার টাকা। তাহলে আরামবাগে কেন খরচ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা তা নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই তৈরি হয়েছে প্রশ্ন।

শিশু পাচার চক্রের সঙ্গে সারোগেসির যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিশু পাচার চক্রে এবার 'সারোগেসি' যোগ পেল রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর। বিহার থেকে হাওড়ায় যে শিশুটিকে ঠাকুরপুকুরের দম্পতি নিয়ে আসে, তার জন্ম সারোগেসির মাধ্যমে হয়েছিল বলে দাবি সিআইডির।

সম্প্রতি অন্তঃরাজ্য শিশু পাচার চক্রের সন্ধান পায় সিআইডি। হাওড়ার শালিমার স্টেশনের কাছ থেকে সিআইডির টিম শিশুটিকে উদ্ধার করে। এরসঙ্গে ওই শিশুটি বিহার থেকে পাচার করার অভিযোগে দম্পতি মানিক সরকার ও মুকুল সরকারকে সিআইডি গ্রেপ্তারও করে। এরপরই ঘটনার তদন্তে নামেন সিআইডি আধিকারিকরা। আর এই তদন্তে নেমেই গোয়েন্দা আধিকারিকেরা জানতে পারেন যে, সারোগেসির মাধ্যমে বিহারের বাসিন্দা এক মহিলা শিশুটির জন্ম দেন।

দিঘার নির্মীয়মাণ জগন্নাথ মন্দিরের কাজ শেষ পর্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিঘায় রাজ্য সরকারের উদ্যোগে নির্মীয়মাণ জগন্নাথ মন্দিরের কাজ শেষ পর্যায়ে। তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে তিনি খুব শীঘ্রই দিঘা যাবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই ওই মন্দিরের উদ্বোধনের অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ স্থির করা হবে। তবে নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার পরেই মন্দিরের উদ্বোধন করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। শুক্রবার রাজারহাটে বিরসা মুণ্ডার জন্মবার্ষিকী পালনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, 'দিঘায় নির্মীয়মাণ মন্দিরের উচ্চতা পুরীর মন্দিরের সমানই। তবে জায়গা আরও বেশি। ওই মন্দিরে চৈতন্যদেবের নামে একটি তোরন হচ্ছে। তার নাম দেওয়া হয়েছে চৈতন্য দ্বার। মূর্তি মার্বেলের হলেও পুজোর জন্য নীমকাঠের আলাদা বিগ্রহ তৈরি করা হচ্ছে। দৈনন্দিন পুজো ও মন্দিরের অন্যান্য কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একটি অছি পরিষদ তৈরি করা হবে।' তার পুরোটাই হবে তিনি নিজে খতিয়ে দেখার পর। তিনি বলেন, 'আমি যাব গিয়ে দেখব কতটা কাজ তৈরি হয়েছে। অসম্পূর্ণ কাজ উদ্বোধন করব না। তাতে আরও বেশি সময় লাগলে লাগবে।'

পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের আদলে এই রাজ্যেও একটি মন্দির নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশার পুরীর প্রতি ভ্রমণ পিপাসু রাজ্যবাসীর অন্যতম আকর্ষণ হল সমুদ্রের সঙ্গে জগন্নাথদেবের দর্শন। তবে অনেকেরই নানা কারণে পুরী যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। তাই পুরীতে না গিয়েও যাতে জগন্নাথদেবের দর্শন করতে পারেন, তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার বুকেই একখন্ড পুরী গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগেই পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলেই দিঘার সমুদ্র সৈকতে গড়ে তোলা হয়েছে জগন্নাথধাম। যা বাংলার পর্যটনের মুকুটে নতুন পালক যোগ করতে চলেছে। হিডকো এই মন্দির তৈরি করছে। নির্মাণের খরচ প্রায় ১৪৩ কোটি টাকা।

বাংলায় পুলিশ আর গুন্ডারাজ চলছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভাটপাড়ার বিজেপি বিধায়ক পবন কুমার সিং-কে ছট পুজোর দিন গঙ্গার ঘাটে হাত নেড়ে সম্মোধন করায় আক্রান্ত বাবা ও ছেলে। এমনটাই অভিযোগ। বৃহস্পতিবার সন্ধেতে ঘটনাটি ঘটেছে জগদ্দল থানার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ১৮ নম্বর গলিতে। ছট পুজোর দিন গঙ্গাবক্ষে বিধায়ক পবন কুমার সিংকে দেখে হাত নেড়েছিলেন মুকেশ রাই। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সন্ধেয় তৃণমূলীরা তাঁর বাড়িতে এসে মুকেশকে মারধর করে। ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন দুধ ব্যবসায়ী বৃদ্ধ বাবা রাজবল্লভ রাই। যদিও প্রাণের ভয়ে আক্রান্তরা মুখ খুলতে নারাজ। শুক্রবার বেলায় ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ বলেন, 'বাংলায় পুলিশ আর গুন্ডারাজ চলছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদেরকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন।' তাঁর দাবি, গুন্ডা আর সংখ্যালঘু ভোট কব্জায় রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছেন। কিন্তু বাংলার মানুষ এখন পরিবর্তনের পক্ষে। তাঁর অভিযোগ, নমিত সিং নামে এক ব্যক্তি বৃদ্ধ দুধ ব্যবসায়ীকে মেরেছে। ওখানে নমিত গুলিও চালিয়েছে। পুলিশ এসে আক্রান্ত পরিবারকে ধমক দিয়ে অভিযুক্তদের নাম বলতে নিষেধ করছে। এমন অবস্থা চলতে থাকলে গণপিটুনির মতো পরিস্থিতি হতে পারে। প্রাক্তন সাংসদের দাবি, নমিত সিংকে পুলিশ গুন্ডা বানাতে চাইছে। কিন্তু জগদ্দলে 'রিটার্ন গিফট' খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়। নতুন নতুন আউট পোস্ট তৈরি নিয়ে তাঁর কটাক্ষ, পয়সা তোলার জন্য নতুন করে ব্রাঞ্চ অফিস খোলা হচ্ছে।

নিম্নমুখী কলকাতার তাপমাত্রার পারদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নভেম্বরের মাঝামাঝি ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামল কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। শুক্রবার সকালে পুরুলিয়ার তাপমাত্রা ছিল ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকভাবেই ফুরফুরে মেজাজে শীতপ্রেমীরা। আগামী কয়েকদিন রাজ্যে বাধাহীনভাবে প্রবেশ করবে উত্তুরে হাওয়া। ফলে শীতের মারকাটারি ব্যাটিংয়ের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না আবহবিদরা।

নভেম্বরের শুরুতে হালে পানি পাচ্ছিল না শীত। উত্তুরে হাওয়া বারবার বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় নামছিল না তাপমাত্রার পারদ। মুখ ব্যাজার করে হাফহাতা শার্ট, কুর্তি, ট্রাউজার পরেই অফিসে যেতে হচ্ছিল। লেপ, কম্বল জড়ানোর লোভে এসির তাপমাত্রা কমাচ্ছিলেন 'ডাইহার্ড' শীতপ্রেমীরা। কিন্তু এবার তাঁদের সুদিন ফিরতে চলেছে, জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার বাধা না থাকায় রাজ্যে অবাধে প্রবেশ করছে উত্তুরে হাওয়া। বঙ্গোপসাগরে নতুন করে কোনও সিস্টেম এই মুহূর্তে নেই। ফলে রাজ্যে 'সেফ প্যাসেজ' পাচ্ছে শীত। আগামী এক সপ্তাহে গোটা রাজ্যেই তাপমাত্রা কমবে। তবে নভেম্বর মাসেই জাঁকিয়ে শীত পড়বে না। কনকনে শীতের জন্য ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আগামী পাঁচ দিনে দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস কমবে রাতের তাপমাত্রা। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিক বা তার নীচে চলে যাবে।

গত ২৪ ঘণ্টায় শহর কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম এবং শুক্রবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। এদিন বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সর্বাধিক ৯৩ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৪০ শতাংশ। রাজ্যে নতুন করে বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। সকালের দিকে কুয়াশার জন্য কমবে দৃশ্যমানতা। দার্জিলিঙে এ দিন হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে।

শালিমার স্টেশনে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের সংবাদ শিরোনামে শালিমার স্টেশন। এবার পার্কিং ফি নিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড। স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাতে অনৈতিকভাবে টাকার দাবি করে এক ব্যবসায়ীর মাথা ফাটানোর অভিযোগ উঠল একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। মারধর করা হয় তাঁর এক ছেলেকেও। ব্যবসায়ীর ছেলের স্মার্টফোন ও টাকার ব্যাগ কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। এরপর আক্রান্তকে দক্ষিণ হাওড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে বি গার্ডেন থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবারটি। তদন্ত শুরু করেছে হাওড়া সিটি পুলিশ।

প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নিজের গ্রামের বাড়িতে সপরিবারে আসেন মুম্বইয়ের ব্যবসায়ী বনি আমিন রাজ। বৃহস্পতিবার রাত আটটার জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসে শালিমার স্টেশন থেকে মুম্বইয়ে ফেরার কথা ছিল তাঁদের। সেই মতো স্টেশনে এসে শালিমার স্টেশনের পার্কিং লটে জিনিসপত্র নামান তাঁরা। অভিযোগ, তখনই সশস্ত্র ১০ থেকে ১৫ জন দুষ্কৃতী টাকা দাবি করতে থাকে। তা নিয়ে ব্যবসায়ীর সঙ্গে বচসা বাধে। তা থেকে হাতাহাতি। লোহার রড দিয়ে ব্যবসায়ীর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। হাসপাতালে নিয়ে গেলে আমিনের মাথায় ছয়টি সেলাই পড়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে কয়েকদিন আগেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল শালিমার স্টেশন এলাকা। ঘটনায় আহত হন অন্তত ৬জন। পরিস্থিতি সামাল দিতে র‍্যাফ নামায় পুলিশ। তার আগেও জুন মাসে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ বাধে। আরও একবার শালিমার স্টেশনে ঝামেলা নিয়ে যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করছে।

সম্পাদকীয়

দলীয় রাজনীতির প্রভাবে অনেক প্রকল্পের স্বচ্ছ মূল্যায়ন অবরুদ্ধ হয়

যে কোনও কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কার্যকারিতা ও নিয়মানুবর্তিতা পরখ করতে সোশ্যাল অডিট অর্থাৎ স্থানীয় মানুষ তথা উপভোক্তাদের দ্বারা প্রকল্পের মূল্যায়ন অত্যন্ত আবশ্যক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রশাসনের খাতায়-কলমে যে সব কাজ সারা হয়ে গিয়েছে, সরেজমিনে দেখলে বোঝা যায়, তার কতটুকু দুধ আর কতটা জল। সর্বোপরি, সরকারি প্রকল্প যাঁদের জন্য পরিকল্পনা ও রূপায়ণ করা হয়, তাঁরা সেই সব পরিষেবায় কতটুকু সন্তুষ্ট, তাঁদের চাহিদা কতখানি মিটছে, সে বিষয়ে জানার অন্যতম উপায় সোশ্যাল অডিট। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বিভিন্ন প্রকল্পের সোশ্যাল অডিটের যে প্রশ্নপত্র তৈরি করে পাঠানো হয়, তার উত্তর পাওয়া গেলে, এবং সেই সব উত্তরপত্রের ভিত্তিতে সংশোধনের উদ্যোগ করা গেলে, অর্থের অপচয় বন্ধ হত এবং পরিষেবার মান উন্নত হত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আক্ষেপ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সোশ্যাল অডিটের প্রক্রিয়াটাই অস্বচ্ছ এবং পরিণামহীন হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, ইতিপূর্বে বেশ কয়েক বছর মিড-ডে মিলের সোশ্যাল অডিট হয়েছে। কিন্তু সেই সব অডিটে মিড-ডে মিলের পুষ্টিগুণ, পরিচ্ছন্নতা বা হিসাবরক্ষার কী চিত্র মিলেছে, এবং তার সংশোধনের জন্য কী করা হয়েছে, সে বিষয়ে কিছুই প্রকাশ করা হয়নি। নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি বিষয়ে না জানতে পেরেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি অথবা অভিভাবকরা, না জানতে পারছে বৃহত্তর জনসমাজ। ফলে পুরো বিষয়টি নিষ্প্রাণ নিয়মরক্ষায় পর্যবসিত হচ্ছে। এর অন্যতম দৃষ্টান্ত রেশন ব্যবস্থা। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক খাদ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বিপুল দুর্নীতির যে অভিযোগ সামনে এসেছে, সোশ্যাল অডিটে তা ধরা পড়েছিল কি না, পড়লে কেন প্রতিকার হয়নি, সে প্রশ্নগুলো অতিকায় হয়ে ওঠে। এমন উদাহরণ প্রায় প্রতিটি জাতীয় প্রকল্পে। সোশ্যাল অডিটের প্রক্রিয়াকে কার্যত অচল করে রাখার সবচেয়ে বড় ক্ষতি সম্ভবত বহন করছেন একশো দিনের কাজের প্রকল্পের জব কার্ড গ্রাহকরা। চার বছর এই প্রকল্প বন্ধ রয়েছে দুর্নীতির অভিযোগে। সোশ্যাল অডিট এই প্রকল্পের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। নিয়মানুসারে, গ্রামে কী কাজ হয়েছে, তার প্রতিবেদন গ্রাম সভায় পেশ করে সকলের সম্মতি নিতে হবে। কিন্তু দলীয় রাজনীতি তার প্রভাব বিস্তার করে স্বচ্ছ মূল্যায়নের পথ অবরুদ্ধ করেছে।

শব্দবাণ-১০৩

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. কাণ্ডজ্ঞান, বোধবুদ্ধি ৩. কামদেব ৫. হেতু, নিমিত্ত ৬. ফুলবিশেষ ৭. যা বৈধ নয়, বেআইনি ৯. হতভাগ্য ১১. সিদ্ধিযুক্ত, সার্থক ১২. না মানে — বসন বাসন অশন আসন যত।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. শিশুদের নামকরণ করার অনুষ্ঠান ২. চিহ্ন ৩. চাঁদোয়া ঢাকা স্থান ৪. রাজা, নৃপতি ৭. অনুশীলন ৮. কাজের চাপ ৯. দুরাকাঙ্ক্ষা ১০. শিবের উৎসব।

সমাধান: শব্দবাণ-১০২

পাশাপাশি: ২. কীটস্যকীট ৩. পটলচেরা ৬. তরঙ্গভঙ্গ ৭.অরাজকতা।

উপর-নীচ: ১. চরিতামৃত ২. কীটপতঙ্গ ৪. লবঙ্গলতা ৫. রাবণমুখো।

জন্মদিন

আজকের দিন

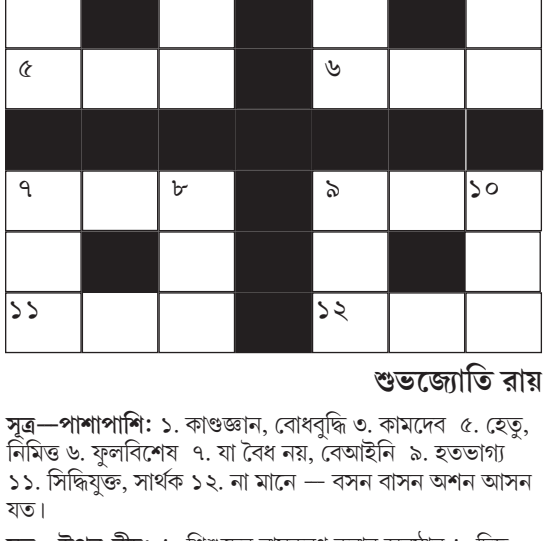

মীনাক্ষী শেষাদ্রী

১৯৩০ *বিশিষ্ট সাঁতারু মিহির সেনের জন্মদিন।*
১৯২৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা শ্রীরাম লাগুর জন্মদিন।*
১৯৬৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মীনাক্ষী শেষাদ্রীর জন্মদিন।*

যুদ্ধ: মানবতার জন্য অভিশাপ

সৈকত বিশ্বাস

'যুদ্ধ কোনও সমস্যার সমাধান নয়, বরং মৃত্যু এবং ধ্বংসের বীজ বপন করে, ঘৃণা বাড়ায়, প্রতিহিংসা বৃদ্ধি করে, যুদ্ধ ভবিষ্যৎকে মুছে দেয়।'

পোপ ফ্রান্সিস

যুদ্ধ কখনো শান্তির দৈত্য হতে পারেনা। কারণ সেখানে থাকে ভয়ের বীভৎসতা ও হিংসা।প্রতিপক্ষকে সমূলে বিনাশ করার তীব্র ইচ্ছা। নরওয়ের সমাজতত্ত্ববিদ, 'শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন' এর প্রতিষ্ঠাতা জোহন গালটুং যুদ্ধের অনুপস্থিতিকেই শান্তির অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বাস্তব প্রেক্ষিতে যুদ্ধময় বিশ্বের দিকে তাকালে মনে হয় শান্তির বানী এক অলীক স্বপ্ন! গত ৭ অক্টোবর ক্যালেণ্ডারের পাতায় আমরা একটা বছর পার করেছি কিন্তু পশ্চিম এশিয়ার আকাশে কালো মেঘের অবসান হয়নি, পরিবর্তে সেই মেঘের ছায়ায় আরও কিছুটা আকাশ ঢাকা পড়েছে, যুদ্ধের ব্যাপকতা ইজরায়েল-হামাস অতিক্রম করে তা ইরান ও লেবানন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। বিশ্ব নেতারা যুদ্ধ থামাবার জন্য সব পক্ষকেই অনুরোধ করেছে কিন্তু থামার কোনও লক্ষন নেই। এবং তার মূলে রয়েছে পশ্চিমী কিছু রাষ্ট্র বিশেষত আমেরিকার ইন্ধন। কথা হচ্ছে ইজরায়েল- হামাস দ্বন্দ্বের একবছর পূর্তি। গতবছর ৭ই অক্টোবর গাজার হামাস জঙ্গি বাহিনী ইজরায়েলের ছুটীর দিনে নোভা ট্রান্স ফেস্টিভেলে অতর্কিত হামলা চালায় যাতে নিহত হয় প্রায় ১২০০ ইজরায়েলি নাগরিক সাথে হামাস গোষ্ঠী তার অন্যতম নৃশংস কাজ হিসেবে অপহরণ করেন কয়েকশোজন ইজরায়েলি নাগরিককে। যা থেকে এই অশান্তির সূত্রপাত পরিবর্তে ইজরায়েলের পালটা আক্রমনে গাজা বর্তমানে ধ্বংস স্তুপে পরিনত হয়েছে। ইজরায়েলির সেনাবাহিনীর লাগাতার আক্রমণে রেহাই পাইনি হাসপাতাল ,রোগী, শিশু ও মহিলারা। গাজার স্বাথ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট অনুসারে এই হামলায় এখনো পর্যন্ত প্রায় বিয়াল্লিশ হাজারেররও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। অবশ্য ল্যানসেট নামে এক প্রথম সারির জার্নালে প্রকাশিত এই সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৮৬ হাজারেরও বেশি। আহতের সংখ্যাও লক্ষাধিক। মৃত্যুর সংখ্যা আরোও বাড়তে পারে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কেননা, ইজরায়েলের সেনাবাহিনী হাসপাতালকেও তাদের আক্রমণ থেকে ছাড় দেয়নি। আমেরিকা-ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর এত ধ্বংস লীলা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেনি,যার অভিঘাতে লক্ষ লক্ষ গাজাবাসীর জীবন বিপন্ন। রিপোর্টে প্রকাশ গাজা সিটিতে ৭৪ শতাংশ, উত্তর গাজায় ৬৯ শতাংশ রাফায় ৪৬ শতাংশ ঘর, বাড়ি ধ্বংস হয়েছে। ঘর ছাড়া প্রায় ১৯ লক্ষ মানুষ। ৯০ শতাংশ স্কুল, কলেজ আজ সেখানে ধ্বংস। নিহত ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা সাড়ে দশহাজারেররও বেশি। সবচেয়ে চিন্তার বিষয় মৃতদের অর্ধেকের বেশি মহিলা ও শিশু। আন্তর্জাতিক আদালত ইজরায়েলকে যুদ্ধ অপরাধের তকমা দিয়েছে কিন্তু ইজরায়েলের তাতে কিছুই যায় আসেনি।বরং আদালতের রায়কে অগ্রাহ্য করে লাগাতার ইজরায়েল বোমাবর্ষণ করেই যাচ্ছে। ঘটনার বীভৎসতায় জাতিপুঞ্জের মহাসচিব ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানয়াহুর বিরোধীতা করেছেন পরিবর্তে সেই মহাসচিবের উপরই ইজরায়েলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এহেন এক জটিল পরিস্থিতিতে যুদ্ধের ভয়বহতা দেখে প্রশ্ন জাগে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সত্যিই কি তবে নখ দন্তহীন এক সংস্থা? সত্যিই কি তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে? যেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘণ হচ্ছে সেখানে প্রশ্ন ওঠে জাতিপুঞ্জের ভূমিকা নিয়ে। যেখানে শুধু আলোচনায় হয় কিন্তু বাস্তবে তা কার্যকরী হয়ে ওঠে না।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে কোন ঘটনায় আকস্মিক ঘটে না তা সে রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার যুদ্ধ,শান্তি কিংবা সম্পর্ক যাই হোক না কেন। নেপথ্যে কাজ করে তার ভূ-রাজনৈতিক চরিত্র এবং মধ্যেকার সময়। হামাস আক্রমণের পেছনের কারণ অনুধাবন করলে দেখতে পাওয়া যায় সংঘাত শুরু হওয়ার আগে পশ্চিম এশিয়ার মানচিত্রের ভূ-রাজনৈতিক চরিত্র। যুদ্ধ পূর্বে ইজরায়েল দেশটির সাথে পুরোনো তিক্ততা ভুলে বেশ কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র তাদের মধ্যেকার সম্পর্কে স্বাভাবিক করতে সচেষ্ট হয়েছে, ২০২০ সালে আরব জোটের সদস্য সংযুক্ত আরব-এমিরেটস, বাহারিন, মরক্কো, সুদান,মিশর, জর্ডন সহ বেশ কিছু রাষ্ট্র সেই তালিকায়। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্ততায় সৌদি-ইজরায়েলের সম্পর্ক বিবাদ ভুলে দাঁড়িয়ে ছিল ঊষা লগ্নে, পরিবর্তে সৌদি আরব চেয়েছিল ইরানের থেকে মার্কিন নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, এই সৌদি- ইজরায়েল শীতলতার অন্যতম লক্ষ্য ছিল ভারত- মধ্যপ্রাচ্য- ইউরোপ-অর্থনৈতিক করিডোর(আইএমইসি) এই পরিকল্পিত প্রকল্পটির লক্ষ্য ছিল এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে অর্থনৈতিক একীকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাবলীল করা। করিডোরটি মূলত ভারতের গুজরাত থেকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, সৌদি আরব, ইজরায়েল ও গ্রীস হয়ে ইউরোপ পর্যন্ত। যাকে কেন্দ্র করে সৌদি আরব- ইজরায়েল নিজেরদের মধ্যেকার সম্পর্কের শীতলতার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।ফলত আরব দুনিয়ার কাছে নিজেদের চির অমীমাংসিত দাবি যাতে সময়ের গর্ভে তলিয়ে না যায় হামাস জঙ্গিগোষ্ঠী বেছে নিল ইজরায়েলকে আক্রমণের সময় হিসেবে। ফলত পরিকল্পনাটি এখন বিশ বাও জলে।

অন্যদিকে প্যালেস্টাইনের এই অভিঘাতের সংগত কারণও পরিলক্ষিত হয় কেননা দীর্ঘ কয়েক দশক ধরেই প্যালেস্টাইনের সাধারণ মানুষ নিজ ভূমে পরবাসের জীবন কাটান। যে সমস্যার উৎপত্তি ইজরায়েল রাষ্ট্রটির জন্ম লগ্ন থেকেই। গাজা ভূখণ্ড থেকে হামাসের ইজরায়েলের মাটিতে পাঁচ হাজার মিসাইল নিক্ষেপ করে যুদ্ধের যে দামামা বাজায়, যে হামলা ইজরায়েলের অপ্রতিরোধ্য প্রতিরক্ষা ব্যবসস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যার সূচনা ঘটিয়েছে ভূ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তার প্রভাব সুদূর প্রসারী তা বলাই যায়। ইতিমধ্য রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের বিভীষিকার অভিশপ্ত ইতিহাস এখনও স্মৃতিতে টাটকা। দক্ষিণ সুদান ও উত্তর সুদানের মধ্যেকার বিরোধ ও মনে শঙ্কা সৃষ্টি করেছিল মানবতার নিষ্ঠুর অভিশাপ হিসেবে। তারই মধ্যে ইজরায়েল- হামাসের মধ্যেকার যুদ্ধ চোখের সামনে তুলে ধরে মানবতার হত্যা লীলার এক নৃশংস চিত্র। যে কোন যুদ্ধের ধ্বংস লীলা এতই ভয়াবহ, সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে একটা দেশকে কয়েক দশক লেগে যায়, আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের মারণ কামড়ে উন্নয়ণের সূচক হিসেবে গড়ে তোলা রাস্তা ঘাট, স্কুল কলেজ, এমনকি হাসপাতালও তার থেকে রেহাই পাইনা। বর্তমানের ইজরায়েলের হামাসের যুদ্ধে হাসপাতালের উপর ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ মানুষের ধ্বংসের উন্নমত্ততার নৃশংস রূপকেই আমাদের সামনেই তুলে ধরে। যা থেকে রেহাই পায়নি শিশু, মহিলা বয়স্ক নাগরিক কেউই। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে আমেরিকার মধ্যস্থতায় সৌদি আরব ও ইজরায়েলের মধ্যেকার যাবতিয় বিবাদ মিটিয়ে সামনে এগিয়ে চলার প্রাকমূহূর্তে স্বাধীনতা সংগ্রামী জঙ্গি গোষ্ঠীটির এই আক্রমণ সেই সোনালী স্বপ্নকে বিশ বাও জলে পাঠিয়ে দিল। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর হামাস পরবর্তী হুশিয়ারি আবার নতুন চিন্তার জন্ম দিয়েছে, যার মানে দাঁড়ায় যুদ্ধের ব্যাপকতা আরোও বেশি প্রসারিতঁ হচ্ছে ইজরায়েলের সাথে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের। ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধের শুরু থেকেই লেবানন নির্ভর গোষ্ঠী হিজবুল্লা ও ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আল খামেনিই সমর্থন ছিল হামাসের প্রতি। ইতিমধ্যেই হিজবুল্লার মাটিতে ইজরায়েল তার সৈন্য মোতায়েন করেছে। ইরানের উপর আক্রমণ এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। এই যুদ্ধ যে ধীরে ধীরে আশেপাশের দেশগুলিকে প্রভাবিত করবে তা বলাই যায়। এছাড়াও ইজরায়েল যেভাবে হিজবুল্লার সর্বোচ্চ নেতা আনসারুল্লাকে ক্ষেপনাস্ত্র ছুড়ে হত্যা করেছে। অন্যদিকে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র আক্রমণের বদলা নিলে ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভবিষ্যতে জটিল হতে চলেছে এবিষয়ে সন্দেহ নেই। এতে ভারতও যে পরোক্ষ ক্ষতির সম্মুখীন হবে,কারণ এই অস্থিরতায় জ্বালানি তেলের দাম লাগাম ছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে জাতিপুঞ্জের আনা বিভিন্ন প্রস্তাবে নিজেকে বাঁচিয়ে ভারসাম্যের নীতি নিয়ে চলেছে তা আর কতদিন সম্ভব হবে সে প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে। সর্বোপরি ইজরায়েল প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন মঞ্চে যেভাবে বলে চলেছেন ইজরায়েল প্রথমে আক্রান্ত হয়েছে, এবং তাদের প্রায় ১২০০ নাগরিককে হত্যা করা হয়েছে, তথাপি একথা তার স্মরণে রাখা জরুরি যে ১২০০ প্রাণের বিনিময়ে চল্লিশ হাজারেরও বেশি প্রাণহানি কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। আর এই সভ্য সমাজে তো কখনোই নই।

তন্ত্রসাধনার আসল গুরুত্ব হারিয়ে অলীক বিষয় যখন বর্তমান পরিসরে প্রাসঙ্গিক হচ্ছে

শুভজিৎ বসাক

সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে বাংলা রহস্য গল্পে আবৃত ওয়েবসিরিজ 'নিকষছায়া' যেখানে দেখানো হয়েছে যে শুভ এবং অশুভ শক্তির লড়াইয়ে নিজ স্বার্থের জন্য তন্ত্রের জোরে কেউ একজন জাগিয়ে তুলেছে অশরীরীদের। আর সেই অলৌকিক অপশক্তির উৎপাতে ওষ্ঠাগত শহুরে প্রাণ। সেই রহস্যভেদ করতেই শুভবোধসম্পন্ন নীরেন ভাদুড়ি মশাইয়ের আগমন।

শহরের সরকারি হাসপাতালের মর্গ থেকে আচমকাই উধাও একের পর এক মৃতদেহ। সেগুলো পাওয়া গেলেও অনেকদিন পরে তাকে আধ খাওয়া ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় মিলছে। নেপথ্যে কে বা কারা সেই রহস্যভেদ করতে মাঠে নামে পুলিশ অফিসার অমিয় (গৌরব চক্রবর্তী)। তবে প্রাথমিক পর্যায়েই বুঝতে পারে যে, এই কেস তার নয়। তন্ত্রসাধক ভাদুড়িমশাই সেই রহস্য অভিযানে নেমেই আবিষ্কার করেন এই কর্মকাণ্ড কোনও সাধারণ তান্ত্রিকের নয়। উধাও হয়ে যাওয়া সব মৃতদেহ শবসাধনায় কাজে লাগিয়েছে কোনও এক কাপালিক। আর সেই শক্তিশালী অঘোরীর মদতের জন্যই শহরে এক পৈশাচিক উৎপাত শুরু হয়েছে। গল্পের মোড় ঘোরে, যখন অমিয় টিমেরই এক পুলিশের মেয়ে বন্যা অপহৃত হয়ে যায়। সেই সূত্র ধরেই কাপালিক ভানুর হদিশ পান নীরেন ভাদুড়ি। রক্তিম চন্দ্রগ্রহণের দিন অমর হওয়ার আশায় একের পর এক পৈশাচিক সব কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে সে। শেষমেশ বন্যাকে উদ্ধার করা গেলেও নীরেন ভাদুড়ির অ্যাসিস্ট্যান্ট মিতুল উধাও হয়ে যায় যা আরও এক সিকোয়েন্স রহস্যের জন্ম দিয়েছে।

গল্পের প্লট হিসাবে ভৌতিক এই রহস্য অধ্যায় একইসাথে ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য কিছু বাস্তবিক চিত্রকেও ফুটিয়ে তুলেছে। সাম্প্রতিককালে শহরাঞ্চলের বহু বাড়ি থেকে তন্ত্রসাধনার নিষিদ্ধ উপকরণ সহ এর বশবর্তী হয়ে শিশু সহ পূর্ণবয়স্ক নরবলি, নারী নিগ্রহের ঘটনার জেরে অনেককেই আটক করেছে পুলিশ। তন্ত্রসাধনা মূলতঃ একটি যোগপদ্ধতি যার সাহায্যে অস্থির মনের সাথে বোধের আত্মিক মিলন ঘটে এবং নিজের কর্মপদ্ধতির ওপরে ভরসা জন্মায় অর্থাৎ সে কোনও নারকীয় ঘটনায় সম্মতি দেয় না। মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব কারণ তার কর্মপদ্ধতিই বিশ্বকে উন্নয়নের মুখ দেখিয়েছে আর সেজন্য চাই মানসিক স্থিরতা যার অভাবে আজ মনে উদ্ভূত অস্থিরতা ভয়ের জন্ম দিচ্ছে। এরজন্য দায়ী প্রয়োজনের বাইরে পর্যাপ্ত বই না পড়া, মুঠোফোন এবং বৈদ্যুতিন সামাজিক মাধ্যম থেকে নিজেকে সরিয়ে না এনে বুদ্ধির সর্বনাশ করে দেওয়া এবং নিজেকে আধুনিকীকরণের মোড়কে শিক্ষিত না করে ক্রমশঃ পিছিয়ে নিয়ে চলা। এই ভয় তার অস্তিত্বকে বিপদসঙ্কুল দর্শিয়ে অন্যকে নিজের অধীনে আনার সংকীর্ণ মানসিকতার প্রসার ঘটাচ্ছে। আজকাল স্বাদ বদলের জন্য সামাজিক গল্পের সাথে বিভিন্ন মাত্রার রহস্য গল্পও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে শোনা যায় যা সাহিত্যের অংশ এবং একইসাথে প্রত্যেক গল্পেই কিছু না কিছু শিক্ষণীয় বিষয় থাকে কিন্তু যেহেতু ভয়গ্রস্ত মানুষ তার পার্থক্য বোঝে না তাই সে অন্ধকার দিককেই তার ক্ষমতা বৃদ্ধির আশ্রয় হিসাবে ধরে নেয় এবং অলৌকিকতার ওপর ভর করে তন্ত্রসাধনার ক্ষতিকারক দিকটির প্রতি ঝুঁকে শবসাধনা, নরবলি, নারী নিগ্রহ প্রভৃতি অপ্রকৃতিস্থ কাজে লিপ্ত হয়। চিন্তার বিষয় হল এই রেশ ক্রমশঃ ঊর্ধ্বমুখী যার জেরে প্রায়ই ট্রেনে, বাসে, রাস্তাঘাটে বশীকরণের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হতে দেখা যায় যেখানে প্রান্তিক মানুষদের সাথে নিজের প্রতি আস্থাহীন শহুরে মানুষও ভিড় করছে। একইসাথে তন্ত্রসাধনা করতে নিষিদ্ধ বেশ কিছু পশুপাখির দেহজ অংশ, বনজ উদ্ভিদ প্রয়োজন সেগুলোরও বেআইনি পথে পাচার বৃদ্ধি পাচ্ছে যার দরুন বাস্তুতন্ত্রেও প্রভাব পড়ছে। অর্থাৎ মানুষ বিনা শ্রমে অলীক কল্পনায় বিশ্বের সম্রাট হতে চেয়ে বাস্তবিক প্রেক্ষাপটকে অদেখা করতেই বিপুল বিপত্তি ঘটছে। এর থেকে নিষ্কৃতি পেতে একমাত্র সুস্থ, স্বাভাবিক আচরণের মাধ্যমেই ছোট থেকে কোনও মানুষকে সঠিক পথ দেখানো সম্ভব তখনই সে বিপথে না গিয়ে তন্ত্রসাধনার মধ্যে লুকিয়ে থাকা মানুষ হওয়ার আদর্শকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা অর্জন করে স্বাভাবিক জীবনযাপনের মধ্যে রহস্য গল্পও যে সাহিত্যের একটি অধ্যায় তাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে পারবে। সেদিক থেকে দেখলে 'নিকষছায়া' অর্থবহ এক উল্লেখযোগ্য দিককে তুলে ধরেছে।

দেব (কার্তিক) পুজো আছে, কেন দেবী পুজো নেই?

সুবল সরদার

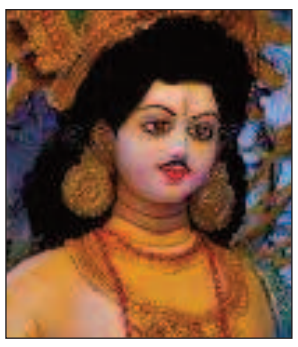

সামনে কার্তিক পুজো। পটুয়ারা, দোকানদাররা কার্তিক ঠাকুর বেচা কেনা করছে। হাটে- বাজারে, রাস্তায় হাতে হাতে করে কার্তিক ঠাকুর নিয়ে যেতে দেখছি। তারা তাদের আত্মীয়-স্বজন,বন্ধু -বান্ধব, পাড়া -প্রতিবেশীর সেই বাড়িতে রাতে চুরি করে ওই ঠাকুর রেখে যায় যে বাড়িতে কোন বধূ নব জাতকের জন্ম দিতে যাচ্ছে । ওই বাড়ির কর্তা ও চায় তাদের বাড়িতে কার্তিক ঠাকুর আসুক, ঠিক লুকোচুরি খেলার মতো একটা রোমান্স আছে । তারপর দিন সকালে ধূমধাম করে কার্তিক পুজো হয় । রোমাঞ্চকর, দুঃসাহসিক নৈশ অভিযানের কলা-কুশলীগণ, (অর্থাৎ যারা রাতে চুরি করে ঠাকুর রেখে যায়) পাড়া- প্রতিবেশী সহ ওই বাড়ির কর্তা সবাই মিলে সানন্দে ভোজের আয়োজন করে। কার্তিক ঠাকুরের কাছে সবার একটাই প্রার্থনা যেন ওই বধূর পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। কার্তিক ঠাকুর তাই পুত্র সন্তানের প্রতীক। কার্তিক মাসের কার্তিক সংক্রান্তিতে কার্তিক পুজো চল আছে। মজার ব্যাপার কেবল পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়ার মনস্কামনায় এই পুজো। কন্যা সন্তানের জন্ম দিতে কেউ মন থেকে চায় না। তাই কার্তিক ঠাকুরের মতো কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্যে কোন দেবী পুজোর চল নেই। পুরুষতান্ত্রিক শাসনে নারীর স্থান কোথায়? আজও নারী অবহেলিত, লাঞ্ছিতা, সতীত্বে অবগুণ্ঠিতা । নারীর সম্মান চাই, সম্ভ্রম চাই । শিশু কন্যার জন্যে কার্তিক ঠাকুরের মতো দেবী পুজোও চাই।

আমাদের আধুনিক সমাজ আজও ঠিক আগের মতো আছে । তাই আজও কার্তিক পুজোর এতো ঘটা । কার্তিক পুজো সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য সৃষ্টি করে। তাই কার্তিক পুজো আমাদের লজ্জা , একটা কলঙ্কিত অধ্যায়। সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে এমন পুজো দূর করে দেওয়া দরকার । সমাজে নারী পুরুষের সমান গুরুত্বপূর্ণের সহাবস্থান দরকার । তাই দেব (কার্তিক) পুজো হলে দেবী পুজোও চাই। দেবীপক্ষের আবহে দেবী পুজো না হলে দেব পুজো কখনো সম্পূর্ন হয়? ছেলের বিকল্প মেয়ে নয় এমন ধারণা তৈরি হয় আমাদের সমাজে। ছেলের বিকল্প কেন মেয়ে নয় ? কেন এ ধারণা তৈরি হয় না বুঝতে পারি না। ছেলের বিকল্প যদি মেয়ে না হয় কেমন করে সখি পুজো কার্তিক পুজোর বিকল্প হয়? পুরাণ বর্হিভূত হয়ে আঞ্চলিকভাবে কদাচিৎ শিশু কন্যার বাসনায় এই পুজো হয় যা আমরা অনেকেই জানি না। নারী- পুরুষ সমান বলে প্রগতিশীলতার পরিচয় দিই কিন্তু কার্তিক পুজো করি মেয়েদেরকে অসম্মান করে। কেন মেয়েদেরকে সম্মান দিতে দেবী পুজো করি না ? এ প্রশ্নের উত্তর থেকেই যায়।

আনন্দকথা

"আজ ১লা, অগস্ত্য, কলকাতায় যাচ্ছ; কে জানে বাপু!" এই বলিয়া একটু হাসিয়া অন্য কথা কহিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুরা স্নান করিয়া আসিলেন। ঠাকুর ব্যগ্র হইয়া নরেন্দ্রকে বলিলেন, "যাও বটতলায় ধ্যান কর গে, আসন দেব?"

নরেন্দ্র ও তাঁর কয়টি ব্রাহ্মবন্ধু পঞ্চবটীমূলে ধ্যান করিতেছেন। বেলা প্রায় সাড়ে দশটা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিয়ৎক্ষণ পরে সেইখানে উপস্থিত; মাস্টারও আসিয়াছেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন —

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি) — ধ্যান করবার সময় তাঁতে মগ্ন হতে হয়। উপর উপর ভাসলে কি জলের নিচে রত্ন পাওয়া যায়?

এই বলিয়া ঠাকুর মধুর স্বরে গান গাহিতে লাগিলেন ঃ

ডুব দে মন কালী বলে। হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু-চার ডুবে ধন না পেলে,
তুমি দম-সামর্থ্যে মাঝে রে মন, শান্তিরূপা মুক্তা ফলে,
তুমি ভক্তি করে কুড়ায়ে পাবে, শিবযুক্তি মতো চাইলে।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বাড়িতে কার্তিক ঠাকুর ফেলতে গিয়েই বিতর্কে জড়ালেন তৃণমূল কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এলাকাবাসীর বাড়িতে কার্তিক ফেলছে পুরসভা! কার্তিক ঠাকুরের সঙ্গে আসা চিঠিতে অন্তত তেমনটাই ঠাওর হচ্ছে। আর তা ঘিরেই শোরগোল হুগলির বৈদ্যবাটিতে। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। কার্তিক পুজোয় নববিবাহিত বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি কার্তিক ফেলার রীতি রয়েছে বহুকাল ধরেই। সেই কার্তিক ঠাকুর ফেলতে গিয়েই বিতর্কে জড়ালেন বৈদ্যবাটি পুরসভার এক তৃণমূল কাউন্সিলর।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বৈদ্যবাটি পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পৌষালি ভট্টাচার্য শ্যামল মাইতি নামে এক জনের বাড়ি কার্তিক ফেলেন, সঙ্গে ছিলেন কাউন্সিলরের অনুগামীরাও। কার্তিক ঠাকুরের সঙ্গে দেওয়া একটি চিঠি ঘিরে বিতর্ক দেখা দেয়। যা লেখা হয়েছে কাউন্সিলরের প্যাডে। সেখানে আবার লেখা রয়েছে 'পুরসভা অনুমোদিত'।

কাউন্সিলর নিজেই ফেসবুকে পোস্ট করেছেন। পোস্ট হতেই শুরু হয় বিতর্ক। এইভাবে পুরসভার প্যাডে এই ধরনের কাজ করা যায় কিনা তাই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। ঘটনা জানাজানি হওয়ার পরেই বৈদ্যবাটি পুরসভার চেয়ারম্যান পিন্টু মাহাতো কড়া ধমক দেন ওই কাউন্সিলরকে। এই বিষয়ে পুরপ্রধান পিন্টু মাহাতো বলেন, 'পুরসভার কাউন্সিলরের প্যাড পুরসভার কাজে ব্যবহার করার জন্য। এইভাবে ব্যক্তিগত কোনও কাজ বা মজা করার জন্য তা ব্যবহার করা যায় না। যে কাউন্সিলর এই কাজ করেছে, তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। আগামী দিন যাতে এই ধরনের কাজ আর না করেন, সেই নিয়ে তাঁকে সতর্কও করা হয়েছে।'

তবে এই নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। বিজেপির যুব মোর্চার মুখপাত্র হরি মিশ্র বলেন, 'যে চিঠিটি পুরসভার প্যাডে লিখে পাঠানো হয়েছে, তার মধ্যে লেখা রয়েছে কার্তিক ঠাকুরের জন্য ২০০০ টাকা লাগবে।' তাঁর বক্তব্য, এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, তৃণমূল দল এমনই অবস্থায় চলে গিয়েছে, যে তাঁরা কার্তিক ঠাকুরকেও কাটমানি করতে ছাড়ছেন না।

যদিও এই বিষয়ে চাঁপদানির বিধায়ক তথা হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি অরিন্দম গুঁইন বলেন, 'যে ঘটনাটি ঘটেছে তা নিছকই নিজেদের বন্ধুদের মধ্যে মসকরা করতে গিয়ে। এর মধ্যেও বিরোধীরা রাজনীতি খোঁজার চেষ্টা করছেন। তবে পুরসভার প্যাড ব্যবহার করা উচিত হয়নি।'

'প্রাক্তন বিধায়ক বা সাংসদের প্রাণসংশয় হলে রাজ্যের গুরুত্ব দেওয়া উচিত'

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: পশ্চিমবঙ্গে বরিষ্ঠ নেতা যারা আগে সাংসদ বা বিধায়ক ছিলেন বা বর্তমানে যারা সরকারের কোনও দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন তাদের প্রাণনাশের আশঙ্কা রাজ্য সরকারকে

গুরুত্বপূর্ণ সহকারে দেখা উচিত। রাশিয়ার রাসায়নিক দিয়ে অর্জুন সিং ও শুভেন্দু অধিকারীকে মারার চক্রান্ত করা হয়েছে বলে অর্জুন সিং যে অভিযোগ করেছিলেন সেই প্রসঙ্গে আসানসোলে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন দিলীপ ঘোষ। উল্লেখ্য, শুক্রবার বিজেপির সদস্যপদ সংগ্রহের অনুষ্ঠানে যোগদান করতে আসেন রাজ্যের প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এদিন তিনি আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের বেশ কিছু এলাকায় বিজেপির সদস্যপদ সংগ্রহ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

এই অনুষ্ঠানে দিলীপ ঘোষের সঙ্গে ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান বিজেপি জেলা সভাপতি বাপ্পা চট্টোপাধ্যায় এবং বিজেপি রাজ্য নেতা কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় সহ স্থানীয় নেতৃত্ববৃন্দ।

এদিনের কর্মসূচির মধ্যে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন দিলীপ ঘোষ। অর্জুন সিং সংশয় প্রকাশ করেছেন তাকে এবং রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে রাশিয়ার রাসায়নিক কেমিক্যাল দিয়ে মেরে ফেলা চক্রান্ত করা হয়েছে - সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, বরিষ্ঠ এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রাক্তন বিধায়ক বা সাংসদ বা যারা গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন তাদের অভিযোগ রাজ্য সরকারের উচিত গুরুত্ব সহকারে দেখার। তিনি আরো বলেন, যদিও বর্তমান রাজ্য সরকার তাদের দলীয় নেতাদের রক্ষা করতেই অক্ষম। ট্যাব কেলেঙ্কারি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে দিলীপ ঘোষ বলেন, যতই সাইবার ক্রাইমের অভিযোগ করুক সরকার রাজ্যের ট্যাব কেলেঙ্কারি থেকে রেশন দুর্নীতি সহ রাজ্যের সমস্ত দুর্নীতির পিছনে রয়েছে শাসকদলের নেতা ও মন্ত্রীরা। তিনি আরো বলেন, এই শাসকদলের নেতাদের দুর্নীতি বন্ধ হলে এই সরকারও আর টিকবে না। কারণ তাদের দলে আর কোনও লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বাঁশবেড়িয়ার কার্তিক পুজোয় কড়া নিরাপত্তা, ড্রোনের নজরদারি, গাইডম্যাপ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বাঁশবেড়িয়ার কার্তিক পুজো দেখতে দুর দুরান্ত জেলাগুলি থেকে দর্শনার্থীরা এসে ভিড় করেন। এইসঙ্গে ত্রিবেণী, মগরা, ব্যান্ডেল, সাহাগঞ্জ ও চুঁচুড়া পর্যন্ত ছড়িয়েছে কার্তিক পুজোর রেশ। হুগলি গ্রামীণ পুলিশ চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট ও বাঁশবেড়িয়া পুরসভার মিলিত সাংবাদিক সম্মেলন হল কার্তিক পুজো উপলক্ষ্যে। একইসঙ্গে গাইড ম্যাপ প্রকাশ করা হল, ব্যাচ প্রকাশ করা হল, শিশুদের পরিচয় পত্র প্রকাশ করা হল। হুগলির গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন জানালেন, এবার কার্তিক পুজোয় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে। বেশ কিছু অঞ্চল নো এন্ট্রি থাকবে বেলা তিনটে থেকে সকাল ছটা। থাকছে সাদা পোশাকের পুলিশবাহিনী। থাকছে মহিলা পুলিশ বাহিনী, সাদা পোশাকের মহিলা পুলিশও থাকছে, এছাড়া বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে উপর থেকে ড্রোনের নজরদারি চলবে। গঙ্গায় নজরদারির জন্য ভেসেল টহল দেবে গঙ্গার ঘাটগুলিতে। কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকছে সিসিটিভির নজরদারি থাকবে চারিদিকে। বাঁশবেড়িয়ার এবার প্রায় দেড়শো কার্তিক পুজো হচ্ছে যেগুলো কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে এখানকার কার্তিক পুজো, নানারকম থিমে ও আলোক সজ্জায় দর্শকদের মন জয় করবে এখানকার কার্তিক যেমন রাজাকান্তিক। জামাই কার্তিক সহ কার্তিকের নানা রূপ এইসঙ্গে নানা দেবদেবীর পুজো হয়। কার্তিক পুজো বিসর্জন আগামী বৃহস্পতিবার। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সপ্তগ্রামের বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত, চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, হুগলির গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, বিধায়কের কথায় বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে প্রকাশ্যে এল তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। ভাতারের বলগোনা বাজারে পথসভায় বিধায়ক এলাকার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসে কমিটির সহ-সভাপতির উদ্দেশ্যে বলেন, ব্যানার টাঙিয়ে নেতা হওয়া যায় না, মান্ডির ধান খেয়ে মোটা হওয়া যায়। তার এই মন্তব্যের জেরে অস্বস্তিতে পড়েছে দল। ভাতারের বলগোনা বাজারে নিত্যানন্দপুর ও বলগোনা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সহযোগিতায় প্রথমে মিছিল ও পরে একটি পথসভা হয়। কয়েক হাজার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী মিছিলে পা মিলিয়ে ছিলেন এদিন। বলগোনা অঞ্চল তৃণমূলের মিছিল শুরু হয় রেলগেট থেকে ও নিত্যানন্দপুর অঞ্চল তৃণমূলের একটি মিছিল শুরু হয় পাটনা গ্রাম থেকে। পরে দুটি একত্রিত হয়ে বলগোনা বাজারে পথসভা হয়। মিছিলের জেরে বর্ধমান কাটোয়া রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। মিছিলের শেষে একটি পথসভা হয় বলগোনা বাজারে। সেখানে সিপিএম থেকে কুড়িটি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদানও করে। কিন্তু বিধায়ক বক্তব্য রাখতে গিয়ে নাম না করে বলেন, 'ব্যানার টাঙিয়ে নেতা হওয়া যায় না, মান্ডির ধান খেয়ে মোটা হওয়া যায়' এই বক্তব্যতে শোরগোল পড়ে যাই ভাতার বিধানসভায় রাজনৈতিক মহলে।

উল্লেখ্য, ওই এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক কমিটি সহ-সভাপতি কিছু ব্যানার টাঙায় তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই মন্তব্য বলে মনে করা হচ্ছে।

গ্রেপ্তার আন্তঃরাজ্য গোরু পাচার চক্রের ৮ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান জেলা পুলিশের তৎপরতায় গ্রেপ্তার আন্তঃরাজ্য গরু পাচার চক্রের ৮ জন। এই চক্রের বিরুদ্ধে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট মারার অভিযোগ রয়েছে। ধৃতদের কালনা মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় শুক্রবার। পূর্ব বর্ধমানের কালনা শহরে গত অক্টোবর মাসের ২০ তারিখে, রাতের অন্ধকারে একটি গোরু, পিকআপ ভ্যানে করে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়ারের নজরে আসে বিষয়টি। সে তৎক্ষণাৎ থানাতে বিষয়টি জানায় এবং থানার অফিসার ফোর্স নিয়ে ওই গাড়িটিকে ধাওয়া করে। সেই গাড়ি পালিয়ে যাবার সময় পুলিশকে চাপা দিয়ে মারার চেষ্টা করে এবং ঢিল ছুড়ে পুলিশদের আহত করে এবং গার্ডওয়েল ভেঙে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। শেষে পুলিশি তাড়ায় জামনা ব্রিজের কাছে গাড়িটি ফেলে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। পুলিশ গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করে এবং চুরি যাওয়া গোরুটিকে উদ্ধার করে মালিকের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ তদন্তে নেমে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সেই গোরু চোরদের গ্রেপ্তার করে।

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা পূর্ব ত্রিমোহিনী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের সকল সদস্য/ সদস্যাকে জানানো যাইতেছে যে আগামী ০৫-১২-২০২৪ তারিখ (বৃহস্পতিবার) সকাল ১১.০০ (এগারো) ঘটিকায় সমিতির অফিস ঘরে অত্র সমবায় সমিতির পরিচালকমন্ডলীর সদস্য/ সদস্যা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত নির্বাচনী নির্ঘন্ট (সংযুক্ত) অনুযায়ী নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে। অত্র সমবায় সমিতির সকল সদস্য/ সদস্যাগণকে উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য অত্র বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে খসড়া **নির্বাচক তালিকা** ও **নির্বাচনী নির্ঘন্ট** সংযুক্ত হল যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ বলে বিবেচিত হবে এবং সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

সংযুক্তি- খসড়া নির্বাচক তালিকা ও নির্বাচনী নির্ঘন্ট।
পরিচালক মন্ডলীর সদস্য সংখ্যা-৯ (নয়) জন
(অসংরক্ষিত ৬ জন, সংরক্ষিত মহিলা ২ জন ও তপশিলী জাতি/ উপজাতি ১ জন)
নির্বাচনী নির্ঘন্ট

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়	ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি
১.	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	১৪/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	দুপুর ১২ টা	সমিতির এ.আর.ও
২.	খসড়া ভোটার তালিকার উপর আপত্তি গ্রহণ	১৪/১১/২০২৪-১৮/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২ টা	সমিতির ম্যানেজার
৩.	গ্রহীত আপত্তির প্রমানাদি সাপেক্ষে নিষ্পত্তিকরণ	২১/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	দুপুর ১২.০০ টা	সমিতির এ.আর.ও
৪.	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	২১/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	নিষ্পত্তিকরণের পরেই	সমিতির এ.আর.ও
৫.	আবেদন ক্রমে মনোনয়ন পত্র বিলি	২৭/১১/২০২৪-২৯/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২ টা	সমিতির ম্যানেজার
৬.	প্রার্থী বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক মনোনয়ন পত্র পেশ	২৭/১১/২০২৪-২৯/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২ টা	সমিতির এ.আর.ও
৭.	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা	০১/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	দুপুর ১২.০০ টা	সমিতির এ.আর.ও
৮.	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	০১/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার অব্যবহিত পরে	সমিতির এ.আর.ও
৯.	প্রার্থীর লিখিত আবেদন ক্রমে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার	০৩/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বিকেল ৩.০০ টা পর্যন্ত	সমিতির এ.আর.ও
১০.	প্রত্যাহার শেষে বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ	০৩/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বিকেলে ৩.০০ টার পরে	সমিতির এ.আর.ও
১১.	প্রতীক বন্টন (প্রয়োজন বোধে)	০৩/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	চূড়ান্ত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশের পরে	সমিতির এ.আর.ও
১২.	আবশ্যক ক্ষেত্রে ভোট গ্রহণ	২৫/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টা	সমিতির এ.আর.ও
১৩.	ভোট গণনা ও ফল ঘোষণা	২৫/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	গণনা শেষে	সমিতির এ.আর.ও

বিশেষ দ্রষ্টব্য- পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি সমূহের আইন ২০০৬ ও পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি সমূহের নিয়মাবলী ২০১১ অনুযায়ী প্রতিনিধি/ পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত ভোটার পরিচয় পত্র, সমিতির পাশবহি, অথবা বিকল্প সচিত্র পরিচয়পত্র ভোটদান কেন্দ্রে সঙ্গে আনিবেন।

সাগরী মন্ডল
সহকারী রিটানিং অফিসার
পূর্ব ত্রিমোহিনী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

AXIS BANK | **অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.** এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ১ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১ | **দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমান সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক. নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. প্রতীকী দখলের তারিখ	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১. **মেসার্স বিনায়ক জি শাড়িজ,** ৩ স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রিট, ২য়তল, কলকাতা, পিন: ৭০০০০৭। ২. **শ্রীমতি সাবিত্রী দেবী শর্মা (অংশীদার)** পিতা রাওত মাল শর্মা, বিএ-১১/১৩, রবীন্দ্র পল্লি,জ্যাঙ্গরা তালতলা, রাজারহাট গোপালপুর (এম), উত্তর ২৪ পরগনা,পিনকোড : ৭০০০৫৯। ৩. **শ্রীমতি রাজু দেবী প্রজাপতি (অংশীদার)** পিতা গরু রাম প্রজাপতি এবং স্বামী সঞ্জয় প্রজাপতি, ৭৫/১, শীতলাতলা লেন,হাওড়া, কলকাতা : ৭১২২৩৩। ৪. **শ্রী শ্রাবণ কুমার শর্মা,** পিতা প্রয়াত ভানওয়ার লাল শর্মা, বিএ-১১/১৩, রবীন্দ্র পল্লি, জ্যাঙ্গরা তালতলা, রাজারহাট গোপালপুর (এম), উত্তর ২৪ পরগনা,পিনকোড : ৭০০০৫৯। ৫. **শ্রী সঞ্জয় প্রজাপতি,** পিতা কৈলাশ চন্দ্র, ৭৫/১, শীতলাতলা লেন, হাওড়া, কলকাতা : ৭১২২৩৩। ৬. **রিদ্ধি সিদ্ধি টেক্সটাইলস,** স্বত্বাধিকারী সাবিত্রী দেবী শর্মা, পিতা রাওয়াত মল শর্মা, বিএ-১১/১৩, রবীন্দ্র পল্লি,জ্যাঙ্গরা তালতলা, রাজারহাট গোপালপুর (এম),উত্তর ২৪ পরগনা, পিনকোড : ৭০০০৫৯।	**ক) ১,৫২,০৫,৫২৬.২০ টাকা (এক কোটি বাহান্ন লাখ পাঁচ হাজার পাঁচশ ছাব্বিশ টাকা এবং কুড়ি পয়সা)** ০৬.০১.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া **লোন এ/সি নং XXXXXXXXXX3656 অধীন, (৩০.১১.২০২৩ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ পরিমাণ)** **খ) ০৬.০১.২০২৪** **গ) ১২.১১.২০২৪** (স্বত্ব দখলীকৃত)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ইউনিট/স্পেস, এক বেডরুম, এক কিচেন তথা ডাইনিং এবং এক টয়লেট, লিফট সুবিধা সহ পরিমাণ আনুমানিক ৪৭৫.২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫মতলে, জি-৫ তলা ভবনে, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১১, শিবু ঠাকুর লেন, থানা : বড়বাজার (বর্তমানে পোস্তা), কলকাতা : ৭০০০০৭, কেএমসি ওয়ার্ড নং ২৩ অধীন।
১. **পরীক্ষিৎ ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা লি.,** ২০, তারা চাঁদ দত্ত স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০৭৩। ২. **শ্রী রাজেন্দ্র কুমার সঙ্গনেরিয়া,** ডিরেক্টর -পরীক্ষিৎ ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা লি., পিতা মোহন লাল সঙ্গনেরিয়া, ১৬-এ, জাজেস কোর্ট রোড,আলিপুর-৭০০০২৭। ৩. **শ্রী প্রদ্যুন্ন সঙ্গনেরিয়া,** ডিরেক্টর -পরীক্ষিৎ ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা লি., পিতা রাজেন্দ্র কুমার সঙ্গনেরিয়া, ১৬-এ, জাজেস কোর্ট রোড,আলিপুর-৭০০০২৭। ৪. **শ্রীমতি স্মৃতি সরওগী,** ডিরেক্টর -পরীক্ষিৎ ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা লি., স্বামী নবীন কুমার সরওগী, ৬, ডোভার পার্ক, কলকাতা : ৭০০০১৯। আরও ঠিকানা : ৯-২৯-২৪/৫, বালাজি নগর, শ্রী হরিপুরম, বিশাখাপত্তনম, অন্ধ্রপ্রদেশ -৫৩০০০৩। ৫. **মেসার্স স্কাইলার্ক ফিসকাল সার্ভিসেস প্রা লি.** (কর্পোরেট জামিনদাতা) সরোজিনী নাইডু সরণি, ৬ষ্ঠতল, রুম নং ৫০৬,কলকাতা : ৭০০০১৭।	**ক) ২,৯১,৫৫,৪৬১.১৪ টাকা (দুই কোটি একানব্বই লাখ পঞ্চান্ন হাজার চারশ একষট্টি টাকা এবং চোদ্দ পয়সা)** ১৩.০৮.২০২০ অনুযায়ী বকেয়া **লোন এ/সি নং XXXXXXXXXXXXXXX0817 অধীন, (৩১.০১.২০২০ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ পরিমাণ)** এবং **৪২,৮১,২৮৭.০০ টাকা** (বিয়াল্লিশ লাখ একাশি হাজার দুশো সাতাশি টাকা) ১৩.০৮.২০২০ অনুযায়ী বকেয়া লোন এ/সি নং **XXXXXXXXXXXXXX0803 অধীন, (৩১.০১.২০২০ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ পরিমাণ)** **খ) ১৩.০৮.২০২০** **গ) ১৪.১১.২০২৪** (স্বত্ব দখলীকৃত)	১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৬০০ বর্গফুট কমবেশি, অফিস স্পেস/ইউনিট নং ৫০৭, ৬ষ্ঠতলে, এবং এক কার পার্কিং স্পেস অবস্থিত ভবন "শুভম" পৌর প্রেমিসেস নং ১, রাউডন স্ট্রিট, (বর্তমানে সরোজিনী নাইডু সরণি), কলকাতা : এবং সকলের ব্যবহারের অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। **প্রেমিসেসের চৌহদ্দি : উত্তরে :** পার্ক স্ট্রিট, **দক্ষিণে :** জমি এবং প্রেমিসেস নং ২ সরোজিনী নাইডু সরণি, কলকাতা, **পূর্বে :** সরোজিনী নাইডু সরণি; **পশ্চিমে :** ৪৮ পার্ক স্ট্রিট। ২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৭৯৫ বর্গফুট কমবেশি, অফিস স্পেস/ইউনিট নং ৫০৬, ৬ষ্ঠতলে, এবং এক কার পার্কিং স্পেস অবস্থিত "শুভম" ভবনে, পৌর প্রেমিসেস নং ১ রাউডন স্ট্রিট (বর্তমানে সরোজিনী নাইডু সরণি নামে পরিচিত) এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। **প্রেমিসেস এর চৌহদ্দি : উত্তরে :** পার্ক স্ট্রিট, **দক্ষিণে :** জমি এবং প্রেমিসেস নং ২ সরোজিনী নাইডু সরণি, কলকাতা, **পূর্বে :** সরোজিনী নাইডু সরণি; **পশ্চিমে :** ৪৮ পার্ক স্ট্রিট।

তারিখ : ১৬.১১.২০২৪, স্থান : কলকাতা **অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.**

ফর্ম জি
অঙ্কিত মেটাল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড - মেটাল এবং স্টিল শিল্প পরিচালনকারী-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ(১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	অঙ্কিত মেটাল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড PAN : AAECA5230B CIN : L27101WB2002PLC094979
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১২
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	https://www.ankitmetal.com/
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	৩৫, সালতোরা বাঁকুড়া রোড, জোরহীরা ছাতনা, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ৭২২১৩৭
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	**পণ্য – উৎপাদন ক্ষমতা** স্পঞ্জ আয়রন – ২,১০,০০০ (এমটি) এমএস বিলেট – ১,৮০,০০০ (এমটি) পিলেট – ৬,০০,০০০ (এমটি) টিএমটি বার/এমএস রাউন্ড – ১,০০,০০০ (এমটি) ওয়ার রড – ১,৮০,০০০ (এমটি) পিগ আয়রন – ১২,৫০০ (এমটি) ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান – ২০ এমডব্লিউ - ডব্লিউএইচআরবি (ওয়েস্ট হিট রিকভারি বেসড) ২৫.৫ এমডব্লিউ - এএফবিসি (অ্যাটমোসফিয়ারিক ফ্লুইডাইসড বেড কমবাশন)
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	বিগত আর্থিক বর্ষে বিক্রয়কৃত পণ্য/পরিষেবা পরিমাণ এবং মূল্য : বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ আর্থিক বর্ষের কারবার থেকে রাজস্ব ৮৫৩.৯৯ কোটি টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ সালে সমাপ্ত ৯ মাসের কারবার থেকে ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষের তৃতীয় তিনমাসের আর্থিক ফলাফল অনুযায়ী রাজস্ব ৫৫৫.৬৮ কোটি টাকা। উল্লেখ্য সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট ডেটরের আর্থিক ফলাফল ওয়েবসাইট https://www.ankitmetal.com/ উপলব্ধ মতে।
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা : সংশ্লিষ্ট প্ল্যান্ট ডিসেম্বর '২৩ পর্যন্ত চালু ছিল এবং কর্পোরেট ডেটরের পূর্বের ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত মোট কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা ছিল ১,০১৬।
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনার তারিখ (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক প্রতিবেদন(তপশিল সহ) আরও বিস্তারিত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াধীন পরবর্তী ঘটনার সংশ্লিষ্ট তারিখ উপলব্ধ : আর্থিক প্রতিবেদনের জন্য বিনিয়োগকারীদের কর্নার ট্যাব https://www.ankitmetal.com/ investors.html দেখুন। আগ্রহ প্রকাশক বিস্তারিত এবং সংশ্লিষ্ট তারিখের জন্য উল্লেখ করুন সিআইআরপি ট্যাব https://www.ankitmetal.com/ বা ইমেল পাঠান : IP.ankitmetal@gmail.com।
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে	সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) অধীনে প্রস্তাব আবেদনের জন্য উপযুক্ততা উপলব্ধ : সিআইআরপি ট্যাব https://www.ankitmetal.com/ বা ইমেল IP.ankitmetal@gmail.com পাঠিয়ে আগ্রহ প্রকাশক (ইওআই) প্রক্রিয়ার নথি পাওয়া যাবে।
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	০২.১২.২০২৪
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	০৪.১২.২০২৪
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	০৯.১২.২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	১১.১২.২০২৪
১৪.	মেমোর্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	১১.১২.২০২৪
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১০.০১.২০২৫
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	IP.ankitmetal@gmail.com

তারিখ : ১৬ নভেম্বর ২০২৪
স্থান : কলকাতা

সঞ্জীব কুমার জালান
প্রস্তাব পেশাদার
অঙ্কিত মেটাল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড-এর সিআইআরপি বিষয়ক
এএফএ নং - AA1/13053/02/300625/106922 (বৈধ ৩০.০৬.২০২৫ পর্যন্ত)
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P-01901/2020-2021/13053
যোগাযোগের ইমেল ঠিকানা : ip.ankitmetal@gmail.com;sanjeevjalan@bdo.in
আইবিবিআই নথিভুক্ত ইমেল : sanjeev_jalan@yahoo.com
আইবিবিআই নথিভুক্ত ঠিকানা - রাহেজা সলিটেয়ার, উইং বি ১৪০১, বীর সাংভি মার্গ, কামাট হোটেলের নিকট, মুম্বই সিটি, মহারাষ্ট্র, ৪০০১০৪
ইনসলভেন্সি প্রফেশনাল এনটিটি : বিডিও রিস্ট্রাকচারিং অ্যাডভাইসরি এলএলপি, লেভেল ৯, দি রুবি, নর্থওয়েস্ট উইং, সেনাপতি বাপত মার্গ, দাদার (প), মুম্বই ৪০০০২৮, ভারত

মহারাজা শ্রী
উমেদ মিলস লিমিটেড

রেজি. অফিস : ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা - ৭০০০২২
ফোন : +৯১ ৩৩ ২২২৩০০১৬, **ফ্যাক্স :** +৯১ ৩৩ ২২২৩১৫৬৯, **ই-মেল :** kolkata.msum@lnbgroup.com
ওয়েবসাইট : www.msumindia.com ; **CIN :** U17124WB1939PLC128650
হেড অফিস এবং ওয়ার্কস : যোধপুর রোড, পালি- ৩০৬৪০১ (রাজস্থান)
ফোন : +৯১ ২৯৩২ ২২০২৮৬/২৮৮, **ফ্যাক্স :** +৯১ ২৯৩২ ২২১৩৩৩, **ইমেল :** ho.msum@lnbgroup.com

নোটিশ

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি ('আইন') এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ এর বিধান অনুসারে (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড এডমিনিস্ট্রেশন) এবং ২০১৪ এর রুল ২০ এবং ২২ (যেকোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা আইনীকরণ সহ পঠিত আপাতত তা কার্যকর করা), সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, সাধারণ সার্কুলার নং ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ("সাধারণ সার্কুলারসমূহ") কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় ("এমসিএ") কর্তৃক ইস্যুকৃত, কোম্পানি ১৫ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাঠানোর কাজটি সম্পন্ন করেছে, পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে সদস্যদের সম্মতি চাওয়ার জন্য রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবসায়িক লেনদেন করার জন্য নির্ধারিত হয়েছে ৫ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে।
সাধারণ সার্কুলারগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, কোম্পানি সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে উল্লিখিত নথিগুলি পাঠিয়েছে যারা ৮ নভেম্বর, ২০২৪ ('কাট-অফ ডেট') এবং সদস্যদের সম্মতি/ভিন্নমতের যোগাযোগ শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে সঞ্চালিত হবে।
যে সদস্যদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাজনক মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, কাট অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ৮ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে তারাই কেবল দূরবর্তী ইভোটিং সিস্টেম-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন।
কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ মেসার্স বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, কলকাতা, কে একটি ন্যায্য ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে আইন অনুযায়ী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
যে সকল সদস্যরা এখনও পর্যন্ত তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের ইমেল আইডি **mdpldc@yahoo.com** আরটিএ-এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে কোম্পানি থেকে সমস্ত যোগাযোগ পাওয়ার জন্য তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যে সদস্যরা পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাননি তারা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট যেমন মেসার্স মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আরএন মুখার্জি রোড (৬ষ্ঠ তল), কলকাতা - ৭০০০০১ বা **mdpldc@yahoo.com**-এ আবেদন করতে পারেন এবং এর একটি প্রতিলিপি পেতে পারেন। পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট যেমন **www.msumindia.com** এবং সিডিএসএল ই-ভোটিং ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.evotingindia.com**-এও পাওয়া যাবে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধান মেনে কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড এডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪ (সময় সময় সংশোধিত) এর বিধি ২০ এর সাথে পঠিত, কোম্পানি সদস্যদের (শেয়ার ধারণ করা হোক না কেন) প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট। ইলেকট্রনিক উপায়ে যেমন সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা বিষয়ে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা সহ ভৌত বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে। ই-ভোটিং সময়কাল শনিবার, ১৬ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে সকাল ৯টায় এ শুরু হবে এবং রবিবার, ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হবে বিকেল ৫টায় ই-ভোটিং মডিউল সিডিএসএল দ্বারা রবিবার, ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে বিকেল ৫টায় ব্লক করা হবে এবং উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। অনুগ্রহ করে সাবধানে পড়ুন এবং ই-ভোটিং উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তিতে প্রিন্ট করা নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।
পোস্টাল ব্যালট/ই-ভোটিংয়ের ফলাফল কোম্পানির চেয়ারম্যান বা তার অনুপস্থিতিতে, তার দ্বারা অনুমোদিত যে কোনও ব্যক্তি, ই-ভোটিংয়ের শেষ তারিখের তিন দিনের মধ্যে নয় এমন একটি সময়ের মধ্যে ঘোষণা করবেন। পোস্টাল ব্যালট/ই-ভোটিং-এর ফলাফল স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্ট সহ কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.msumindia.com** এবং সিডিএসএল ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com**-এ পোস্ট করা হবে এবং কোম্পানির নোটিশ বোর্ডেও প্রদর্শিত হবে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা - ৭০০০২২।
আপনার যদি সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে ই-ভোটিং-এ অংশ নেওয়ার বিষয়ে কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, আপনি **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন বা টোল ফ্রি নম্বরে ১৮০০২২৫৫৩৩ যোগাযোগ করতে পারেন।
ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে যুক্ত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৬ তম তলা, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০১৩ অথবা **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ একটি ইমেল পাঠান বা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০২২৫৫৩৩ কল করুন।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
মহারাজা শ্রী উমেদ মিলস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা **অতুল কৃষ্ণ তিওয়ারি**
তারিখ : ১৫ নভেম্বর ২০২৪ **কোম্পানি সেক্রেটারি**

Recruitment Notice
Garhchumuk Kolia Teachers' Training College
Vill-Kolia, P.O.-Nabagram Sikipur, P.S.-Shyampur, Dist-Howrah, Pin-711315
Recognized by NCTE & Affiliated to BSAEU

Applications are invited for the post of Assistant Professors in Arabic-1, Political Science-1, Hindi-1, Commerce-1 for the B.Ed. section, Garhchumuk Kolia Teachers' Training College at Vill- Kolia, P.O.- Nabagram Sikipur, P.S.- Shyampur, Dist- Howrah, Pin-711315. Eligibility & Pay Scale as per NCTE norms. Apply within seven(7) days with CV (Mentioning name of the post) to e-mail id: info@gkttc.org. Contact: 9830178526. Details: www.gkttc.org.

Sd/-
Secretary

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
নোভাটেক প্রজেক্টস (আই) প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	নোভাটেক প্রজেক্টস (আই) প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২১ আগস্ট ১৯৮৪
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U28100MH1984PTC033793
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	৬০১, বালাজি ইনফোটেক, প্লট নং ২৭৮/এ, রোড নং ১৬/এ, ওয়াগলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, থানে, মহারাষ্ট্র, ভারত, ৪০০৬০৪
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	১৩ নভেম্বর ২০২৪ (নির্দেশ গৃহীত ১৪ নভেম্বর ২০২৪)
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	১২ মে ২০২৫
৮.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	নেহা জৈন নিমানি IBBI/IPA-001/IP-P-02465/2021-2022/13927
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	২৪০৪বি পার্থেনন বিল্ডিং, জেপি রোড, ৪ বাঙ্গালোস, আন্ধেরি পশ্চিম, মুম্বই সিটি, মহারাষ্ট্র, ৪০০০৫৩ ইমেল : nehavkjain@gmail.com
১০.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	কেডিআরএ ইনসলভেন্সি প্রফেশনালস প্রাইভেট লিমিটেড ইউনিট ২০৭, ৩য় তল, ক্ষিতিজ সিএইচএস লি. আজাদ নগর মেট্রো স্টেশনের নিকট, ভীরা দেশাই রোড, আন্ধেরি পশ্চিম, মুম্বই - ৪০০০৫৩ ইমেল : cirp.novatechproject@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	২৭ নভেম্বর ২০২৪
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	ক) Web link: https://ibbi.gov.in/en/home/downloads খ) প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে **নোভাটেক প্রজেক্টস (আই) প্রাইভেট লিমিটেড**-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার **১৩ নভেম্বর ২০২৪** তারিখে।
নোভাটেক প্রজেক্টস (আই) প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **২৭ নভেম্বর ২০২৪** তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
নেহা জৈন নিমানি
তারিখ : ১৬ নভেম্বর ২০২৪ — অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
স্থান : মুম্বই — নোভাটেক প্রজেক্টস (আই) প্রাইভেট লিমিটেড

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক | Indian Bank | ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
এসএমই ফিনান্স ব্রাঞ্চ (৫৯১৩)
৭, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১০.০৯.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী কবিরুল ইসলাম এসএমই ফিনান্স ব্রাঞ্চ** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২.৮৯ কোটি টাকা (দুই কোটি উননব্বই লাখ টাকা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১২ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে।** ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** নিকট বকেয়া **২.৮৯ কোটি টাকা** এবং পরবর্তী সুদ সহ। "ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ৬ কাঠা কমবেশি এবং তদস্থিত জি-৪ তলা ভবনে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২এ, পরিমাণ আনুমানিক ১১০০ বর্গফুট কমবেশি, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ৩ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, ১ কিচেন, দুই ব্যালকনি এবং দুই বাথ তথা প্রিভি ৩য়তলে, ১ কার পার্কিং স্পেস পরিমাণ ১২০ বর্গফুট অবস্থিত, প্রেমিসেস নং ২এ, গোবরা রোড, পোস্ট অফিস : এন্টালি, থানা : বেনিয়াপুকুর, এডিএসআরও শিয়ালদহ, কলকাতা : ৭০০০১৪, বরো ৭, ওয়ার্ড নং ৫৯, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, অ্যাসেসি নং ১১-০৫৯-০৯-০০২৪-২, এবং সকলের ব্যবহারের জায়গার সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, **চৌহদ্দি সংশ্লিষ্ট মতে : ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** খোলা জায়গা, **দক্ষিণে :** অংশত ফ্ল্যাট নং ২বি এবং অংশত সিঁড়ি এবং লিফট; **পূর্বে :** খোলা জায়গা; **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা। **পূর্বে :** শ্রী ডেভিড এবং শ্রী ঘোষের এর ভবন; পশ্চিমে : কালীপদ মুখার্জি রোড।

২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ৬ কাঠা কমবেশি এবং তদস্থিত জি-৪ তলা ভবনে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১সি, পরিমাণ আনুমানিক ৭৬০ বর্গফুট কমবেশি, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, ১ কিচেন, দুই ব্যালকনি এবং দুই বাথ তথা প্রিভি ২য় তলে, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ , প্রেমিসেস নং ২এ, গোবরা রোড, পোস্ট অফিস : এন্টালি, থানা : বেনিয়াপুকুর, এডিএসআরও শিয়ালদহ, কলকাতা : ৭০০০১৪, বরো ৭, ওয়ার্ড নং ৫৯, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, অ্যাসেসি নং ১১-০৫৯-০৯-০০২৪-২,এবং সকলের ব্যবহারের জায়গার সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, **চৌহদ্দি সংশ্লিষ্ট মতে : উত্তরে :** প্রেমিসেস নং ৫এ, গোবরা রোড, কলকাতা: ৭০০০১৪; **উত্তরে:** ২০ ফুট চওড়া গোবরা রোড, কলকাতা : ৭০০০১৪; **পূর্বে :** সাধারণ চলার পথ এবং প্রেমিসেস নং ৫সি, গোবরা রোড,কলকাতা; **পশ্চিমে :** প্রেমিসেস নং ৪ই, গোবরা রোড, কলকাতা-৭০০০১৪। **এবং ফ্ল্যাটে চৌহদ্দি : উত্তরে :** ফ্ল্যাট নং ১এ, এবং সিঁড়ি এবং লিফট; **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা; **পূর্বে :** ফ্ল্যাট নং ১এ, এবং সিঁড়ি এবং লিফট; **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা; **পূর্বে :** ফ্লট নং ১বি, **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।

৩. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ৬ কাঠা কমবেশি এবং তদস্থিত জি-৪ তলা ভবনে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১এ, পরিমাণ আনুমানিক ১১০০ বর্গফুট কমবেশি, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ৩ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, ১ কিচেন, দুই ব্যালকনি এবং দুই বাথ তথা প্রিভি ২য়তলে, এবং ১ কার পার্কিং স্পেস, পরিমাণ ১২০ বর্গফুট, অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ, প্রেমিসেস নং ২এ, গোবরা রোড, পোস্ট অফিস : এন্টালি, থানা : বেনিয়াপুকুর, এডিএসআরও শিয়ালদহ, কলকাতা : ৭০০০১৪, বরো ৭, ওয়ার্ড নং ৫৯, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন,অ্যাসেসি নং ১১-০৫৯-০৯-০০২৪-২, এবং সকলের ব্যবহারের জায়গার সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, **চৌহদ্দি সংশ্লিষ্ট মতে : উত্তরে :** প্রেমিসেস নং ৫এ, গোবরা রোড, কলকাতা: ৭০০০১৪; **উত্তরে:** ২০ ফুট চওড়া গোবরা রোড, কলকাতা : ৭০০০১৪; **পূর্বে :** সাধারণ চলার পথ এবং প্রেমিসেস নং ৫সি, গোবরা রোড,কলকাতা; **পশ্চিমে :** প্রেমিসেস নং ৪ই,গোবরা রোড, কলকাতা-৭০০০১৪। **এবং ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** খোলা জায়গা; **দক্ষিণে :** অংশত ফ্ল্যাট নং ১বি, এবং অংশত সিঁড়ি এবং লিফট; **পূর্বে :** খোলা জায়গা; **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।

৪. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ৬ কাঠা কমবেশি এবং তদস্থিত জি-৪ তলা ভবনে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২সি, পরিমাণ আনুমানিক ৭৬০ বর্গফুট কমবেশি, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, ১ কিচেন, দুই ব্যালকনি এবং দুই বাথ তথা প্রিভি ৩য়তলে, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ, প্রেমিসেস নং ২এ, গোবরা রোড, পোস্ট অফিস : এন্টালি, থানা : বেনিয়াপুকুর, এডিএসআরও শিয়ালদহ, কলকাতা : ৭০০০১৪, বরো ৭, ওয়ার্ড নং ৫৯, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন,অ্যাসেসি নং ১১-০৫৯-০৯-০০২৪-২,এবং সকলের ব্যবহারের জায়গার সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, চৌহদ্দি সংশ্লিষ্ট মতে : উত্তরে : প্রেমিসেস নং ৫এ, গোবরা রোড, কলকাতা: ৭০০০১৪; উত্তরে: ২০ ফুট চওড়া গোবরা রোড,কলকাতা : ৭০০০১৪; পূর্বে : সাধারণ চলার পথ এবং প্রেমিসেস নং ৫সি,গোবরা রোড,কলকাতা ; পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ৪ই,গোবরা রোড, কলকাতা-৭০০০১৪। **এবং ফ্ল্যাটে চৌহদ্দি : উত্তরে :** অংশত ফ্ল্যাট নং ২বি, এবং অংশত সিঁড়ি এবং লিফট; **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা; **পূর্বে :** ফ্ল্যাট নং ২বি, এবং অংশত খোলা জায়গা; **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা; **পূর্বে :** ফ্ল্যাট নং ২বি, অংশত খোলা জায়গা; **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।

৫. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ৬ কাঠা কমবেশি এবং তদস্থিত জি-৪ তলা ভবনে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২বি, পরিমাণ আনুমানিক ১২০০ বর্গফুট কমবেশি, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ৩ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, ১ কিচেন, দুই ব্যালকনি এবং দুই বাথ তথা প্রিভি ৩য়তলে, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগঅংশ , প্রেমিসেস নং ২এ, গোবরা রোড, পোস্ট অফিস : এন্টালি, থানা : বেনিয়াপুকুর, এডিএসআরও শিয়ালদহ, কলকাতা : ৭০০০১৪, বরো ৭, ওয়ার্ড নং ৫৯, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন,অ্যাসেসি নং ১১-০৫৯-০৯-০০২৪-২, এবং সকলের ব্যবহারের জায়গার সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, **ভবনের চৌহদ্দি সংশ্লিষ্ট মতে : উত্তরে :** প্রেমিসেস নং ৫এ,গোবরা রোড, কলকাতা : ৭০০০১৪; **উত্তরে:** ২০ ফুট চওড়া গোবরা রোড, কলকাতা : ৭০০০১৪; **পূর্বে :** সাধারণ চলার পথ এবং প্রেমিসেস নং ৫সি, গোবরা রোড, কলকাতা ; **পশ্চিমে :** প্রেমিসেস নং ৪ই, গোবরা রোড, কলকাতা-৭০০০১৪। **এবং ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** ফ্ল্যাট নং ২এ, **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা; **পূর্বে :** খোলা জায়গা; **পশ্চিমে :** অংশত ফ্ল্যাট নং ২সি, এবং অংশত সিঁড়ি, এবং লিফট।

তারিখ : ১২.১১.২০২৪ স্থান : কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ট্রেনের যাত্রাপথ বদলের দাবি নিয়ে অশোকনগরে রণক্ষেত্রে, পুলিশের ওপর পাথরবৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: লোকাল ট্রেনের যাত্রাপথ পরিবর্তন নিয়ে রণক্ষেত্র। অশোকনগর স্টেশনে গ্রেপ্তার মহিলা সহ পাঁচ, আহত পুলিশ সহ বিক্ষোভকারী। ট্রেনের যাত্রাপথ বদলে বনগাঁ-মাঝেরহাট লোকাল বন্ধ করে বনগাঁ-বারাসাত লোকাল করায় আগের যাত্রাপথ রাখার দাবিতে শুক্রবার অশোকনগরের ট্রেন অবরোধ তুলতে পুলিশের ব্যাপক লাঠিচার্জ হয়। পাল্টা পাথর বৃষ্টিতে আহত পুলিশ কর্মী-সহ একাধিক। আটক এক মহিলা সহ পাঁচ। গত দু'মাস ধরেই উৎসবের মরশুমে বনগাঁ-মাঝেরহাট লোকালের যাত্রাপথ পরিবর্তন করে বনগাঁ-টালা করা হয় ফলে বহু নিত্যযাত্রীর ভোগান্তির শিকার হতে হয় অফিস টাইমে। তবে গত কয়েক মাস ধরে চলা এই সমস্যায় আরও গোল বাধে যখন পূর্ব কোন ঘোষণা ছাড়াই রেলের তরফ থেকে জানানো হয় মাঝেরহাট লোকাল বনগাঁ-বারাসাত জংশন স্টেশন পর্যন্ত যাবে। এই তথ্য জানার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন

গ্রেপ্তার মহিলা সহ ৫

বনগাঁ-মাঝেরহাটের লোকালের যাত্রীরা। তাদের দাবি টালা পর্যন্ত যাওয়ার পরও যে কোনও উপায়ে তারা গন্তব্যে পৌঁছতে পারছিলেন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বারাসাতে যাওয়ার পর তাদের গন্তব্যে পৌঁছতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। যদিও যাত্রীদের আরও দাবি মেনলাইনের ট্রেন মাঝেরহাট পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া

হলেও কেন এই ট্রেনকে বারাসাত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এদিন মাঝেরহাট পর্যন্ত ট্রেন চালানোর দাবিতে সকাল আটটা আটের বনগাঁ-মাঝেরহাট লোকাল অশোকনগরে ঢুকলেই যাত্রীরা লাইনে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন, চলে অবরোধও। ফলে আপ ও ডাউন দুই লাইনেরই ট্রেন দাঁড়িয়ে যায়। শুধু তাই নয় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে তিন নম্বর রেলগেট দিয়ে যাওয়া জাতীয় সড়ক যশোর রোডও। ফলে তৈরি হয় দীর্ঘ যানজটের। এরপরই রেল পুলিশ এবং জিআরপি পুলিশের তরফ থেকে যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা চালানো হলেও কোন রকম ফল না মেলায় ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হাবড়া এসডিপিওর নেতৃত্বে অশোকনগর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ। তারপরেই অবরোধকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে বেধড়ক লাঠিচার্জ করে পুলিশ। এরপরই পুলিশকে উদ্দেশ্য করে চলে পাথর বৃষ্টি। মুহূর্তেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় অশোকনগর স্টেশন চত্বর। ঘটনায় ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন যাত্রী সহ পুলিশের এক সাব ইন্সপেক্টর মহম্মদ নেহাল গুরুতর আহত হয়। ঘটনার জেরে এক মহিলা সহ বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। বলেও পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বাদে আপ ও ডাউন দুই লাইনের ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থার আগের থেকে অনেক উন্নত : পরিবহণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিজেপি সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন দ্বিগুণ হয়েছে পেট্রোল-ডিজেলের দাম। কিন্তু যাত্রীদের সুবিধার্থে সরকারি বাস পরিষেবায় কোনওরকম ত্রুটি রাখা হয়নি। বরঞ্চ সরকারি বাস পরিষেবা আগের থেকে অনেকটাই উন্নত হয়েছে। শুক্রবার মালদায় একটি কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসেই এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। এদিন সন্ধ্যায় ইংরেজবাজার ব্লকের মহদিপুর এলাকার একটি সংস্থার আমন্ত্রণে মালদায় আসেন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। ওই কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার আগেই মালদার নতুন সার্কিট হাউসে উপস্থিত থেকে সাংবাদিকদের খোলামেলা আলোচনায় মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, সরকারি বাসের নির্ধারিত ভাড়া উল্লেখ করা আছে। কিন্তু বেসরকারি বাসে যাত্রীদের দুই- এক টাকা কখনো বেশি ভাড়া দিতে হয়। সেটা বড় সমস্যা নয়। কিন্তু অবাঞ্ছিতভাবে যাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ আসলে অবশ্যই সেটা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এমনিতেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের আমলে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম দ্বিগুণ হয়েছে। কিন্তু সরকারি বাস পরিষেবায় কোনও ত্রুটি রাখা হয়নি। এখন ক্যাবের সংখ্যা বেড়েছে। গ্রামেগঞ্জে বহু যানবাহন হয়েছে। যাত্রীরা নিজেদের পছন্দের মতো যানবাহনে চলাচল করবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সরকারি পরিবহণের ক্ষেত্রে কোনও রকম যাতে ত্রুটি না থাকে সেই ভাবেই কাজ করা হচ্ছে। মন্ত্রী আরো বলেন, ইতিমধ্যে বাস ভাড়া নিয়ে রেট চার্জ ঝোলানোর জন্য বলা হয়েছে। এরপরও লাগাম ছাড়া ভাড়া নেওয়া হলে আমাদের কাছে গাড়ির নম্বর সহকারে অভিযোগ জানালে আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নেব।

এদিন ট্যাব কেলেঙ্কারি প্রসঙ্গে পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, ট্যাব নিয়ে এত চিন্তার বিষয় নেই। ট্যাব কেলেঙ্কারি কাণ্ডে জড়িতরা ধরা পড়ছে। তাদের শাস্তিও হবে।

কন্টিনেন্টাল ভাল্‌ভস্‌ লিমিটেড

"সুকেত" ২০ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-৭০০০১৯
টেলি এবং ফ্যাক্স: (০৩৩) ৪০৬৪৭১৭৭, ই-মেল আইডি: finance@cvl.co.in, info@cvl.co.in
CIN : L29221WB1982PLC057718

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও ছয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৬.২০২৪	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩৬২.৭৭	৩৭৪.৪৪	২৩২.৯৫	৭৩৭.২১	৪৬৭.০৫	১২৪৭.৭৯
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফাদি পূর্ববর্তী)	১১.৩২	৭.৬৫	-১.৫৫	১৮.৯৭	৩.৭৫	১৭.৯৯
৩.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ববর্তী (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	৮.০১	৫.৫৭	০.৭৩	১৩.৫৮	২.৬২	১৩.৩৮
৪.	মোট ব্যাপক আয় সময় কালের জন্য [(কর পরবর্তী) সময় কালের জন্য লাভ/ (ক্ষতি) অন্তর্ভূক্ত এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	৮.১২	৫.৬৮	০.৮৪	১৩.৮০	২.৮৪	১৩.৮৩
৫.	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৮২.২২	৮২.২২	৮২.২২	৮২.২২	৮২.২২	৮২.২২
৬.	মূল ও মিশ্র ইপিএস	০.৯৮৬	০.৬৮৪	-০.১৬০	১.৬৭০	০.৩২০	১.৬৪৩

দ্রষ্টব্য:
(ক) উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ -এ অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে, সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনস ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ -এর অধীনে প্রয়োজনীয় হিসাবে বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয়েছে।
২ এই বিবৃতিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর জন্য ধারা ১৩৩ এর অধীনে নির্ধারিত কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) রুল ২০১৫ (ইন্ড এএস) অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং অন্যান্য স্বীকৃত অ্যাকাউন্টিং অনুশীলন এবং নীতি প্রযোজ্য পরিমাণে।
৩ কোম্পানী শুধুমাত্র একটি বিভাগে কাজ করে অর্থাৎ কন্ট্রোল ভ্যালস এবং স্পেয়ার। তাই কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে ইন্ড এএস - ১০৮ অনুযায়ী সেগমেন্ট ভিত্তিক প্রতিবেদনের প্রয়োজন নেই।
৪ উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ অডিটরদের দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে।
৫ পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যান ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং সময়ের জন্য শ্রেণীবিভাগের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ/ পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

পরিচালন পর্ষদের আদেশানুসারে
ধরমবীর কুমার
ডিরেক্টর
DIN No. 09555230

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪ নভেম্বর, ২০২৪

ফের আবাস যোজনার তালিকা নিয়ে ক্ষোভ, সঠিক উপভোক্তাদের চিহ্নিত করার আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সুন্দরবনে অন্তদয় উপভোক্তা সহ গ্রামের ৯০০ জনের নামের তালিকা আবাস যোজনা ঘর ছিল, নতুন তালিকায় মাত্র ৩ জনের নাম থাকায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। বিডিওর আশ্বাস, পুরনো লিস্ট নিয়ে আমরা সার্ভে করছি না, ২০২৪ সাল ও ২৫ সালে নামের তালিকা ধরে সঠিক উপভোক্তাদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে প্রশাসনিকভাবে স্বয়ং জেলা শাসক ও বিডিওরা এই কাজ করছেন।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক যোগেশগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯ নম্বর হেমনগর গ্রামের ঘটনা। ২০২১ ও ২২ সালে এই গ্রামে ৯০০ জন উপভোক্তা আবাস যোজনা পাওয়ার জন্য তাদের নামের তালিকা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু গ্রামে বারবার প্রশাসনিক ভাবে সার্ভে করার পরও মাত্র তিনজনের নাম এসেছে। এই নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন গ্রামের মানুষ। তাদের দাবি, বিরোধী হওয়ায় যোগেশগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নগেন্দ্র বৈদ্য সহ শাসক দলের নেতারা পরিকল্পিতভাবে তাদের নামের লিস্ট থেকে বাদ দিয়েছেন। এই বুথটা বিজেপি পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য বিমল বর্মন তিনি এই দাবি করেছেন। শুক্রবার সকাল থেকে গ্রামে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। হিঙ্গলগঞ্জের ভিডিও দেবদাস গাঙ্গুলির কাছে লিখিতভাবে জানিয়েছে, তিনি বলেছেন নতুন করে সার্ভে হবে ঠিক উপভোক্তা আবাস যোজনার ঘরের বেনিফিসিয়ারি পাওয়ার যোগ্য সঠিক তারাই আবাস যোজনা ঘর পাবেন। অযোগ্যদের কোনওভাবেই দেওয়া হবে না ইতিমধ্যে উত্তর ২৪ পরগনা জেলাশাসক শরৎকুমার দ্বিবেদী সহ বিডিও ঘরের দুয়ারে গিয়ে নামের তালিকা নিয়ে পরিদর্শন করেছেন পাশাপাশি গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। হিঙ্গলগঞ্জের বিডিও দেবদাস গাঙ্গুলি বলেন, পুরনো লিস্ট কি আছে আমরা বলতে পারব না, ২৪ ও ২৫ সালের নামের তালিকা নিয়ে সার্ভে করা হচ্ছে সঠিক তারাই আবাস যোজনার ঘর পাবেন।

অবৈধ কার্যকলাপের জেরে গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্বস্থলী থানার আইসির গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে উঠেছিল তোলাবাজির অভিযোগ। একই সঙ্গে কালেকাতলা এলাকার একটি হোটেল মালিকের বিরুদ্ধে হোটেলের আড়ালে অবৈধ কাজকর্মের অভিযোগ ওঠে, সেই ঘটনায় পূর্বস্থলী থানার আইসির গাড়ির ড্রাইভার ব্রজগোপাল দাস ওরফে গোপাল ও অপরদিকে ওই এলাকার হোটেল মালিক বরুণ কান্তি ঘোষ ওরফে বাপন দু'জনকে গ্রেপ্তার করল পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। ধৃতদের শুক্রবার কালনা মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের সাত দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেয়। উল্লেখ্য দীর্ঘদিন ধরে পূর্বস্থলী থানার আইসির গাড়ির ড্রাইভার ব্রজগোপাল স্থানীয় এলাকায় প্রভাব খাটিয়ে রাস্তা দিয়ে যাওয়া গাড়ি থেকে বেআইনিভাবে টাকা তোলার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। এমনকী কালেকাতলা এলাকার এক হোটেলে মধুচক্র চালানোর অভিযোগ ওঠে। এরপরই পুলিশ তদন্তে নেমে ওই হোটেল মালিক বরুণ কান্তি ঘোষকেও গ্রেপ্তার করে। দু'জনকেই শুক্রবার কালনা আদালতে পেশ করা হয়।

আরামবাগের প্রাচীন রাস উৎসব পালিত হচ্ছে শ্যামবল্লভপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: প্রাচীন রাস উৎসবগুলির মধ্যে অন্যতম হল আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের শ্যামবল্লভপুরের রাস উৎসব। হুগলি জেলার গোঘাটের এই জনপদটিতে প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ বছরের প্রাচীন। প্রাচীনকালে জলপথের মাধ্যমে যখন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল তখন থেকেই এই জনপদে রাস উৎসবের প্রচলন হয়। কিন্তু কিভাবে এবং কার হাত ধরে এই রাস উৎসবের

প্রচলন হয় তা এখনও সঠিক ভাবে জানা যায়নি। তবে প্রাচীন এই জনপদে এখনও রীতি মেনে রাস উৎসব হয়ে আসছে। গ্রাম্য পরিবেশে মণ্ডপ সজ্জা ও আলোক সজ্জায় সজ্জিত করে রাস উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে এই ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসবের, এমনটাই জানালেন পুজো উদোক্তারা। রীতি মেনে পুজোর আয়োজনে কোনও খামতি দেখা গেল না শ্যামবল্লভপুরের রাস উৎসবে। উদ্যোক্তাদের দাবি, রাস উৎসবের উদ্বোধনের দিন শোভাযাত্রা হয় এবং আটদিন ব্যাপী যাত্রা পালাগান ও হরিরাম সংকীর্তন হত। এলাকা জুড়ে বসত রাস মেলা। কয়েক লক্ষ লোকের সমাগম হত মহকুমার এই প্রাচীন জনপদে। তবে এই বছর আটদিন ব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন হবে।

রাস উৎসব ঘিরে জমজমাট দাঁইহাট শহর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্যতম প্রাচীন শহর হিসেবে পরিচিত দাঁইহাট। আর সেখানেই রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে জমজমাট দাঁইহাট শহর। শুক্রবার এবং শনিবার দু'দিনের এই রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে মেতে উঠেছে এলাকাবাসী। শাক্তের সঙ্গে বৈষ্ণব গাঁটছড়া বেঁধেই ভাগীরথীর তীরবর্তী এলাকায় রাস উৎসবের সূচনা প্রায় ৩৫০ বছর পূর্বে। তবে সে সময় পট পুজোর মাধ্যমে বিভিন্ন পুজো অনুষ্ঠিত হত, পরবর্তী সময়ে সেই পটপুজো বদলায় মূর্তিতে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী ৭১ টি পুজো কমিটি রাস উৎসবে অংশগ্রহণ করে, এছাড়াও ছোট বড় মিলিয়ে রয়েছে একাধিক নানা পুজো। ৪৯টি পুজো শনিবার শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবে। পুজো উদ্যোক্তাদের কথায় প্রথমদিকে মা শবশিব, উগ্রচণ্ডী, বড় কালীর, গণেশ জননী সহ বিভিন্ন প্রাচীন পুজোর মধ্যে দিয়ে দাঁইহাটের রাস উৎসবের সূচনা। পরবর্তী সময়ের সঙ্গে যুক্ত হয় গণপতি, কাত্যায়নী, পাঁচ ভাই কার্তিক, মা শেরাওয়ালী, আট হাতে কালী, মহাপ্রভু, নটরাজ সহ বিভিন্ন পুজো কমিটিগুলি তারা পুজোয় অংশগ্রহণ করে। দাঁইহাটের নবজাগরণ পরিচালিত মহাপ্রভু পুজো কমিটির এবছরের পুজো তাদের ২৬ বছরে পদার্পণ করেছে। তাদের পুজোয় মূল আকর্ষণ শোভাযাত্রা। চন্দননগরের বিভিন্ন আলো, ও একাধিক বাদ্যযন্ত্র সহকারে শনিবার শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবে তারা। তাদের এ বছরের বাজেট ছয় লক্ষ টাকা। পাশাপাশি দাঁইহাট গঙ্গার রাস্তার মোড় সংলগ্ন নটরাজ পুজো কমিটির পুজো এ বছর ৩৫ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে, থিমের ভাবনায় তারাই এবছর ফুটিয়ে তুলেছে শিবালয়। তাদের এ বছর বাজেট ৪ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি প্রাচীন পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম কংসবণিক সম্প্রদায় পরিচালিত উগ্রচণ্ডী পুজো কমিটির পুজো প্রায় ৩০০ বছরের অধিক পুরাতন। মহিরাবণ বধের পর হনুমান দেবী দুর্গাকে মাথায় নিয়েছিলেন আর সেই দেবী মূর্তির পুজো হয় উগ্রচণ্ডী রূপে দাঁইহাটে।

অ্যাপেক্স ট্রেডার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স লিমিটেড

CIN No. U51909WB1980PLC033173
রেজিস্টার্ড অফিস: পোদ্দার পয়েন্ট, ১১তম তল, ১১৩, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬
ফোন নং: ০৩৩-৪০১৯ ০৮০০; ফ্যাক্স: ০৩৩ ৪০১৯ ০৮২৩; ই-মেল: corp@titagarh.in

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও যান্মাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			যান্মাসিক সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৬.২০২৪	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	০.৪৪	০.৪৫	০.৬২	০.৮৯	১.০১	১.৯১
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, এবং ব্যতিক্রমী দফাদি পূর্ববর্তী)	-০.৭৬	-১.৩১	-১.৮৭	-২.০৭	-২.২২	-৩.৮৬
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ববর্তী (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	-০.৭৬	-১.৩১	-১.৮৭	-২.০৭	-২.২২	-৩.২৭
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	-০.৭৬	-১.৩১	-১.৮৭	-২.০৭	-২.২২	-৩.২৭
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-র অন্তর্গত] জন্য মোট ব্যাপক আয়	-০.৭৬	-১.৩১	-১.৮৭	-২.০৭	-২.২২	-৩.২৭
৬	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৭	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের ফেসভ্যালু) মৌলিক ও মিশ্রিত (*বার্ষিকীকরণ হয়নি)	-০.৩৯	-০.৬৫	-০.৯৩	-১.০৪	-১.১১	-১.৬৪

দ্রষ্টব্য:
(ক) উপরোক্ত বিষয়টি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও যান্মাসিক সময়ের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের সারাংশ। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও যান্মাসিক সময়ের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **(www.cse-india.com)** থেকে পাওয়া যাবে।
(খ) ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও যান্মাসিকের উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের সভায় পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
মতলুবুল জামিল জিল্লাই মওলা
ডিরেক্টর
DIN: 01004409

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪ নভেম্বর, ২০২৪

জিপিটি হেলথ্‌কেয়ার লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি - ২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬
CIN- U70101WB1989PLC047402, ওয়েবসাইট- www.ilshospitals.com,
ই-মেল- ghl.cosec@gptgroup.co.in, ফোন-০৩৩ - ৪০৫০ ৭০০০

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত	বর্ষ থেকে তারিখ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত
		৩০.০৬.২০২৪	৩০.০৬.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১০,৫৬৬.২৮	২০,৩৪৮.২৬	১০,৭৯৭.৫১
২	নিট লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	২,০৬৮.৮০	৩,৫৩৫.৬৯	১,৯৪৮.৬০
৩	নিট লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,৪৮২.১১	২,৪৭৮.৫৬	১,৩৫০.৩০
৪	মোট ব্যাপক আয়	১,৪৮২.৫২	২,৪৭৯.২৫	১,৩৫৩.৮৮
৫	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি	৮,২০৫.৪৮	৮,২০৫.৪৮	৭,৯৯০.৪৩
৬	অন্যান্য ইক্যুইটি			
৭	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)* মৌলিক এবং মিশ্রিত	১.৮১*	৩.০২*	১.৬৯*

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com এবং www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ilshospitals.com -তেও পাওয়া যাবে।
২. উপরিউক্ত সময়ে কোম্পানির কোনও ব্যতিক্রমী দফা ছিল না।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
স্বা/-
দ্বারিকা প্রসাদ তাঁতিয়া
এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান
DIN: 00001341

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ১৪ নভেম্বর, ২০২৪

রাসযাত্রায় আজও গোপীবল্লভপুরে সুবর্ণরেখায় সূর্যদেবকে উৎসর্গ করে ভাসানো হয় নৌকো

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: রাসযাত্রা উপলক্ষ্যে ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুরের সুবর্ণরেখা তীরবর্তী গ্রামের বাসিন্দারা নদীতে নৌকো ভাসানোর রীতি ধরে রেখেছেন। প্রতিবছর গ্রামবাসীরা রাসপুজোর দিন সকালে রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে পুজো দেওয়ার আগে সূর্যদেবকে এই নৌকো উৎসর্গ করেন। জানা গিয়েছে, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের সীমান্তবর্তী গোপীবল্লভপুর এলাকার শ্যামসুন্দরপুর, গোপীবল্লভপুর, ধর্মপুর ও আশুই গ্রামের বাসিন্দারা প্রতিবছরই সুবর্ণরেখা নদীতে নৌকো ভাসিয়ে রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে রাসপুজো দিয়ে থাকেন। নৌকো ভাসানোর আগে নদীর তীরে একটি জায়গায় বালির মধ্যে গুঁজে আঁখ, হলুদ তুলসী, কচু এই ধরনের পাঁচটি গাছকে পুজো করা হয়। নদী থেকে জল নিয়ে গাছের উপরে ঢালার রীতি রয়েছে। এই গাছকে পুজো করার পরে একটি শোলার তৈরি নৌকোর মধ্যে বিভিন্ন রঙিন কাগজের পতাকা দিয়ে নদীতে ভাসানো হয়। শুক্রবার রাসযাত্রা শুরুর দিনে সুবর্ণরেখার নদীতে গোপীবল্লভপুর এলাকার

বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা এই নৌকো ভাসিয়েছেন। এই নিয়ে গোপীবল্লভপুর এলাকার আশুই গ্রামের বাসিন্দারা জানান, পূর্বপুরুষদের আমল থেকেই আমরা রাসযাত্রার সময়ে নৌকো ভাসানোর রীতি পালন করে আসছি। রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে পুজোর আগে এই নৌকো ভাসিয়ে সূর্যদেবকে নিবেদন জানানো হয়। আসলে এই সংস্কৃতি সুবর্ণরেখা তীরবর্তী ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা এলাকায় বেশি প্রচলিত। আমাদের গোপীবল্লভপুর এলাকাটি এই তিন রাজ্যের একটি মিলিত জায়গা। এখান থেকে দশ কিলোমিটার মধ্যে রয়েছে ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড। নৌকো ভাসানোর পরে আমরা রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে পুজো দিয়ে থাকি।

ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিমিটেড

CIN: L15520WB1960PLC024710
রেজি অফিস: "এ্যালপে কোর্ট" ৪র্থ তল, ২২৫সি, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, প:ব:
ফোন: (০৩৩)-২২৮১-৭০০১, **ওয়েবসাইট:** www.obl.org.in, **ইমেল:** cs@obl.org.in

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লাখে)

	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			ছয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			ছয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৬.২০২৪	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৬.২০২৪	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩,৬৮৫	৪,০৪৪	৩,৩০১	৭,৭২৯	৬,৫৯৯	১৩,৩৭৬	৪,২০৩	৪,৬২২	৩,৮৩৬	৮,৮২৫	৭,৭৯১	১৫,৬৭৯
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	৬১	১৮১	(৪৪)	২৪২	৫৮	৪৫০	৭৩	২৪০	(৬৪)	৩১৩	১২০	৫৫৭
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৬১	১৮১	(৫৭১)	২৪২	(৪৬৯)	(৭৭)	৭৩	২৪০	(৫৯১)	৩১৩	(৪০৭)	৩০
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১১	১৭৮	(৫৬০)	১৮৯	(৪৪৮)	(৯১)	২৩	২৩৭	(৫৮৩)	২৬০	(৩৯০)	৯
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	১১	১৭৮	(৫৫৯)	১৮৯	(৪৪৭)	(৯২)	২৩	২৩৭	(৫৮২)	২৬০	(৩৮৯)	৮
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত, নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীট অনুযায়ী)	-	-	-	-	-	১,৬১২	-	-	-	-	-	১,৫৬৭
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ১০/- টাকা) (বার্ষিকীকৃত নয়) মৌলিক এবং মিশ্রিত (টা.)	০.৫১	৮.২৪	(২৫.৯১)	৮.৭৪	(২০.৭১)	(৪.২১)	১.০৬	১০.৯৬	(২৬.৯৭)	১২.০৩	(১৮.০৪)	০.৪২

দ্রষ্টব্য:
১ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক/অর্ধ বর্ষের মেসার্স ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিঃ (দি 'হোল্ডিং কোম্পানি')-এর স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল এবং ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের হোল্ডিং কোম্পানি ও তার সাবসিডিয়ারি সমূহ (মেসার্স শারদ কোয়েঞ্চ প্রাঃ লিঃ)-এর কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল তাঁদের ১৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভাতে নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং কোম্পানি পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
২ সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি। ত্রৈমাসিক স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ওয়েবসাইট সমূহ অর্থাৎ **www.bseindia.com** এবং **www.cse-india.com** -এ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.oble.org.in** -তে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লি:-র জন্য
এন. কে. পোদ্দার
চেয়ারম্যান
DIN: 00304291

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৪.১১.২০২৪

সিলিন্ডারে ভর্তুকি অনুপ্রবেশকারীদের, কং বিধায়কের মন্তব্যে নিন্দা মোদির

রাঁচি, ১৫ নভেম্বর: বিধানসভা ভোটে জেএমএম-কংগ্রেস-আরজেডি জোট জিতলে ঝাড়খণ্ডবাসীদের রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারে ভর্তুকি দেওয়া হবে। বাদ পড়বেন না তথাকথিত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরাও। এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক তথা জম্মু ও কাশ্মীরের কংগ্রেস বিধায়ক গুলাম আহমেদ মির ওই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরেই বিতর্কের ঝড় বইছে ঝাড়খণ্ড ভোটে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-সহ বিজেপির কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যস্তরের নেতারা শুক্রবার থেকেই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়ে নিশানা করেছেন বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'কে। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার চন্দ্রপুরায় একটি জনসভায় মির বলেন, 'নতুন সরকার গঠনের পরেই ঝাড়খণ্ডে গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম ৪৫০ টাকা কমিয়ে দেওয়া হবে। এই সুবিধা হবে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য। অনুপ্রবেশকারী বা অন্য যে কারও জন্য।'

প্রধানমন্ত্রী মোদি শুক্রবার এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের প্রসঙ্গ টেনে কংগ্রেসকে নিশানা করে বলেন, 'কংগ্রেস দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চাইছে।' প্রসঙ্গত, এ বার ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা ভোটে প্রচারের গোড়া থেকেই 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ' প্রসঙ্গে সরব বিজেপি নেতৃত্ব। মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মতো শীর্ষস্তরের নেতারা এ বিষয়ে সে রাজ্যের 'মহাগঠবন্ধন' সরকারকে দুষেছে। তাঁদের অভিযোগ, ধারাবাহিক ভাবে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের ফলে ঝাড়খণ্ডে জনবিন্যাসের চরিত্র বদলে যাচ্ছে। জনজাতি জনসংখ্যা আনুপাতিক হারে কমছে। প্রসঙ্গত, বাংলার পড়শি রাজ্যের ৮১টি বিধানসভা আসনের মধ্যে গত ১৩ নভেম্বর প্রথম দফায় ৪৩টি আসনে ভোট হয়েছে। আগামী ২০ নভেম্বর বাকি ৩৮টিতে হবে। গণনা ২৩ নভেম্বর।

বিজেপি সাংসদের 'মাটন পার্টি'তে ধুন্ধুমার

নয়ডা, ১৫ নভেম্বর: বিজেপি সাংসদের 'মাটন পার্টি' একেবারে রণক্ষেত্রে পরিণত। উত্তরপ্রদেশের ভদোহি জেলায় মাংস চেয়ে শুধু ঝোল পেতেই বাধল ধুন্ধুমার কাণ্ড। খাওয়াদাওয়ার মাঝপথে মাংস আর ঝোল নিয়ে মারামারি শুরু হওয়ায় পার্টি ছেড়ে পালিয়ে বাঁচলেন অতিথিরা।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে ভদোহির বিজেপি সাংসদ বিনোদ বিন্দ মির্জাপুরে দলীয় কার্যালয়ে 'মাটন পার্টি'র আয়োজন করেছিলেন। আশপাশের গ্রাম থেকে আসা ২৫০ জনকে দলীয় কার্যালয়ের সামনে চাতালে বসে খাওয়ানো হচ্ছিল। মাংস আর রুটি পরিবেশন করা হয়েছিল গ্রামবাসীদের। সবাই যখন খেতে ব্যস্ত, সেই সময়ে সাংসদের গাড়িচালকের ভাই কার্যালয়ে আসেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, সাংসদের গাড়িচালকের ভাইও খাবার পরিবেশন করা শুরু করেন। সেই সময় এক যুবকের পাতে মাংসের বদলে শুধু ঝোল দিয়েছিলেন বলে দাবি। কেন মাংস না দিয়ে শুধু ঝোল দেওয়া হল, তা নিয়েই তর্কাতর্কি থেকে পরিস্থিতি হাতাহাতিতে পৌঁছয়। এই পরিস্থিতিতে দু'পক্ষের বেশ কয়েকজন ওই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। খাবারের পাত্র উলটে দেওয়া হয়। মাংস, ঝোল সব ফেল দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। শুধু তা-ই নয়, পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, দু'পক্ষের মধ্যে দেদার লাথি, ঘুষি চলতে থাকে। এই পরিস্থিতি দেখে খাবার ফেলেই পালাতে শুরু করেন গ্রামবাসীরা। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।

সাংসদের কার্যালয়ের দায়িত্বে থাকা উমাশঙ্কর বিন্দের দাবি, একটি গ্রাম থেকে বেশ কয়েকজন মদ্যপান করে কার্যালয়ে আসেন। তাঁরাই গণ্ডগোল করার চেষ্টা করেন। যদিও তাঁদের ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখনই।

যোগী রাজ্যে সরকারি চাকরিতে দুর্নীতি, সিবিআই তদন্তের নির্দেশ

নয়ডা, ১৫ নভেম্বর: সরকারি চাকরির ১৮৬টি পদের মধ্যে ২০ শতাংশ পদে নিয়োগ করা হয়েছে বিজেপির নেতা-মন্ত্রী ও উচ্চপদস্ত আমলার আত্মীয়দের। এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল এলাহাবাদ হাই কোর্ট। যেখানে আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল আড়াই লক্ষ।

অভিযোগ, বছর তিনেক আগে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা ও বিধান পরিষদে কর্মী নিয়োগের পরীক্ষা হয়। ১৮৬টি পদে যথাসময়ে পরীক্ষা ও নিয়োগ সম্পন্ন হতেই অভিযোগ ওঠে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে এই প্রক্রিয়ায়। যাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে তার মধ্যে পাঁচজনের একজন নেতা বা আমলার আত্মীয়। চাকরিপ্রার্থীরা এই ইস্যুতে মামলা দায়ের করেন এলাহাবাদ হাইকোর্টে। অভিযোগ তোলা হয়, এমন অনেককে চাকরি দেওয়া হয়েছে যাঁদের ওই পদে বসার যোগ্যতাই নেই। শুধুমাত্র বিজেপি নেতা-মন্ত্রীর সুপারিশে চাকরি হয়েছে তাঁদের।

ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর আদালতে রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়, যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে সরকারি এজেন্সি তদন্ত শুরু করেছে। যদিও রাজ্যের তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি এই ঘটনাকে ভয়ংকর দুর্নীতি বলে চিহ্নিত করে আদালত এবং স্পষ্ট ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়, এই চাকরি দুর্নীতি মামলার তদন্ত করবে সিবিআই।

গোটা ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করে উত্তরপ্রদেশের বিরোধীরা। অভিযোগ উঠছে, বিজেপি সরকারের আমলে রাজ্যের যুব সমাজের বেহাল অবস্থাটা আরও একবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। যোগ্যদের বঞ্চিত করে বেছে বেছে বিজেপি নেতার আত্মীয়দের চাকরি দেওয়া হচ্ছে।

ভারতের তৈরি পিনাক কিনতে আগ্রহী ফ্রান্স-আর্মেনিয়া

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর: প্রতিরক্ষা বাজারে ক্রমশ চাহিদা বাড়ছে ভারতের তৈরি যুদ্ধাস্ত্র পিনাকের। বিশ্ব বাজারে বাড়তে থাকা চাহিদার কথা মাথায় রেখেই বৃহস্পতিবার পিনাক রকেট লঞ্চার সিস্টেমের সফল পরীক্ষা করল ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই পিনাক হল মাল্টি ব্যারেল রকেট লঞ্চার।

জানা যাচ্ছে, ভারতের তৈরি অত্যাধুনিক এই অস্ত্র কিনতে আগ্রহী একাধিক দেশ। পশ্চিম এশিয়ার আর্মেনিয়া আগেই আগ্রহ প্রকাশ করেছিল পিনাক কিনতে। পাশাপাশি আরও জানা যাচ্ছে, ফ্রান্সও অত্যাধুনিক এই অস্ত্র কনতে আগ্রহী। শিবের ধনুক পিনাকের নামে নামকরণ করা হয়েছে এই অস্ত্রের। এটি মূলত মাল্টি ব্যারেল রকেট লঞ্চার। শুক্রবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে, গাইডেড পিনাক ওয়েপন সিস্টেমের সফল পরীক্ষা করেছে ডিআরডিও। এর সফল পরীক্ষা ভারতের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে আরও একটি ধাপ।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার পথে বহুদিন ধরেই নিজের অস্তিত্ব জানান দিয়েছে ভারত। বর্তমানে বিশ্বের একাধিক দেশকে অস্ত্র বিক্রি করে প্রতিরক্ষামন্ত্রক। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি চাহিদা রয়েছে ভারতের ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রের। এর পাশাপাশি ডর্নিয়ের-২২৮ যুদ্ধবিমান, রকেট লঞ্চার, অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র, নাইট ভিশন বাইনোকুলার, শত্রুর গতিবিধি নজরে রাখার রাডার-সহ বহু সামগ্রী। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হচ্ছে পিনাক।

রাশিয়ার গ্রাড বিএম-২১ রকেট লঞ্চারের অনুকরণে তৈরি হয়েছে এই পিনাক। যা বর্তমানে ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যবহৃত মার্কিন হিমারস সিস্টেমের সমতুল। ১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল এই অস্ত্র। পাক সেনার বাঙ্কার গুঁড়িয়ে দিতে ব্যাপক কার্যকর হয়ে ওঠে পিনাক। পরে ধাপে ধাপে বাড়ানো হয়েছে এর ক্ষমতা। আগে এর পাল্লা ছিল ৪০-৪৫ কিলোমিটার। বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ৭৫ কিলোমিটার। ডিআরডিও-এর লক্ষ্য এর পাল্লা ২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বাড়ানো। মাত্র ৪৪ সেকেন্ডে ১২টি রকেট ছুড়তে পারে পিনাক। এর দু'টি প্যাড রয়েছে, যার প্রতিটিতে ৬টি করে রকেট রয়েছে। পিনাকের একটি ব্যাটারি একবারে ৭২টি রকেট ছুঁড়তে পারে। শুধু তাই নয়, ট্রাকে করে সহজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় এটি।

মাংস কিনতে গিয়ে খুন যুবক!

নয়ডা, ১৫ নভেম্বর: উত্তরপ্রদেশের নয়ডার দোকানে মাংস কিনতে গিয়ে এক যুবক খুন হলেন বলে অভিযোগ। সেখানে তাঁকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল অন্য এক ক্রেতার বিরুদ্ধে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, তোয়ালে নিয়ে শাহজাদের সঙ্গে অভিযুক্তের ঝামেলার হয়েছিল। তার জেরেই শাহজাদকে কুপিয়ে খুন করেন অভিযুক্ত। খুনের পর দোকান থেকে খালি হাতে ফেরেননি তিনি। দোকানিকে যে মাংসের বরাত দিয়েছিলেন, তা নিয়ে বেরিয়ে যান। ঘটনার এক দিন পরে শুক্রবার ভোরে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শাহজাদের বয়স ৩৫ বছর। তিনি মেরঠের বাসিন্দা। তবে বর্তমানে নয়ডায় থাকতেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে নয়ডার সেক্টর ১১৭তে গুলজার নামে এক ব্যক্তির দোকানে মাংস কিনতে গিয়েছিলেন শাহজাদ। সে সময় সেখানে মাংস কিনতে গিয়েছিলেন অভিযুক্তও। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, শাহজাদের কাছে একটি তোয়ালে ছিল। সেই তোয়ালে ধার চান অভিযুক্ত। সেই নিয়েই দু'জনের বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, বচসার সময় মাংস কাটার ছুরি নিয়ে শাহজাদের পেটে কোপ মারেন অভিযুক্ত।

হতভম্ব শাহজাদ আঘাত পেয়ে ছুটে দোকান থেকে বেরিয়ে যান। অভিযুক্ত তাঁকে ধাওয়া করে বাইরে গিয়ে আবার কোপ মারতে থাকেন বলে অভিযোগ। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, শাহজাদ মাটিতে লুটিয়ে পড়লে অভিযুক্ত দোকানে ফিরে আসেন। তাঁর জন্য প্যাকেটে ভরে রাখা মাংস নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে যান।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। শাহজাদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। স্থানীয় সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। তারা জানতে পারে, অভিযুক্তের নাম অমরজিৎ মাহাতো। তিনি বিহারের বাসিন্দা। শুক্রবার ভোরে সেক্টর ১১৭-র একটি জঙ্গলে অমরজিতের খোঁজ পায় পুলিশ। ধরতে গেলে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন অভিযুক্ত। পুলিশ পালটা গুলি চালালে, তা অমরজিতের পায়ে লাগে বলে অভিযোগ। শেষে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর বন্দুক এবং শাহজাদকে খুনের ছুরিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসোর্টস লিমিটেড

CIN- L92419WB1989PLC046487

রেজিঃ অফিস- 'ঝিল মিল', সেক্টর ৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা – ৭০০ ১০৬

সংশোধনী

গত ইং ১৫.১১.২০২৪ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত **'৩০ শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ'** বিজ্ঞাপনে দ্রষ্টব্য অনুচ্ছেদে ৪ নং তে "অর্থবছর ২০২৪-২৫ এর জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ @২০% (ভেস ভ্যালু ১ টাকার উপর ত্রিশ পয়সা) পরিচালন পর্ষদ তার পূর্বোক্ত সভায় অনুমোদন করেছে।"- এর পরিবর্তে **"অর্থবছর ২০২৪-২৫ এর জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ @২০% (ফেস ভ্যালু ১ টাকার উপর কুড়ি পয়সা) পরিচালন পর্ষদ তার পূর্বোক্ত সভায় অনুমোদন করেছে।"** পড়তে হবে। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

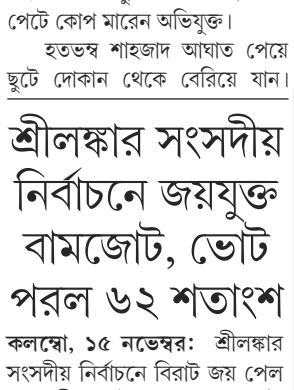

শ্রীলঙ্কার সংসদীয় নির্বাচনে জয়যুক্ত বামজোট, ভোট পরল ৬২ শতাংশ

কলম্বো, ১৫ নভেম্বর: শ্রীলঙ্কার সংসদীয় নির্বাচনে বিরাট জয় পেল বামপন্থী জোট। শুক্রবার পর্যন্ত প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গিয়েছে, অন্তত ৬২ শতাংশ ভোট পড়েছে বাম জোটের পক্ষে। পার্লামেন্টের ২২৫টি আসনের ১২৩টিই জিতে নিয়েছে তারা। আরও বেশ কয়েকটি আসনে এগিয়ে রয়েছেন জোটের প্রার্থীরা। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বর মাসেই শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন বামপন্থী জোটের নেতা অনুরা কুমার দিশানায়েক। তারপরেই দ্রুত পার্লামেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা করেন তিনি।

শ্রীলঙ্কার বামপন্থী দল জনতা ভিমুক্তি পেরামুনার নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার

জোট। গতবার পার্লামেন্ট নির্বাচনে এই জোট মাত্র তিনটি আসন পেয়েছিল। খুব অল্প সময়ের জন্য কৃষিমন্ত্রীও হয়েছিলেন দিশানায়েক। কিন্তু ধীরে ধীরে তৎকালীন রাজাপক্ষে সরকারের থেকে দূরত্ব বাড়াতে শুরু করে বামপন্থী জোট। তার পরেই বিরাট আর্থিক সংকট শুরু হয় দ্বীপরাষ্ট্রে। সেই বেহাল দশা কাটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রেসিডেন্ট পদে বিপুল ভোটে জয়ী হন দিশানায়েক। সেপ্টেম্বর মাসে দিশানায়েক প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কুরসিতে বসেই তিনি দ্রুত পার্লামেন্ট নির্বাচনের ডাক দেন। বৃহস্পতিবার সংসদীয় নির্বাচন হয় গোটা শ্রীলঙ্কাজুড়ে। ভোট দেওয়ার পরেই অবশ্য জয় নিয়ে আশাবাদী ছিলেন দিশানায়েক। ভোট দেওয়ার পরে তিনি বলেন, রাজনীতিতে দুর্নীতি দূর করবে এনপিপি জোট। দেশের বেহাল অর্থনীতিকেও ফের চাঙ্গা করার আশ্বাস দিয়েছে জোট।

e-Tender Notice

NIQ No. 30/24-25, dt. 14/11/2024 Repairing of Sajadhara Scheme Phase-I 15th FC (Tied) 2022-23 A/c- 57975120 (Total 1 nos) Last date of documents Downloading & bid sub. 22/11/2024 upto 05-00 p.m. (Other details collect from the office and website https://wbtenders.gov.in)

Sd/- E.O.

Chapra Pan Samity, Nadia

পূর্ব রেলওয়ে

(SDAH-234/2024-25)

@EasternRailway

@easternrailwayheadquarter

GPT

জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড

(CIN : U70101WB1989PLC047402)

রেজি. অফিস : জিপিটি সেন্টার, জেসি - ২৫, সেক্টর - ৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০১০৬, পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)

ফোন : +৯১-৩৩-৪০৫০-৭০০০

ফ্যাক্স : +৯১-৩৩-৪০৫০-৭৯৯৯

ইমেল : ghl.cosec@gptgroup.co.in

ওয়েবসাইট : www.ilshospitals.com

নোটিশ

নথিভুক্তির তারিখ এবং প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন ডিভিডেন্ড ঘোষণা

কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের **১৪ নভেম্বর ২০২৪** তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কোম্পানির প্রতিটি প্রাথমিক মূল্য ইক্যুইটি শেয়ারের (১০ টাকা প্রতিটি) জন্য ২০২৪-২৫ আর্থিক বর্ষের জন্য ১০ শতাংশ হারে (প্রতিটি শেয়ারে ১.০০ টাকা) প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।

সংশ্লিষ্ট অন্তর্বর্তীকালীন ডিভিডেন্ড বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারগণকে প্রদান করা হবে সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যে নথিভুক্তির তারিখ **বৃহস্পতিবার ২৮ নভেম্বর ২০২৪** অনুযায়ী যাদের নাম কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টার বা ডিপোজিটরিজ এর নথিতে শেয়ারের সুবিধাভোগী মালিক হিসেবে নথিভুক্ত রয়েছে সাপেক্ষে।

উক্ত তথ্যাদি কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.ilshospitals.com) এবং কোম্পানির শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্ত রয়েছে এমন স্টক এক্সচেঞ্জ এর ওয়েবসাইটে অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড (www.bseindia.com) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অব ইন্ডিয়া লিমিটেড (www.nseindia.com) পাওয়া যাবে।

জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অঙ্কুর শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং প্রয়োগ আধিকারিক)
স্থান : কলকাতা — এম নং এ৩১৮৩৩)
তারিখ : ১৪ নভেম্বর ২০২৪

Office of the Principal
DEBRA THANA SAHID KSHUDIRAM SMRITI MAHAVIDYALAYA
(Government Aided, Autonomous NAAC Accredited "A" Grade College, affiliated to Vidyasagar University)
P.O- Chakshyampur, Dist- Paschim Medinipur. PIN- 721124 W.B. INDIA

NOTICE INVITING TENDER

E Tender (ID-2024_DHE_2024_DHE_769728_1) dated: 14/11/2024
Tender Reference No. dtsksm/NIT63/24

E-Tenders are invited from eligible Suppliers/agencies for Supply of Laboratory Equipment for Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya with adequate credentials and financial capabilities. Intending bidder may download the tender documents from the website https://wbtenders.gov.in

Sd/- (Dr. Rupa Dasgupta) Principal
Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya
Chakshyampur, Debra, Paschim Medinipur.

Nischinda Gram Panchayat
Bally, Howrah

E-TENDER INVITING NOTICE

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **e-NIT No. 13/NGP/2024-25, 36/NGP/24-25 to 39/NGP/24-25 and 45/NGP/24-25 to 52/NGP/24-25.** Bid submission start date: **14/11/2024 at 05 :00 PM.** Last date of Bid submission: **23/11/2024 up to 06:00 PM.** Date of opening: **26/11/2024 at 01:00 PM.** Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Nischinda Gram Panchayat

কানাডার হিন্দু মন্দিরে হামলাকারী পুলিশকে ক্লিনচিট, প্রশ্ন ট্রুডোর খলিস্তান প্রীতি নিয়ে

ওটাওয়া, ১৫ নভেম্বর: খলিস্তানি পতাকা হাতে নিয়ে হিন্দু মন্দিরে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছিল খোদ পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে। চাপে পড়ে ওই আধিকারিককে সাসপেন্ড করে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু দিনকয়েক পরেই অভিযুক্ত পুলিশকে ক্লিনচিট দিল স্থানীয় পুলিশ। তাদের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হল, হামলার সময়ে আইন মেনেই নিজের কর্তব্য পালন করেছিলেন অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিক।

গত ৩ নভেম্বর টরন্টোর কাছে ব্রাম্পটনের হিন্দু সভা মন্দিরে হামলা চালায় খলিস্তানিরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে খলিস্তানি তাণ্ডবের সেই ভিডিও। ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিওতে দেখা যায়, মন্দিরে আসা পুণ্যার্থীদের বেধড়ক মারধর করছে হলুদ পতাকাধারী জঙ্গিরা। রেহাই পায়নি মহিলা ও শিশুরাও। মারধর করা হয় তাদেরও। স্থানীয়দের দাবি, ঘটনাস্থলে পুলিশ থাকলেও তারা হামলাকারীদের বাধা দেয়নি। পুলিশের উপস্থিতিতেই মন্দির চত্বরে তাণ্ডব চলে। ভাইরাল ভিডিওতে আরও দেখা যায়, খলিস্তানিদের হলুদ পতাকা হাতে নিয়ে হামলাকারীদের মধ্যে রয়েছেন পুলিশ আধিকারিক হরিন্দর সোহি। তার পরেই প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে জাস্টিন ট্রুডোর প্রশাসন। চাপের মুখে পড়ে ঘটনার দু'দিন পরে সাসপেন্ড করা হয় হরিন্দরকে। কানাডা পুলিশের তরফে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়, মন্দিরের বাইরে হিংসার যে ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সেই ফুটেজ পুলিশ পেয়েছে। এই ফুটেজে এক পুলিশ আধিকারিককে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সামিল হতে দেখা গিয়েছে। অভিযুক্ত ওই আধিকারিককে ইতিমধ্যেই সাসপেন্ড করা হয়েছে। পাশাপাশি গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

কিন্তু তদন্তের মাত্র ১০ দিনের মধ্যেই 'নির্দোষ' হিসাবে ঘোষণা করা হল হরিন্দরকে। কানাডার পুলিশের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ঘটনার দিন আইনিভাবেই নিজের কাজ করছিলেন ওই আধিকারিক। তদন্তে জানা গিয়েছে, ভিডিওতে যে দৃশ্য দেখা যাচ্ছে ওই সময়ে আসলে এক বিক্ষোভকারীর হাত থেকে অস্ত্র নামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন তিনি। কিন্তু ওই বিক্ষোভকারী কিছুতেই অস্ত্র ফেলতে রাজি হননি, উলটে পুলিশকে আক্রমণ করতে আসেন। এই দাবির পক্ষে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে কানাডার পুলিশ। তবে বিতর্কিত পুলিশ আধিকারিক ক্লিনচিট পাওয়ার পরেই প্রশ্ন উঠছে ট্রুডোর খলিস্তানপ্রীতি নিয়ে।

ইরানে হিজাব না পরলে পাঠানো হবে মনোচিকিৎসা ক্লিনিকে

তেহরান, ১৫ নভেম্বর: কয়েকদিন আগের কথা। হিজাব ফতোয়ার প্রতিবাদে অন্তর্বাস পরে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে উপস্থিত হয়েছিলেন ইরানের এক তরুণী। পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দাবি করেছিল, জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে ওই তরুণী মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। আর এবার জানা গেল, বাধ্যতামূলক হিজাব আইন যাঁরা মানবেন না তাঁদের জন্য মনোচিকিৎসার ক্লিনিক খুলছে সেদেশের প্রশাসন। ইরানের নারী এবং পরিবার সংক্রান্ত বিভাগের প্রধান মেহরি তালেবি দারেস্তানি এমনটাই জানিয়েছেন। এমন ঘোষণার কথা প্রকাশ্যে আসার পরই মানবাধিকার আন্দোলনকারীরা প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন।

জানা যাচ্ছে, প্রস্তাবিত ক্লিনিকটির নাম 'হিজাব রিমুভাল ট্রিটমেন্ট ক্লিনিক'। দারেস্তানির দাবি, 'হিজাব না পরলে বিজ্ঞানসম্মত ও মানসিক চিকিৎসা করা হবে।' আর এমন মন্তব্যের পরই বিতর্কের ঝড় উঠতে শুরু করেছে। ইরান-সহ সারা বিশ্বের মানবাধিকার কর্মীরা তীব্র নিন্দা করেছেন এমন ক্লিনিকের। তাঁদের দাবি, এর মাধ্যমে যে মহিলারা হিজাব পরতে চাইবেন না তাঁদের কলঙ্কিত করে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ব্রিটেনে বসবাসকারী ইরানের সাংবাদিক সীমা সাবেত বলছেন, এমন প্রস্তাব 'হাড়হিম' করছে। অন্যদিকে ইরানের মানবাধিকার বিষয়ক আইনজীবী হোসেইন রাইসির দাবি, এমন কোনও নিদান ইসলামিক বা ইরানের আইনে নেই। সেই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, এই ক্লিনিকের তত্ত্বাবধানকারী সংস্থা সরাসরি সুপ্রিম লিডার খামেনেইয়ের কাছে রিপোর্ট করবে। আশঙ্কা, এই ক্লিনিক আসলে এক 'ডিটেনশন সেন্টার' তথা বন্দিশিবিরেরই নামান্তর। ব্রিটিশ সংবাদপত্র 'দ্য গার্ডিয়ান'-এর সঙ্গে কথা বলার সময় ইরানের এক তরুণী বলেছেন, এটা কোনও ক্লিনিক নয়, এটা আসলে জেলখানা।

ট্রাম্পের ক্যাবিনেটের স্বাস্থ্যসচিব হলেন রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র

ওয়াশিংটন, ১৫ নভেম্বর: ভ্যাকসিন নিলে অটিজম হয়! কৃষ্ণাঙ্গরাই বেশি করে কোভিডে আক্রান্ত হয়! এমনই নানা আজব মন্তব্য করার 'নজির' রয়েছে তাঁর। সেই রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়রকে নিজের ক্যাবিনেটের স্বাস্থ্যসচিব হিসাবে বেছে নিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। উল্লেখ্য, সম্পর্কে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির ভাইপো হন আমেরিকার নতুন স্বাস্থ্যসচিব।

দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পরে নিজের ক্যাবিনেটে একঝাঁক নতুন মুখকে জায়গা দিয়েছেন ট্রাম্প। সেই তালিকায় উল্লেখযোগ্য রবার্ট। জানা গিয়েছে, ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসের প্রধান হচ্ছেন তিনি। এছাড়াও ওষুধ, ভ্যাকসিন, খাদ্যসুরক্ষার মতো একাধিক বিষয়ও থাকবে রবার্টের নজরদারিতে। নতুন দায়িত্ব পেয়ে উচ্ছ্বসিত তিনি। রবার্টকে নতুন পদে নিয়োগ করে ট্রাম্পের বার্তা, বহুদিন ধরেই খাদ্যসুরক্ষার ভুল নীতির জেরে ভুগেছে আমেরিকা। সেই মহামারি দূর করে আমেরিকাকে আবার শক্তিশালী করবেন কেনেডি।

৩৬৬ ভারতীয়, ২০৮ বিদেশি, ছাঁটাই ১০০০, আইপিএল নিলামের চূড়ান্ত তালিকা ঘোষিত

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের নিলামের জন্য নাম নথিভুক্ত করিয়েছিলেন দেশ-বিদেশের ১৫৭৪ জন ক্রিকেটার। সেই তালিকা থেকে ১০০০ জনের নাম বাদ দিয়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। আগামী ২৪ এবং ২৫ নভেম্বর জেড্ডায় নিলামে উঠবেন সব মিলিয়ে ৫৭৪ জন ক্রিকেটার।

আইপিএলের ১০টি দল সব মিলিয়ে সর্বোচ্চ ২০৪ জন ক্রিকেটারকে নেওয়ার সুযোগ পাবে। তাঁদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭০ জন বিদেশ ক্রিকেটার হতে পারেন। ৫৭৪ জনের মধ্যে থেকে দলগুলিকে বেছে নিয়ে হবে পছন্দের ক্রিকেটারদের।

তাঁদের মধ্যে ভারতীয় ক্রিকেটার থাকছেন ৩৬৬ জন। বিদেশি ক্রিকেটার থাকবেন ২০৮ জন। ভারতীয়দের মধ্যে ৩১৮ জনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতা নেই। ১২ জন বিদেশি ক্রিকেটারেরও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়নি। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) অ্যাসোসিয়েট সদস্য দেশের তিন জন ক্রিকেটারও জায়গা পেয়েছেন নিলামের চূড়ান্ত তালিকায়।

ন্যূনতম ২ কোটি টাকা দরের ক্রিকেটারদের দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক একটি ভাগে আট-ন'জন ক্রিকেটার থাকবেন। এই ক্রিকেটারেরা মার্কি ক্রিকেটারের মর্যাদা পাবেন। প্রথম ভাগে প্রধান দুই মুখ হতে চলেছেন ঋষভ পন্থ এবং শ্রেয়স আয়ার। দ্বিতীয় ভাগে প্রধান দুই মুখ হচ্ছেন লোকেশ রাহুল এবং মহম্মদ শামি। ভারতীয় সময় অনুযায়ী দুপুর ৩টে থেকে শুরু হবে নিলাম। বিসিসিআই জানিয়েছে, মোট ৮১ জন ক্রিকেটার নিজেদের ন্যূনতম মূল্য ২ কোটি টাকা রেখেছেন।

নিয়ম অনুযায়ী, ১০ টি দল তাদের পছন্দের বা প্রয়োজনীয় ক্রিকেটারদের নামের তালিকা দিয়েছে বিসিসিআইকে। দলগুলির দেওয়া নামের ভিত্তিতে চূড়ান্ত করা হয়েছে ১৫৭৪ জন ইচ্ছুক ক্রিকেটারের মধ্যে কারা চূড়ান্ত তালিকায় জায়গা পাবেন। যে ১০০০ জন ক্রিকেটারের নাম কোনও দলের তালিকাতেই নেই, তাঁরা নিলামের চূড়ান্ত তালিকায় জায়গা পাননি। বিসিসিআই শুক্রবারই সরকারি ভাবে জানিয়ে দিয়েছে, ১০টি দল মোট ৪৬ জন ক্রিকেটারকে ধরে রেখেছে।

চার-ছক্কার বন্যায় সঞ্জু, তিলকের শতরান

টি-টোয়েন্টি সিরিজ সূর্যদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এক পেশে ম্যাচ জিতে চার ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ ৩-১ ব্যবধানে জিতেনিলেন সূর্যকুমার যাদবেরা। টস জেতা থেকে সব কিছুই নিখুঁত হল ভারতীয় দলের। তরুণ প্রজন্ম কতটা বিধ্বংসী ক্রিকেট খেলতে পারে, তা দেখিয়ে দিলেন ভারতীয় ব্যাটারেরা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ২৯৭ রানের ইনিংসের পরও যাঁদের মনে প্রশ্ন ছিল, তাঁরা উত্তর পেয়ে গেলেন শুক্রবার। এ দিনের ২৮৩ রান বিদেশের মাটিতে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ভারতের সর্বোচ্চ। ভারতের ইনিংসে এ দিন ছক্কা হল মোট ২৩টি। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ২২টি ছক্কা মারার নিজেদের বিশ্বরেকর্ডই ভেঙে দিল সূর্যকুমারের দল। জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকা করল ১৪৮ রান। ১৩৫ রানে জিতল ভারত।

চার ম্যাচের সিরিজে প্রথম বার রান পেল ভারতের ওপেনিং জুটি। সঞ্জু স্যামসন পর পর দু'ম্যাচে শূন্য করার পর আবার রানে ফিরলেন। গত ম্যাচে অর্ধশতরান করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়া অভিষেক শর্মাও আগ্রাসী ব্যাটিং করলেন। প্রথম ৬ ওভার পাওয়ার প্লের সম্পূর্ণ ব্যবহার করলেন দুই ওপেনার। ৫.৫ ওভারে লুথো সিপামলার বলে অভিষেক আউট হওয়ার আগে ওপেনিং জুটি ভারত তোলে ৭৩ রান। ২টি চার এবং ৪টি ছক্কার সাহায্যে অভিষেক করেন ১৮ বলে ৩৬ রান। সঞ্জুর সঙ্গে তাঁর ওপেনিং জুটিই ভারতীয় ইনিংসের সুর বেঁধে দেয়।

ভারতের ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার সাফল্য বলতে শুধু অভিষেকের উইকেট। দ্বিতীয় উইকেটে সঞ্জু এবং তিলক বর্মা দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের নিয়ে এক রকম ছেলে খেলা করলেন। কাউকে আউট করতে পারলেন না আয়োজকেরা। দ্বিতীয় উইকেটের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে সঞ্জু-তিলক তুললেন ২১০ রান। এর আগে টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে এত রান তুলতে পারেনি কোনও দল। তাঁদের বিধ্বংসী ব্যাটিংই দক্ষিণ আফ্রিকাকে লড়াই থেকে ছিটকে দেয়।

একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে এই প্রথম ভারতের দু'জন ব্যাটার শতরান করলেন। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) পূর্ণ সদস্য দু'টি দেশের ম্যাচেও এমন ঘটনা এই প্রথম। তিলক ৪৭ বলে ১২০ রান করে অপরাজিত থাকলেন। মারলেন ৯টি চার এবং ১০টি ছক্কা। সঞ্জুর পর ভারতের দ্বিতীয় ব্যাটার হিসাবে পর পর দু'টি ২০ ওভারের ম্যাচে শতরান করার নজির গড়লেন হায়দরাবাদের তরুণ। বিশ্বের পঞ্চম ব্যাটার হিসাবে এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি। প্রথম ভারতীয় হিসাবে একই সিরিজে পর পর দু'টি ম্যাচে শতরানের নজির গড়লেন।

এ ছাড়াও তাঁর ১২০ রান ২০ ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। সর্বোচ্চ ১২৬ রানের ইনিংস রয়েছে শুভমন গিলের দখলে। টানা দু'ম্যাচে ব্যর্থ হওয়ার পর শতরান এল সঞ্জুর ব্যাট থেকেও। ৫৬ বলে ১০৯ রান করে অপরাজিত থাকলেন তিনি। টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিকে তৃতীয় শতরানের ইনিংস সাজালেন ৬টি চার এবং ৯টি ছক্কায়।

একটি টি-টোয়েন্টি সিরিজে একাধিক শতরান করলেন সঞ্জু এবং তিলক। ভারতের প্রথম এবং দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসাবে এই কৃতিত্ব দেখালেন তাঁরা। বিশ্ব ক্রিকেটে এমন নজির এর আগে একটিই ছিল। ২০২৩ সালে ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট ওয়েস্ট ইন্ডিজরে বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে দু'টি শতরান করছিলেন। শুক্রবার জোহানেসবার্গে সঞ্জু প্রথম সল্টের কৃতিত্ব স্পর্শ করেন। কয়েক বল পর একই কৃতিত্ব স্পর্শ করলেন তিলকও। এক ক্যালেন্ডার বছরে টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিকে দু'টি করে শতরান করলেন তাঁরা। দু'জনেই বিশ্বরেকর্ড স্পর্শ করলেন। এর আগে আরও ১০ জনের এই কৃতিত্ব রয়েছে।

২০ ওভারের ক্রিকেটে ক্রমশই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছেন আরশদীপ। জোহানেসবার্গের ২২ গজেও তাঁর বল খেলতে সমস্যায় পড়লেন দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটারেরা। নিজের প্রথম দু'ওভারে ১০ রান দিয়ে ৩ উইকেট তুলে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে সম্পূর্ণ কোণঠাসা করে দেন বাঁহাতি জোরে বোলার। ২৮৪ রান তাড়া করতে নেমে ১০ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে বসে আয়োজকেরা। তখনই ম্যাচ এবং সিরিজরে ফলাফল নির্ধারিত হয়ে যায়। যে ২২ গজে দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের দেখে ক্লাব স্তরের মনে হচ্ছিল, সেখানেই আরশদীপকে বিপজ্জনক দেখাল প্রায় প্রতি বলে। তাঁর দেরিতে ভাঙা সুইং বুঝতে পারলেন না দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটারেরা। ২০ রানে ৩ উইকেট নিলেন তিনি।

মেসির আর্জেন্টিনাকেও হারিয়ে চমকে দিল প্যারাগুয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিরতির সময়ের দৃশ্য। মাঠে ব্রাজিলিয়ান রেফারি অ্যান্ডারসন দারোস্কোর প্রতি আঙুল উঁচিয়ে কিছু একটা বললেন লিওনেল মেসি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, রেফারির কোনো একটি সিদ্ধান্ত ভালো লাগেনি। কথা বলতে গিয়ে মেজাজ হারিয়েছেন। এমন মেসিকে যেমন খুব কম দেখা যায়, তেমনি আর্জেন্টিনার হারও। আসুনসিওনের দেল চাকো স্টেডিয়ামে আজ সেই কাণ্ডই ঘটিয়েছে প্যারাগুয়ে।

১১ মিনিটে লাওতারো মার্তিনেজের বাঁ পায়ের ফিনিশিংয়ে আর্জেন্টিনাই এগিয়ে গিয়েছিল ম্যাচে। কিন্তু মাত্র ৮ মিনিটের জন্য। পরের মুহূর্তটি ম্যাজিক! আন্তোনিও সানাব্রিয়ার চোখধাঁধানো বাইসাইকেল কিকে করা গোলে সমতায় ফেরে প্যারাগুয়ে। স্বাগতিকদের এই স্বস্তিকে আনন্দে রূপ দেন ওমর আলদেরেতে। ৪৭ মিনিটে তাঁর হেডে এগিয়ে যায় প্যারাগুয়ে। লিওনেল মেসি পুরো সময় মাঠে থাকার পরও আর্জেন্টিনা আর পারেনি। ২-১ গোলের হার নিয়ে মাঠ ছেড়েছে লিওনেল স্কালোনির দল।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ের একটি সংস্করণে এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনাকে হারাল প্যারাগুয়ে। গত সেপ্টেম্বরে এই দেল চাকো স্টেডিয়ামেই তাদের কাছে হেরেছে ব্রাজিল। ২০১০ বিশ্বকাপ বাছাইয়েও ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনাকে হারিয়েছিল প্যারাগুয়ে।

পিছিয়ে পড়ে ৬৯ মিনিটে ম্যাচে ফেরার দারুণ সুযোগ পেয়েছে আর্জেন্টিনা। বাঁ প্রান্ত থেকে হুলিয়ান আলভারেজের দূরপাল্লার পাস পান রদ্রিগো দি পল। ডান প্রান্ত দিয়ে ফাঁকা পেয়ে ছুটে বল নিয়ে বক্সেও ঢুকে পড়েন। কিন্তু প্যারাগুয়ে গোলকিপার গাতিতো ফার্নান্দেজকে একা পেয়েও বল মারেন পোস্টের ওপর দিয়ে। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার ৩ মিনিট আগে মেসির ক্রস থেকে ভ্যালেন্তিন কাস্তেয়ানোসের হেড একটুর জন্য পোস্টের বাইরে দিয়ে চলে যায়। পিছিয়ে পড়ে এমন আরও কিছু সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি আর্জেন্টিনা। মেসিকেও দেখা যায়নি তাঁর চেনা রূপে।

তবে শুরুটা দারুণ করেছিলেন মার্তিনেজ। এনজো ফার্নান্দেজের থ্রু পাস পেয়ে বাঁ প্রান্তে অফ সাইড ফাঁদ কেটে ঢুকে পড়েন বক্সে। বাঁ পায়ের শটে গোল করতে অসুবিধা হয়নি ইন্টার মিলান স্ট্রাইকারের। আর্জেন্টিনার হয়ে এ নিয়ে ৬৯ ম্যাচে ৩১ গোল করলেন মার্তিনেজ।

কিন্তু ১৯ মিনিটের মাথায় সানাব্রিয়ার ম্যাজিক জাগিয়ে তোলে দেল চাকো স্টেডিয়ামের দর্শকদের। ডান প্রান্ত থেকে গুস্তাভো ভেলেজকুয়েজের ক্রস বক্সে আড়াআড়িভাবে পেয়ে যান তুরিনো ফরোয়ার্ড। তাঁর বাইসাইকেল কিকে করা গোলটি দর্শকেরা মনে রাখবেন বহুদিন।

বিরতির পর ৪৭ মিনিটে ডিয়েগো গোমেজের ফ্রি,কিক থেকে হেডে গোল করেন আলদেরেতে। দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ইতিহাসে দ্বিতীয় দল হিসেবে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচের প্রথম গোল হজম করেও জিতল প্যারাগুয়ে। ২০০৭ সালে প্রথম দল হিসেবে এভাবে জিতেছিল কলম্বিয়া।

দক্ষিণ আমেরিকার বাছাইপর্বে ১১ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্জেন্টিনা। ১০ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে কলম্বিয়া। ভেনেজুয়েলার মাঠে ১-১ গোলে ড্র করা ব্রাজিল ১১ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয়। বলিভিয়াকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে ইকুয়েডর। ১১ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের পাঁচে উঠে এসেছে দলটি। সমান ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট পেলেও গোল ব্যবধানে পিছিয়ে ছয়ে প্যারাগুয়ে। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে শীর্ষ ছয় দল সরাসরি বিশ্বকাপে খেলবে। সপ্তম দলটিকে খেলতে হবে প্লে,অফ। আগামী বুধবার সকালে বাছাইপর্বে এ বছর নিজেদের শেষ ম্যাচে পেরুর মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা।

২৬তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সাব-জুনিয়র কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপ সফলভাবে সমাপ্ত

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর: ২০২৪ বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন স্বীকৃত একমাত্র প্রকৃত কারাতে সংস্থা *কারাতে ডো অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (কেএবি)* সফলভাবে আয়োজন করল ২৬তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সাব-জুনিয়র কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপ, প্রথম দলীয় কুমিতে এবং ভেটেরান্স কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপ। এই বিশাল আয়োজনটি ১৫ ও ১৬ই নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে খুলদিরামের অনুশীলন কেন্দ্রতে অনুষ্ঠিত হয়।

এই মহতী প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৫০০-রও বেশি প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। তারা দক্ষতা ও ক্রীড়া নৈপুণ্যের চমৎকার প্রদর্শন করেন। ভেটেরান্স বিভাগ এবং দলীয় কুমিতে প্রতিযোগিতার সূচনা চ্যাম্পিয়নশিপের এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। এটি সিনিয়র কারাতে প্রেমীদের অনুপ্রাণিত করেছে এবং দলের সহযোগিতামূলক চেতনা তুলে ধরেছে।

১৫ই নভেম্বর এই গ্র্যান্ড ইভেন্টের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অরূপ রায়, বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী স্বপন ব্যানার্জি এবং কারাতে ডো অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের সভাপতি হনশি প্রেমজিত সেন। তাঁদের উপস্থিতি এই চ্যাম্পিয়নশিপকে রাজ্যজুড়ে কারাতে খেলার প্রসারে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে তুলে ধরে।

হনশি প্রেমজিত সেনের দূরদর্শী নেতৃত্বে কেএবি বাইরের কোনো আর্থিক সহায়তার উপর নির্ভর না করেই কারাতে প্রতিভা লালনপালনের মিশন চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এই আদর্শ অনুসারে কেএবি পশ্চিমবঙ্গের কারাতে অ্যাথলিট এবং রেফারিদের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছে, যা খেলাটির সার্বিক উন্নয়নের প্রতি তাদের অঙ্গীকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

বক্সিংয়ে 'ব্যাডেস্ট' টাইসনের সামনে প্রবলেম চাইল্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: নেটফ্লিক্সে প্রচারণা চলছে জোরেশোরে। টিজারও ছাড়া হয়েছে, দেখানো হচ্ছে প্রস্তুতির ভিডিও। আর বেশি দেরিও নেই। স্থানীয় সময় রাত ৮টায় বা বাংলাদেশ সময় শনিবার সকাল ৭টায় এনএফএলের দল ডালাস কাউবয়েজ স্টেডিয়ামের রিংয়ে মুখোমুখি হবেন তাঁরা। ৮০ হাজার আসনের সব বিক্রি হয়ে গেছে।

নেটফ্লিক্সও স্ট্রিমিং করে বিশ্বব্যাপী তাঁদের ২৮ কোটি সাবস্ক্রাইবারকে এই লড়াই দেখাবে। খেলাধুলার ইতিহাসে এটাই হবে প্রথম 'কমব্যাট' স্পোর্টস, যা স্ট্রিমিং করে নেটফ্লিক্সে দেখানো হবে। আপনি প্রস্তুত তো?

ওহ, বলাই হয়নি লড়াইটি কাদের মধ্যে। অবশ্য ইন্টারনেটের এই যুগে এতক্ষণে জেনে যাওয়ার কথা। বক্সিং রিংয়ে মুখোমুখি হবেন 'আয়রন মাইক ও দ্য প্রবলেম চাইল্ড।' ভক্তরা তাদের এই নামে ডাকেন। অন্যভাবে বললে ইউটিউবার জ্যাক পলের মুখোমুখি হবেন সর্বকালের অন্যতম সেরা বক্সার মাইক টাইসন। ২০০৫ সালে অবসর নেওয়ার পর এই প্রথম পেশাদার বক্সিং ম্যাচে নামবেন 'দ্য ব্যাডেস্ট ম্যান অন দ্য প্লানেট' নামে খ্যাতি পাওয়া টাইসন।

৫৮ বছর বয়সী এই বক্সারকে এখনো চিনে না থাকলে একটু ধরিয়ে দেওয়া যায়। ইভান্ডার হলিফিল্ডের নাম শুনে যদি 'টাইসন'কে মনে না পড়ে তাহলে জানাতে হয়, ১৯৯৭ সালে রিংয়ে হলিফিল্ডের কান কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছিলেন একটি অংশ। সেই লড়াইয়ে অযোগ্য ঘোষিত হওয়ার পাশাপাশি পরে

জরিমানা এবং টাইসনের বক্সিং লাইসেন্সও বাতিল হয়। তবে টাইসনের আরেক রূপও আছে। সেটি ভীষণ রকম লড়াকু;মাত্র ২০ বছর ৪ মাস ২২ দিন বয়সে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে জিতেছেন হেভিওয়েট বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের খেতাব।

প্রথম হেভিওয়েট বক্সার হিসেবে একই সঙ্গে জিতেছেন ডব্লুবিএ, ডব্লুবিসি ও আইবিএ খেতাব। হেভিওয়েট বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের খেতাব হারানোর পর ফ্লয়েড প্যাটারসন, মোহাম্মদ আলী, টিম উইদারস্পুন, ইভান্ডার হলিফিল্ড ও জর্জ ফোরম্যানের পর ষষ্ঠ বক্সার হিসেবে তা পুনরুদ্ধারও করেছেন। রিংয়ে ভয় ধরিয়ে দেওয়া আচরণের জন্যও আলাদা খ্যাতি ও কুখ্যাতি দুটোই আছে টাইসনের। 'দ্য রিং' সাময়িকীর বিবেচনায় সর্বকালের সেরা ১০০ 'পাঞ্চার'দের মধ্যে টাইসন ১৬তম।

অর্থাৎ বক্সিংয়ে কালজয়ী এক কিংবদন্তিরই মুখোমুখি হবেন ২৭ বছর বয়সী জ্যাক পল, যিনি টাইসনের চেয়ে বয়সে ৩১ বছরের ছোট। ইউটিউবার হিসেবে যাত্রা শুরু করা পল অভিনয়ের জগতেও জড়ান। বক্সিংয়ে নামেন ২০১৮ সালে, দুই বছর পর অভিষেক পেশাদার বক্সিংয়ে। ২০২১ সালে প্রথমবারের মতো পেশাদার বক্সার টিম ফিউরির মুখোমুখি হয়ে হেরে যান।

এবার বয়সের ভারে ন্যুব্জ টাইসনের বিপক্ষে কি পারবেন? উত্তর শুনুন পলের মুখেই, 'আমি সেই পুরোনো বর্বর মাইককে চাই। সেই খুনে মানসিকতার মাইক, যার বিপক্ষে শুক্রবার সবচেয়ে কঠিন ম্যাচটি খেলতে চাই। তাকে নকআউটে হারানোর পর কারও কাছ থেকে অজুহাত শুনতে চাই না।'

লড়াইটি গত জুনে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মায়ামি থেকে লস অ্যাঞ্জেলস যাওয়ার পথে বিমানে অসুস্থ হয়ে পড়েন টাইসন। রক্তবমি করেন। আলসার ধরা পড়ে তাঁর শরীরে। এ কারণে গত মে মাসে নির্ধারিত সেই লড়াইয়ের দিনক্ষণ পিছিয়ে দেওয়া হয়। সেই টাইসন এখন কেমন আছেন? ম্যাচের আগে গতকাল চূড়ান্ত সংবাদ সম্মেলনেই জানিয়ে দিয়েছেন, আগেই বাগ্ যুদ্ধে জড়াতে চান না।

বোঝা গেল আশির দশকজুড়ে টাইসনের মনের ভেতরকার সেই লেলিহান আগুন আর নেই। তবে ছাইচাপা কিছু একটা যে আছে ভেতরে, সেটাও বোঝা গেল তাঁর কথায়, 'আমি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। লড়াই করতে মুখিয়ে আছি।' ছাইচাপা সেই আগুনের কিছুটা দেখিয়েছেনও টাইসন, 'আমি হারব না।' এটুকু বলে সাংবাদিকদের জিজ্ঞেস করেছেন, 'শুনেছেন আমি কি বলেছি?'

টাইসনের বয়স ও শারীরিক অবস্থায় তাকিয়ে এই লড়াইয়ে বিপক্ষে সোচ্চারও হয়েছেন কেউ কেউ। ব্রিটেনের খ্যাতিমান বক্সিং সংগঠক এডি হিয়ার্ন তাঁদের একজন। ২০০৫ সালে সর্বশেষ পেশাদার লড়াইয়ে কেভিন ম্যাকব্রাইডের কাছে টাইসনের হেরে যাওয়ার উদাহরণ টেনে হিয়ার্ন বলেছেন, '২০ বছর আগে মাইক টাইসন বক্সিং থেকে অবসর নিয়েছেন এবং তাঁকে সেই লড়াইয়ে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলা হয়েছিল, ঠিক তো? মানে পুরোপুরি ধসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন কেউ যদি ভেবে থাকেন, টাইসনের এই বয়সে রিংয়ে নামা উচিত, তাহলে হয় আপনার ওই মানুষটির প্রতি কোনো মায়া নেই কিংবা আপনি বোকার হদ্দ। এই লড়াই হওয়া উচিত নয়।'

১৯ বছর আগে অবসর নেওয়ার আগে ৫০টি বাউট জয়ের বিপরীতে ৬টি হেরেছিলেন টাইসন। এর মধ্যে ৪৪টিই ছিল নকআউটে জয়। পল পাঁচ বছরের কম সময়ের মধ্যে বক্সিং শুরু করে ১০০ জয়ের বিপরীতে ১টি হেরেছেন। এর মধ্যে ৭টি নকআউট। তবে বেশির ভাগ লড়াইয়েই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মিক্সড মার্শাল আর্ট এবং অপেশাদার বক্সাররা। এই লড়াইয়ে পলের পক্ষে বাজির দর -২০০। যার মানে তিনিই ফেবারিট ও তাঁর পক্ষে ২০০ ডলার বাজি ধরলে এবং তিনি লড়াইয়ে জিতলে পাওয়া যাবে ১০০ ডলার।

পেশাদার বক্সিংয়ে তিন মিনিটের প্রতি রাউন্ডের মতো লড়বেন না দুজন। মোট ৮ রাউন্ডের এই লড়াইয়ে প্রতিটি রাউন্ডের মেয়াদ ২ মিনিট। পাঞ্চের শক্তি কমাতে দুই বক্সারকে প্রথাগত ১০ আউন্স গ্লাভসের পরিবর্তে ১৪ আউন্স ওজনের গ্লাভস পরতে হবে। ইউএসএ টুডে জানিয়েছে, মাথায় কোনো ধরনের গার্ড তাঁরা পরবেন কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, গত আগস্টে পল জানিয়েছিলেন তিনি এই লড়াই থেকে ৪ কোটি ডলার আয় করবেন। টাইসন আয় করবেন প্রায় ২ কোটি ডলার।

ইনিংসে ১০ উইকেটের ১০টিই নিয়েছেন ভারতের এই পেসার

নিজস্ব প্রতিনিধি: অংশুল কামবোজ;২৩ বছর বয়সী এই পেসার ক্যারিয়ারের বাকি সময়ে কিছু না করলেও ভারতের ক্রিকেটে উচ্চারিত হবেন নিশ্চিতভাবেই। বোলারদের এক বিরল অর্জনের ছোট্ট তালিকায় যে নাম লিখিয়ে নিয়েছেন তিনি। রঞ্জি ট্রফির ইতিহাসের মাত্র তৃতীয় বোলার হিসেবে এক ইনিংসে ১০ উইকেট নিয়েছেন কামবোজ।

আজ রঞ্জি ট্রফির পঞ্চম রাউন্ডের তৃতীয় দিনে কামবোজ কেরালার বিপক্ষে হরিয়ানার হয়ে এ কীর্তি গড়েন তিনি। ইনিংসে তাঁর বোলিং ফিগার এমন;৩০.১ ওভার, ৯ মেডেন, ৪৯ রান, ১০ উইকেট। ভারতের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট টুর্নামেন্টে কোনো বোলার ইনিংসে ১০ উইকেট নিলেন ৩৮ বছর পর।

কামবোজের ১০ উইকেট নেওয়া ম্যাচটি চলছে হরিয়ানার চৌধুরী বানসি লাল স্টেডিয়ামে। বৃহস্পতিবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিন শেষেই কামবোজের নামের সঙ্গে ছিল ৮ উইকেট। আজ তৃতীয় দিনে বাসিল থাম্পিকে বোল্ড করার পর শৌন রজারকে উইকেটকিপারের ক্যাচ বানিয়ে ইনিংসে ১০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি। কেরালা ২৯১ রান তুলতে ব্যাট করেছে মোট ১১৬.১ ওভার। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ওভার বল করেছেন কামবোজই।

তাঁর নেওয়া ১০ উইকেট রঞ্জি ইতিহাসে হরিয়ানার বোলারদের মধ্যে সেরা বোলিং। ভারতের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট প্রতিযোগিতাটিতে এর আগে মাত্র দুজন বোলার ইনিংসের সব কটি উইকেট নিতে পেরেছেন। প্রথমজন ১৯৫৬-৫৭ মৌসুমে বাংলার হয়ে খেলা প্রেমাংশু চট্টোপাধ্যায়। সেবার আসামের বিপক্ষে ২০ রানে ১০ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। দ্বিতীয় বোলার হিসেবে ১৯৮৫-৮৬ সালে বিদর্ভের বিপক্ষে ৭৮ রানে ১০ উইকেট নিয়েছিলেন রাজস্থানের প্রদীপ সুন্দরম। সে হিসেবে তিন যুগের বেশি সময় পর ইনিংসে ১০ উইকেট নিলেন কামবোজ।

রঞ্জিতে তৃতীয় হলেও মোটের ওপর ইনিংসে ১০ উইকেট নেওয়া ভারতের ষষ্ঠ বোলার কামবোজ। অন্য তিনজন হচ্ছেন অনিল কুম্বলে, শুভাষ গুপ্ত এবং দেবাশীষ মোহান্তি। এর মধ্যে ১৯৯৯ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে দিল্লি টেস্টে কুম্বলের নেওয়া ১০ উইকেট ছিল টেস্ট ইতিহাসে মাত্র দ্বিতীয়। টেস্ট ক্রিকেটের দেড় শ বছরের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত তিনজন বোলার ইনিংসে ১০ উইকেট নিতে পেরেছেন। প্রথমজন ইংল্যান্ডের জিম ল্যাকার, ১৯৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যানচেস্টার টেস্টে। আর তৃতীয়জন এজাজ প্যাটেল, ২০২১ সালে ভারত-নিউজিল্যান্ডের মুম্বাই টেস্টে।

হরিয়ানার কামবোজ রঞ্জি ট্রফির কীর্তি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও করে দেখানোর সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। গত মাসে ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপের ভারতীয় স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছিলেন তিনি। খেলেছেন সর্বশেষ আইপিএলেও। যদিও এর কোনোটিতেই নজরকাড়া পারফরম করতে পারেননি। তবে রঞ্জিতে ১০ উইকেট নিয়ে নিজেকে আরও একবার ঠিকই আলোচনায় নিয়ে আসতে পেরেছেন ২৩ বছর বয়সী এই ডানহাতি পেসার।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**